(সংস্কৃত-কবিগণের বিচিত্র শ্লোকাবলী)

শ্রীতারাকুমারকবিরত্ন-সঙ্কলিত

তৎকৃত অনুবাদ, ব্যাখ্যা, আনুষঙ্গিক গল্প, প্রবাদ ও
অন্যান্য বিবরণের সহিত।

শ্রীবসন্তকুমার চক্রবর্ত্তী কর্ত্তৃক
প্রকাশিত।

"কবিতা যদ্যস্তি রাজ্যেন কিম্"

কলিকাতা
১১৯নং ওল্ড বৈটকখানাবাজার রোড্ বানর্জি যন্ত্রে
জে, এন্, বানর্জি এণ্ড সন্ কর্ত্তৃক
মুদ্রিত।

সংবৎ ১৯৪৮।

উৎসর্গ।

পরমকল্যাণভাজন প্রাণাধিক প্রিয়শিষ্য

শ্রীমান্ জ্ঞানচন্দ্র চৌধুরী

চিরঞ্জীবিতেষু

হৃদয়ানন্দ!

আমার প্রাতঃস্মরণীয় ৺ পিতৃদেব আমার জন্য পার্থিব সম্পদ্ যদি কিছুই না রাখিয়া গিয়া থাকেন, তিনি আমার জন্য যে অপার্থিব অমূল্য রত্ন রাখিয়া গিয়াছেন, তাহার নিকট রাজমুকুটও তুচ্ছ। জগতে যদি আমার গৌরব করিবার কিছু থাকে, সে কেবল আমার পিতৃপুণ্য, যাহার প্রসাদে আমি তোমাদের ন্যায় শিষ্যরত্ন লাভ করিয়াছি। বিশেষতঃ তোমার ন্যায় কুলপাবন সন্তান যাহাকে গুরু বলিয়া পূজা করে, সে ব্যক্তি নিতান্ত অধম হইলেও তাহার ন্যায় গৌরবান্বিত আর কে আছে? "অশ্মাপি যাতি দেবত্বং মহদ্ভিঃ সুপ্রতিষ্ঠিতঃ"— বড় লোকে প্রতিষ্ঠা করিলে শিলাও দেবতা বলিয়া পূজিত হয়।

এই 'কবিবচনসুধা' আমার অতি প্রিয় পদার্থ; ইহাতে আমার বাল্যজীবনের ও স্বর্গীয় আচার্য্যগণের পবিত্র স্মৃতিচিহ্ন ভূরি ভূরি বিদ্যমান আছে। পিতা কোনও অপূর্ব্ব মিষ্টান্ন পাইলে তাহা প্রাণাধিক পুত্রের হস্তে দিয়া যে আনন্দ লাভ করেন, বৎস! আমি আজি এই 'কবিবচনসুধা' তোমার হস্তে দিয়া ততোধিক আনন্দ লাভ করিলাম। যাহা কিছু পবিত্র, মধুর ও কমনীয়, তুমি ভগবানের কৃপায় সে সমস্ত গুণ অধিকার করিয়াছ; তোমাকে আর কি আশীর্বাদ করিব? তথাপি এই প্রার্থনা করি যে,—

পাপাপহারী নরকান্তকারী
ত্রিতাপবারী যমভীতিহারী।
সংসারবারাংনিধিকর্ণধারী
ত্বাং পাতু নিত্যং কমলাবিহারী॥

স্বস্তি শ্রীতারাকুমারদেবশর্ম্মণঃ।

উৎসর্গ।

পরমকল্যাণভাজন প্রাণাধিক প্রিয়শিষ্য

শ্রীমান্ জ্ঞানচন্দ্র চৌধুরী

চিরজীবিতেষু

হৃদয়ানন্দ!

আমার প্রাতঃস্মরণীয় ৺ পিতৃদেব আমার জন্য পার্থিব সম্পদ্ যদি কিছুই না রাখিয়া গিয়া থাকেন, তিনি আমার জন্য যে অপার্থিব অমূল্য রত্ন রাখিয়া গিয়াছেন, তাহার নিকট রাজমুকুটও তুচ্ছ। জগতে যদি আমার গৌরব করিবার কিছু থাকে, সে কেবল আমার পিতৃপুণ্য, যাহার প্রসাদে আমি তোমাদের ন্যায় শিষ্যরত্ন লাভ করিয়াছি। বিশেষতঃ তোমার ন্যায় কুলপাবন সন্তান যাহাকে গুরু বলিয়া পূজা করে, সে ব্যক্তি নিতান্ত অধম হইলেও তাহার ন্যায় গৌরবান্বিত আর কে আছে? "অশ্মাপি যাতি দেবত্বং মহদ্ভিঃ সুপ্রতিষ্ঠিতঃ"— বড় লোকে প্রতিষ্ঠা করিলে শিলাও দেবতা বলিয়া পূজিত হয়।

এই 'কবিবচনসুধা' আমার অতি প্রিয় পদার্থ; ইহাতে আমার বাল্যজীবনের ও স্বর্গীয় আচার্য্যগণের পবিত্র স্মৃতিচিহ্ন ভূরি ভূরি বিদ্যমান আছে। পিতা কোনও অপূর্ব্ব মিষ্টান্ন পাইলে তাহা প্রাণাধিক পুত্রের হস্তে দিয়া যে আনন্দ লাভ করেন, বৎস! আমি আজি এই 'কবিবচনসুধা' তোমার হস্তে দিয়া ততোধিক আনন্দ লাভ করিলাম। যাহা কিছু পবিত্র, মধুর ও কমনীয়, তুমি ভগবানের কৃপায় সে সমস্ত গুণ অধিকার করিয়াছ; তোমাকে আর কি আশীর্ব্বাদ করিব? তথাপি এই প্রার্থনা করি যে,—

পাপাপহারী নরকান্তকারী
ত্রিতাপবারী যমভীতিহারী।
সংসারবারাংনিধিকর্ণধারী
ত্বাং পাতু নিত্যং কমলাবিহারী॥

স্বস্তি শ্রীতারাকুমারদেবশর্ম্মণঃ।

ভূমিকা।

এমন অনেক সময় উপস্থিত হয় যে, কোনও কাজই ভাল লাগে না, কোনও বিষয়েই মন বসে না। এটা ওটা সেটা উলটিয়া পালটিয়া দেখি, কিছুতেই মন স্থির হয় না। অথচ চুপ করিয়া থাকিতেও পারি না। এমন সময়, যদি কেহ সুরস কবিতা বা সঙ্গীত শুনায়, শুনিতে শুনিতে মন আবার সুস্থির ও কার্য্যোপযোগী হইয়া উঠে। এই জন্যই কোনও কবি বলিয়াছেন,—

"সঙ্গীতং কাব্যশাস্ত্রং চ সরস্বত্যাঃ স্তনদ্বয়ম্"

—মা সরস্বতীর একটী স্তন সঙ্গীত, আর একটী স্তন কবিতা।

শিশু সময়ে সময়ে এরূপ অস্থির হয় যে, কিছুতেই শান্ত হয় না; এটা ওটা সেটা দেখাও, কিছুতেই ভুলিবে না; হাতে খেলানা দেও, দূরে ফেলিয়া দিবে; সোহাগ করিতে যাও, আরো কাঁদিবে। এমন সময় মা আসিয়া মুখে স্তন দিবা-মাত্র দেখিতে পাইবে,—সে যেন আর সে নয়, কান্না কাটনা সকলি ভুলিয়াছে, সে ঝড় বৃষ্টির চিহ্নও নাই, মধুর হাসিটুকু মেঘনির্ম্মুক্ত চন্দ্রালোকের ন্যায় তাহার বদনে আবার দেখা দিয়াছে। তখন তাহাকে যাহা দেখাইবে, যাহা দিবে,

তাহাতেই আহ্লাদ প্রকাশ করিবে। আমাদের জীবনে এমন অনেক সময় ঘটিয়া থাকে; তখন সরস্বতীর স্তনস্বর সঙ্গীত বা কাব্যরস আমাদের চিত্তস্থৈর্য্য বিধান করি পারে। আমি ঐ সকল সময় এইরূপ উপায়ে মন স্থি করিয়া থাকি। আমার ন্যায় অন্যেও উপকার পাইবে এই উদ্দেশে এই 'কবিরচনসুধা' প্রকাশ করিলাম। ইহ কবিতাগুলি প্রবন্ধবিশেষ হইতে সংগৃহীত নহে, এক বিষ বা এক ভাবের নহে, শৃঙ্খলাবদ্ধও নহে। যাঁহারা উদ্যা শোভার পারিপাট্য অপেক্ষা বন-শোভার বৈচিত্র্য দেখি ভাল বাসেন, এরূপ শ্লোকসংগ্রহ তাঁহাদের অধিকতর হৃদ গ্রাহী হইবে। সংগ্রহপ্রণালী যেরূপ হউক না, ইহার এ একটী শ্লোক যে অতুল্য ও অমূল্য, ইহা সকলকেই স্বীক করিতে হইবে।

ইহাতে আদিরস পরিত্যক্ত হয় নাই। যাঁহারা আ রসের বিরোধী, তাঁহারা যদি একবার ভক্তি-চক্ষে ইহা আদিরসের শ্লোকগুলি দেখেন, বুঝিতে পারিবেন, যাব বিষ ভাবিয়াছিলেন, তাহা বিষ নহে, অমৃত। দেখিতে পাইবেন,—ভারতের যোগীরা যে অদ্বৈত প্রেমের সাধন করিয়াছেন, ভারতের প্রেমিক-দম্পতীরাও প্রকারান্তরে তাহারই সাধনা করিয়াছেন। দৃষ্টান্তস্বরূপ একটী শ্লোক এস্থানে উদ্ধৃত হইল,—

(পতির ধ্যানে নিমগ্না বিয়োগিনীর প্রতি সখীর জিজ্ঞাসা।)

আহারে বিরতিঃ সমস্তবিষয়গ্রামে নিবৃত্তিঃ পরা
নাসাগ্রে নয়নং তদেতদপরং যচ্চৈকতানং মনঃ।

মৌনং চেদমিদং চ শূন্যমধুনা যদ্বিশ্বমাভাতি তে
তদ্ব্রূয়াঃ সখি যোগিনী কিমসি ভোঃ কিং বা বিয়োগিন্যসি ॥

স্নান পান আহার করেছ পরিহার,
সমস্ত বিষয়-সুখে বৈরাগ্য তোমার ;
নাসাগ্রে রয়েছে দৃষ্টি হইয়া লগন,
একাগ্র হইয়া ধ্যানে আছ নিমগন ;
মৌনভাবে আছ সদা হইয়া নিশ্চল,
শূন্যময় হেরিতেছ এ বিশ্বমণ্ডল ;
বিরলে বসিয়া তুমি আছ একাকিনী,
সখি ! কি যোগিনী তুমি ? কিম্বা বিয়োগিনী ? ।

(কবিবচনসুধা, ৭৮ পৃষ্ঠা, ১৫৪ শ্লোক) ।

দেখুন দেখি ! এটী কি আদিরস বলিয়া ঘৃণিত হইতে পারে ? ইহা অপেক্ষাও উচ্চদরের কবিতা ইহাতে ভুরি ভুরি দেখিতে পাইবেন । তবে মাঝে মাঝে হালকাদরের শ্লোকও দিয়াছি ; কেন না,—খাইতে খাইতে অমৃতেও বিতৃষ্ণা হয় । যিনি যতই ভাবুক হউন না কেন, উচ্চ উচ্চ রাগ রাগিণী ক্রমাগত শুনিতে শুনিতে তাঁহার শ্রবণলালসা নিস্তেজ হইয়া পড়ে । সে লালসা আবার উত্তেজিত করিতে হইলে দুই চারিটী চুট্‌কী সুর শুনিতেই হইবে । একজন কবি বলিয়াছেন ;—

"হরিরিহ গোকুলবাসী পীযূষাশী সমীহতে তক্রম্ ।
বিতরতি সময়বিশেষে ভিক্ষা শক্রামৃতামোদম্" ॥

গোকুলে করেন বাস সদা নীলমণি,
আদরে সদাই খান ক্ষীর সর ননি ;
তবু ঘোলে দিয়া মুখ মারেন চুমুক,
সময়ে তেঁতুলে দেয় অমৃতের সুখ।

ইহাতে যে সকল দুর্লভ ও লুপ্তপ্রায় উদ্ভট শ্লোক আছে, তন্মধ্যে সীতা রাম ও রাধা কৃষ্ণ বিষয়ক শ্লোকগুলির অধিকাংশই আমি আমার পরমারাধ্য ৺পিতাঠাকুরের মুখে শুনিয়াছিলাম। আহা! সে আবৃত্তি ও সে ব্যাখ্যা আর কি শুনিতে পাইব!। পঠদ্দশায় যে সকল শ্লোক আমাদের প্রাতঃস্মরণীয় অধ্যাপক ৺প্রেমচন্দ্র তর্কবাগীশ মহাশয়ের নিকট ও অন্যান্য গুরুজনের নিকট শিখিয়াছিলাম, তাহার অনেকগুলি ইহাতে দিলাম; বাহুল্যভয়ে সকলগুলি দিতে পারিলাম না। সংস্কৃতানভিজ্ঞ পাঠকগণের বুঝিবার জন্য যতদূর সরল ভাষায় পারিয়াছি, প্রতিশ্লোকের বাঙ্গালা পদ্যানুবাদ দিয়াছি; এবং আবশ্যকমত স্থানে স্থানে বাঙ্গালা ভাষায় টীকাও প্রদত্ত হইয়াছে। আশা করি, এই অনুবাদ ও টীকার সাহায্যে মূল শ্লোকগুলি কাহারও দুর্বোধ থাকিবে না। যে সকল শ্লোকের আনুষঙ্গিক গল্প ও প্রবাদ চলিত আছে, সংক্ষেপে দিয়াছি। সেই সকল প্রবাদ ও গল্পের সহিত ঐ সকল শ্লোক পাঠ করিলে বোধ হয়, পাঠকগণের আরো মিষ্ট লাগিবে, এবং তাৎপর্য্যও অধিকতর পরিস্ফুট হইবে।

আমার পিতৃতুল্য অগ্রজ মহাশয় সময়ে সময়ে সংস্কৃত কবিতা হইতে বাঙ্গালা গান বাঁধিয়া গান করিতেন। সে অপূর্ব্ব গান যিনি একবার শুনিয়াছেন, কখনই ভুলিতে পারিবেন না। দুঃখের বিষয় যে, সে শক্তি তাঁহারই সঙ্গে লোপ পাইয়াছে। এই গ্রন্থে তাঁহার সংস্কৃতভাঙ্গা গান কয়েকটী দিয়াছি। এই পুস্তকের কিয়দংশ মুদ্রিত হইলে, পুণ্যশ্লোক ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের সঙ্কলিত 'শ্লোকমঞ্জরী' প্রাপ্ত হই। তাহা হইতে স্থানে স্থানে বিশেষ উপকার লাভ করিয়াছি। আমার প্রিয়তম শিষ্য ভক্তিমান্ শ্রীমান্ জ্ঞানচন্দ্র চৌধুরীর নিকট আমি এ বিষয়ে যথেষ্ট সাহায্য ও উৎসাহ প্রাপ্ত হইয়াছি। ভগবান্ উক্ত প্রাণাধিককে চিরজীবী করুন।

তোমার আমার বা অন্যের নিকট যাহা অসার ও অপদার্থ, কবির নিকট তাহা যে কি সারবান্ বহুমূল্য পদার্থ; অন্যে যাহা ঘৃণার চক্ষে দেখে, কবি তাহা যে কিরূপ ভক্তির চক্ষে দেখেন; অন্যে যাহাতে উপদেশের নামগন্ধও খুঁজিয়া পায় না, কবি তাহাতে যে কি অপূর্ব্ব জ্ঞানভাণ্ডার দেখিতে পান; অপরে যাহা অগ্নি ভাবিয়া স্পর্শও করে না, কবির নিকট তাহা যে কিরূপ শান্তিময়; ব্রহ্মাণ্ড হইতে পরমাণু পর্য্যন্ত, স্বর্গ হইতে নরক পর্য্যন্ত, দেবতা হইতে কৃমিকীট পর্য্যন্ত বিশ্বপ্রেমিক কবির চক্ষে যে কিরূপ আদরের বস্তু; কবি যে, প্রেমময় হৃদয়ে সকলি প্রেমময় দেখেন; অরুণালোকের ন্যায় তাঁহার স্বর্গীয় প্রতিভা সকল পদার্থকেই যে কি এক অপূর্ব্ব রাগে রঞ্জিত করে; এই কবিবচনসুধা সংক্ষেপে তাহারই পরিচয়।

এরূপ ক্ষুদ্র শ্লোকসংগ্রহ পড়িয়া পাঠকের মনে কোনও রসের আভোগ হইবে না, সত্য, কিন্তু যেমন উপাদেয় মিষ্টান্নের একটুকু খাইলে তাহা পূর্ণমাত্রায় খাইতে লালসা হয়, তেমনি এই ক্ষুদ্র গ্রন্থখানি পড়িয়া যদি কাহারও মনে সংস্কৃতকাব্যের অনুশীলনে আগ্রহ জন্মে, ইহার উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইবে। ইতি।

কলিকাতা।
২৫, পটলডাঙ্গা ষ্ট্রীট্।
১৩ই শ্রাবণ। মঙ্গলবার।
সন ১২৯৮ সাল।

শ্রীতারাকুমারশর্ম্মা।

কবিবচনসুধা।

অবিদিতগুণাপি সৎকবিভণিতিঃ
কর্ণেষু বমতি মধুধারাম্।
অনধিগতপরিমলাপি হি
হরতি দৃশং মালতীমালা ॥ ১ ॥

বুঝিতে না পারিলেও সুকবি-বচন,
শ্রবণে সুধার ধারা করে বরিষণ;
মালতীমালার যদি নাহি পাও ঘ্রাণ,
দৃষ্টিমাত্রে দূরে থেকে কেড়ে লয় প্রাণ। ১

অতিরমণীয়ে কাব্যে দূষণমন্বেষয়ত্যহো পিশুনঃ।
অতিরমণীয়ে দেহে ব্রণমিব মক্ষিকাণাং নিকরঃ ॥ ২ ॥

পরম সুন্দর কাব্য যদি হাতে পায়,
খল তার দোষটুকু খুঁজিয়া বেড়ায়;
পরম সুন্দর দেহ পাইয়া যেমন,
মক্ষিকা তাহাতে ক্ষত করে অন্বেষণ। ২।

প্রেম্ণো গতিরতিচিত্রা রুচিরঙ্কুরৈ র্বিজাতভাবাঃ।
নলিনী মরুতিবিতপ্তা মধুলিহি মলিনে রতিং বিধত্তে ॥ ৩ ॥

এ জগতে প্রণয়ের কি বিচিত্র গতি!
সুন্দরীর মজে মন কুরূপের প্রতি;
তার সাক্ষী কমলিনী রূপের আধার,
কালো অলি পেলে খোলে মধুর ভাণ্ডার। ৩।

একঃ কপোতপোতঃ শতশঃ শ্যেনাঃ ক্ষুধাভিধাবন্তি।
অম্বরমাবৃতিশূন্যং হরি হরি শরণং বিধেঃ করুণা ॥ ৪ ॥

একাকী কপোত-শিশু আকাশে পলায়,
ক্ষুধায় অসংখ্য বাজ্ পিছে পিছে ধায়; (১)
হরি হরি! শূন্যে তার কি আছে শরণ,
বিনা সেই দীনবন্ধু বিপত্তিহরণ। ৪।

যদি কৃষ্ণপদে চিন্তা ভক্তিস্তৎপাদপঙ্কজে।
বিষমে দুর্গমে বাপি কা চিন্তা মরণে রণে ॥ ৫ ॥

কৃষ্ণপদে যেই জন সঁপিয়াছে প্রাণ,
সে পদ-কমল যার সদা ধ্যান জ্ঞান;
কি ভয় কি ভয় তার দুর্গমে গহনে?
কি ভয় কি ভয় তার রণে বা মরণে? । ৫ ।

গুণায়ন্তে দোষাঃ সুজনবদনে দুর্জনমুখে
গুণা দোষায়ন্তে কিমিতি জগতাং বিস্ময়পদম্।
যথা জীমূতোঽয়ং লবণজলধের্বারি মধুরম্
ফণী পীত্বা ক্ষীরং বমতি গরলং দুঃসহতরম্ ॥ ৬ ॥

---

(১) বাজপক্ষী কপোত দেখিলেই মারিয়া খায়, এজন্য শ্যেন অর্থাৎ বাজপক্ষীর একটি নাম 'কপোতারি'।

কি আশ্চর্য্য সাধু আর দুর্জ্জনের রীত।
একে দোষ গুণ হয়, অন্যে বিপরীত ; (১)
লোণা জল ল'য়ে মেঘ দেয় মিষ্ট জল,
দুগ্ধ পান করি' ফণী উগারে গরল। ৬।

উদয়তি যদি ভানুঃ পশ্চিমে দিগ্বিভাগে
বিকশতি যদি পদ্মং পর্ব্বতানাং শিখাগ্রে।
প্রচলতি যদি মেরুঃ শীততাং যাতি বহ্নিঃ
ন চলতি খলু বাক্যং সজ্জনানাং কদাচিৎ ॥ ৭ ॥

পশ্চিমে যদ্যপি সূর্য্য হয় সমুদিত,
গিরিশৃঙ্গে পদ্ম যদি হয় বিকসিত ;
বিচলিত হয় যদি সুমেরু অচল,
অগ্নিও যদ্যপি কভু হয় সুশীতল ;
তথাপি সাধুরা যাহা করেন স্বীকার,
কদাপি অন্যথা নাহি হয় সে কথার। ৭।

রাজভবনস্থ পিঞ্জরবদ্ধ শুকপক্ষীর উক্তি ;—

বাসঃ কাঞ্চনপিঞ্জরে নৃপকরাম্ভোজৈস্তনূমার্জ্জনম্
ভক্ষ্যং স্বাদুরসালদাড়িমফলং পেয়ং সুধাভং পয়ঃ।
পাঠঃ সংসদি রামনাম সততং ধীরস্য কীরস্য মে
হা হা হন্ত তথাপি জন্মবিটপিক্রোড়ে মনো ধাবতি ॥ ৮ ॥

স্বর্ণের পিঞ্জরে থাকি, কর-পদ্ম দিয়া
রাজা নিজে দেন মোর গাত্র মুছাইয়া ;

---

(১) 'একে দোষ গুণ হয়'—গুণৈকদর্শী সাধুর নিকট অন্যের দোষও গুণ হয়। 'অন্যে বিপরীত'—দোষৈকদর্শী দুর্জ্জনের নিকট অন্যের গুণও দোষ হয়।

রসাল দাড়িম-ফল আহার প্রচুর,
পান করি সুধাসম দুগ্ধ সুমধুর ;
সভায় সতত করি রামনাম গান,
কে বা আছে ভাগ্যবান্ আমার সমান ?
হায় ! তবু জন্মভূমি-তরুর কোটরে,
যাইতে সদাই মন উড়ু উড়ু করে । ৮ ।

কোনও কবির আম্রবৃক্ষের প্রতি উক্তি ;—

যেঽমী তে মুকুলোদ্গমাদহরহর্দিনং ত্বামাশ্রিতাঃ ষট্‌পদাঃ
তে ভ্রাম্যন্তি ফলাদ্বহির্বহিরহো দৃষ্ট্বা ন সম্ভাষসে ।
যে কীটাস্তব দৃক্‌পথং চ ন গতাস্তে ত্বৎফলাভ্যন্তরে
ধিক্ ত্বাং চূততরো পরাপরপরিজ্ঞানানভিজ্ঞো ভবান্ ॥ ৯ ॥

মুকুল উদয় হ'তে নিত্য নিত্য নানামতে
করিল যে অলিকুল তব আরাধন,
ফলের বাহিরে তারা ঘুরে ঘুরে হ'লো সারা
দেখেও বারেক নাহি কর সম্ভাষণ ;
আর ছার কীট যারা বিনা পরিচয়ে তারা
জুড়িয়া বসিল তব ফলের ভিতর,
ছি ছি ওহে সহকার ! একি তব ব্যবহার ?
না চিনিলে হায় ! তুমি আপনার পর ? । ৯ ।

চক্রবাক ও চক্রবাকী (চকাচকী) সারা দিন দুটিতে একসঙ্গে থাকিয়া রাত্রিকালে পরস্পর বিচ্ছিন্ন হয়, ইহা বিধাতার আশ্চর্য্য ঘটনা । একটি নদীর এপারে এবং অপরটি নদীর ওপারে থাকিয়া সারা রাত্রি পরস্পরের জন্য কাতরস্বরে ডাকিতে থাকে । একদা এক ব্যাধ এক যোড়া চকাচকী

ধরিয়া দুটির পা বৃক্ষতলে বাঁধিয়া দুটিকেই এক পিঞ্জরায় বদ্ধ রাখিয়াছিল। রাত্রিকালে চক্রবাকী প্রিয়তম চক্রবাককে কহিতেছে ;—

শ্লাঘ্যা বন্ধনবেদনা চরণয়োঃ শ্লাঘ্যা নিরাহারতা
শ্লাঘ্যাশ্চাপ্যুপকারকারণতয়া মৃত্যুর্য যোরাবয়োঃ।
শর্ব্বর্য্যাং প্রিয়সঙ্গমো মম কুলে স্বপ্নেঽপি নৈব শ্রুতঃ
ব্যাধঃ সাধুরসৌ বিধাতৃকলিপির্যেনাপ্যবর্ণীকৃতা ॥ ১০ ॥

ধন্য রে ! চরণে এই বন্ধন-বেদনা,
ধন্য এই নিদারুণ ক্ষুধার যাতনা ;
ধন্য আজি মৃত্যু মোর প্রিয়তম-সনে,
কিবা শুভদিন আজি বলিব কেমনে ;
রাত্রিকালে চকাচকি দুটিতে মিলন,
স্বপনেও কেবা কোথা করেছে শ্রবণ ?
ধন্য ধন্য ব্যাধ ! তুমি পরম সুজন,
মোদের অদৃষ্ট-লিপি করেছ খণ্ডন। ১০।

একজন কবি, গঙ্গার ক্রমে অধোগতি এবং শেষে পাতালে প্রবেশ লক্ষ্য করিয়া বলিতেছেন ;—

শিরঃ শার্ব্বং স্বর্গাৎ পততি শিরসস্তৎক্ষিতিধরম্
মহীধ্রাদুত্তুঙ্গাদবনিমবনেশ্চাপি জলধিম্।
অধো গঙ্গা সেয়ং পদমুপগতা স্তোকমথবা
বিবেকভ্রষ্টানাং ভবতি বিনিপাতঃ শতমুখঃ ॥ ১১ ॥

গঙ্গাদেবী বিষ্ণুপদ ছাড়িল যেমন,
শিবের জটায় তার হইল পতন ;
হরজটা হ'তে ক্রমে নামি' ধীরে ধীরে,
পতিত হইল আসি' হিমাদ্রির শিরে ;

গিরিরাজ-শৃঙ্গ ছাড়ি পড়িল ভূতলে,
পড়িল ভূতল হ'তে সাগরের জলে,
সাগর হইতে শেষে নিজ কর্ম্ম-ফলে,
হায়! সেই গঙ্গাদেবী গেল রসাতলে;
যে জন বিষ্ণুর পদ ছাড়ে একবার,
শতমুখে হয় তার দুর্গতি অপার। ১১।

কথিত আছে, পণ্ডিত জগন্নাথ তর্কপঞ্চানন শ্রীক্ষেত্রে কাষ্ঠের জগন্নাথমূর্ত্তি দেখিয়া বলিয়াছিলেন ;—

একা ভার্য্যা প্রকৃতিমুখরা চঞ্চলা চ দ্বিতীয়া
পুত্রোঽপ্যেকো ভুবনবিজয়ী মন্মথো দুর্নিবারঃ।
শেষঃ শয্যা শয়নমুদধৌ বাহনং পন্নগারিঃ
স্মারং স্মারং স্বগৃহচরিতং দারুভূতো মুরারিঃ ॥ ১২ ॥

এক ভার্য্যা স্বভাবতঃ বড়ই প্রবলা,
আর ভার্য্যা স্বভাবতঃ বড়ই চপলা,
পুত্র এক বিশ্বজয়ী দুরন্ত মদন,
সমুদ্রে সর্পের শয্যা, বিহঙ্গ বাহন; (১)
এ সব ঘরের দুঃখ দিবা বিভাবরী,
ভাবিয়া ভাবিয়া কাষ্ঠ হয়েছেন হরি। ১২।

আমাদের দেশে সচরাচর গুণের যেরূপ বিচার হইয়া থাকে, তাহাতে নিম্নলিখিত শ্লোকটি বেশ খাটে। একটা ফড়িঙ্ লবঙ্গলতায় বসিয়া মধুপান করিতেছে দেখিয়া কবি বলিতেছেন ;—

---

(১) 'স্বভাবতঃ বড়ই প্রবলা' ভার্য্যাটি সরস্বতী। 'স্বভাবতঃ বড়ই চপলা' ভার্য্যাটি লক্ষ্মীঠাকুরাণ, ইনি কথাও স্থির থাকিতে পারেন না। 'বিহঙ্গ বাহন'—গরুড়পক্ষী চড়িয়া বেড়ান।

অয়ি পতঙ্গ নবমল্লিকাননে পিব মধুনি বিমুঞ্চ মধুব্রতান্ ।
ইহ বনে চ বনচরসঙ্কুলে নহি সতামসতাং চ বিচারণা ॥ ১৩ ॥

হে পতঙ্গ ! অলিগণে তাড়াইয়া দাও,
নবমল্লতার কোষে কোষে মধু খাও ;
এ বনে সবাই চাষা, কি বলিব আর,
ভালমন্দ গুণাগুণ কে করে বিচার ! ১৩ ।

রাজর্ষি জনক এই পণ করিয়াছিলেন,—যিনি হর-ধনু ভঙ্গ করিবেন, তাঁহাকেই সীতা সমর্পণ করিবেন। নবদূর্বাদলশ্যাম রাম আসিয়া যখন সেই ভীষণ ধনুর নিকট দাঁড়াইলেন, তখন সীতা অন্তরাল হইতে দেখিতেছিলেন। তিনি রামের সেই সুকোমল মূর্ত্তি ও সেই সুকঠিন ধনু দেখিয়া সখীকে কহিলেন ;—

কমঠপৃষ্ঠকঠোরমিদং ধনুঃ মধুরমূর্ত্তিরসৌ রঘুনন্দনঃ ।
কথমধিজ্যমনেন বিধীয়তাম্ অহহ তাত ! পণস্তব দারুণঃ ॥ ১৪ ॥

কূর্ম্মপৃষ্ঠসম দৃঢ় হর-শরাসন, (১)
মধুর-মূরতি এই শ্রীরঘুনন্দন ;
কেমনে ভাঙ্গিবে রাম এ ধনু ভীষণ,
হায় পিত ! একি তব সুকঠিন পণ ! । ১৪ ।

রামের হস্তে সেই বজ্রতুল্য ধনু ভগ্ন হওয়ায় সীতাকে চমকিত দেখিয়া তাঁহার সখী কহিলেন ;—

সীতে মা কুরু সম্ভ্রমং ধনুরহো কাঠিন্যমঙ্গীকৃতম্
তত্রাথবা ভুজযুগেন ধনুষো ভঙ্গায় নাথায় তে ।
কৌপী দীর্য্যতি জীর্য্যতি ক্ষিতিরুহঃ শুষ্যন্তি নীরাশয়াঃ
এষা কমলিনী দিবাকরকরৈরানন্দমাবিন্দতি ॥ ১৫ ॥

---

(১) 'কূর্ম্মপৃষ্ঠ-সম দৃঢ়'—কচ্ছপের পৃষ্ঠের ন্যায় অত্যন্ত কঠিন।

শ্রীরামচন্দ্রের হস্ত কঠিনতাময়,
ইহা ভাবি' ওলো সীতে! না পাইও ভয়;
এ কাঠিন্য শুধু ধনু-ভঙ্গের সময়,
তুঁহু অঙ্গ পরশিলে হবে সুধাময়;
যে রবির করে ধরা হয় শত চীর,
জীর্ণ হয় তরুলতা, শুষ্ক হয় নীর,
সেই রবি-করে হের! কোমল কমল,
প্রফুল্ল হইয়া রসে হয় চল চল। ১৫।

সীতা দুর্গম বন-পথে রামের অনুগমন করিতে করিতে মনে মনে কহিতেছেন;—

করৈরেবাত্যুগ্রৈঃ প্রতপতি বপুর্ণাং কুলপতিঃ
দয়ালেশং মাতা মহি ন কুরুতে কণ্টকময়ী।
মম প্রাণাধীশঃ ক্ষণমপি বিলম্বং ন সহতে
বিধৌ বামে বামঃ স্বজনপি ন কামং প্রসরতি॥ ১৬॥

শ্বশুর-কুলের গুরু দেব দিবাকর,
দহিছেন খর-করে দেহ নিরন্তর;
জননী ধরণী তাঁর নাহি দয়ালেশ, (১)
কঠোর কণ্টকে পদে দিতেছেন ক্লেশ;
জীবনসর্ব্বস্ব পতি তিনিও নির্দয়,
চলিতে ক্ষণেক তাঁর বিলম্ব না সয়;
জানিলাম,—বিধি বাম যাহার উপরে,
স্বজনেও তার প্রতি দয়া নাহি করে। ১৬।

---

(১) সূর্য্য সীতার শ্বশুরকুলের অর্থাৎ রঘুকুলের গুরু অর্থাৎ আদিপুরুষ। সীতা পৃথিবীর কন্যা।

রামের বধূ সীতা রাবণ কর্ত্তৃক অপহৃত হইলে, রাম একদা সায়ংকালে সমুদ্রকূলে উপস্থিত হইয়া দেখিলেন ;—

সমগ্রাম্যাহিত্যাপ্রিয়কমলিনীং ষট্পদকুলম্
বিলোক্যান্তর্মোদাৎ কুমুদবৃন্দং বিহসতি।
রবিঃ ক্ষুণ্ণঃ পশ্য হৃতনববধূনাশয়মহো
নিমজ্জন্নিত্যাব্ধৌ কলয়তি জনেষূদ্ধতকরৈঃ॥ ১৭॥

হরিল মলিন অলি রবিপ্রাণা নলিনীরে,
হাসিল বিকাস-ছলে কুমুদিনী ধীরে ধীরে ;
নিদারুণ অপমান দলিল তেজীর প্রাণ
দেখ! দীপ্ত ভানুমান্ বিবর্ণ গগণ-শিরে,
যার বধূ পরে হরে এই পথ তারি তরে
ঘুষি' ইহা ঊর্দ্ধ করে ডুবিল সমুদ্রনীরে (১)। ১৭।

(রাগিণী পূরবি তাল, আড়াঠেকা।)

রাবণ সীতাকে হরণ করিলে পর, ঘোর বর্ষাকাল উপস্থিত দেখিয়া রামের উক্তি ;—

যদ্বক্ত্রৈকসমানকান্তি সলিলে মগ্নং তদিন্দীবরম্
মেঘৈরন্তরিতঃ প্রিয়ে! তব মুখচ্ছায়ানুকারী শশী।
যেঽপি ত্বদ্গমনানুকারিগতয়স্তে রাজহংসা গতাঃ
ত্বৎসাদৃশ্যবিনোদমাত্রমপি মে দৈবং নহি ক্ষাম্যতি॥ ১৮॥

---

(১) সন্ধ্যাকালে যখন কমলিনী মুদিত হয়, ভ্রমর তখন তাহার অভ্যন্তরেই বাস করে। একদিকে যেমন কমলিনী মুদিত হয়, অপরদিকে তেমনি কুমুদিনী প্রস্ফুটিত হয়। সমুদ্রতটে সূর্য্যাস্ত দেখিলে জ্ঞান হয় সূর্য্য সমুদ্রগর্ভে ডুবিতেছে। 'ভানুমান্'—সূর্য্য। 'এই পথ তারি তরে'—অর্থাৎ যাহার স্ত্রীকে অন্যে হরণ করিয়াছে, তাহার পক্ষে সমুদ্রে ডুবিয়া মরাই শ্রেয়, সূর্য্য যেন লোককে ইহাই জানাইয়া দিয়া ডুবিতেছেন।

না হেরে তোমারে প্রিয়ে ! কি কোরে প্রাণ ধরি [illegible] ?

যা ছিল তোমারি তুল্য পোড়া বিধি সব হরিল ;

তব মুখ-সম শশী জলদে ঢাকিল আসি

নলিনী নেত্রসদৃশী সলিলে ডুবিল ;

রাজহংস ছিল যত গমনে তোমারি মত

বর্ষারম্ভে সবে তারা মানসে চলিল

কি কোরে প্রাণ ধরি বল ? (১)। ১৮।

(রাগিণী সুরট মল্লার, তাল আড়াঠেকা)

সমুদ্রোপরি প্রসারিত সুবিশাল সেতু দর্শন করিয়া রাবণের উক্তি ;—

ন দৃষ্টং ন শ্রুতং কাপি সাগরে সেতুবন্ধনম্।

নূনমস্মদ্‌বিনাশায় বিধিনা দোঃ প্রসারিতঃ ॥ ১৯ ॥

দেখি নাই শুনি নাই অদ্ভুত ঘটন !

অকূল সমুদ্রজলে সেতুর বন্ধন ;

সেতু নহে, বিধি হস্ত করেছে বিস্তার,

ধরিয়া রাক্ষসকুল করিতে সংহার। ১৯।

রাবণ সীতাকে হরণ করিয়া বহুদূরে সাগর-পারে লইয়া গিয়াছে শুনিয়া রামের উক্তি ;—

হারো নারোপিতঃ কণ্ঠে ময়া বিশ্লেষভীতয়া।

ইদানীমাবয়োর্মধ্যে সরিৎসাগরভূধরাঃ ॥ ২০ ॥

---

(১) বর্ষাকালে সমস্ত জলাশয় পঙ্কিল হয়, এজন্য রাজহংসেরা নির্ম্মল মানসসরোবরে গমন করে, ইহা কবি-বর্ণনায় প্রসিদ্ধ। এই গানটি আমার পূজ্যপাদ অগ্রজ ৺ কালীকুমার কর্ত্তৃক বিরচিত।

বক্ষে বক্ষে ব্যবধান ঘুচাবার তরে,
হারছড়াটিও নাহি দিতে বক্ষপরে ;
প্রিয়তমে ! আজি দেখ ! তোমায় আমায়,
গিরি নদী মহাসিন্ধু ব্যবধান হায় ! । ২০ ।

সীতার প্রতি রামের উক্তি ;—

অকিঞ্চিদপি কুর্বাণঃ সৌখ্যৈর্দুঃখান্যপোহতি।
তত্তস্য কিমপি দ্রব্যং যো হি যস্য প্রিয়ো জনঃ ॥ ২১ ॥

কিছু যদি নাহি করে শুধু কাছে রয়,
তথাপি আনন্দে সব দুঃখ দূর হয় ;
এ জগতে যার প্রতি ভালবাসা যার,
বলিতে পারি না সে যে কি ধন তাহার । ২১ ।

প্রবাসী প্রিয়তম বন্ধুকে কোনও ব্যক্তি পত্র লিখিতেছেন ;—

স্মরসি স্মরসে বন্ধো ! ন পুনস্ত্বাং স্মরাম্যহম্ ।
স্মরণং চেতসো ধর্ম্মস্তদেব ভবদন্তিকে ॥ ২২ ॥

মনে কি পড়ে হে বন্ধু ! আমারে তোমার ?
তোমারে আমার কিন্তু মনে নাই আর ;
মন ত থাকিলে তবে করিব স্মরণ,
তাহা যে আগেই তুমি করেছ হরণ । ২২ ।

বিয়োগবিধুর প্রেমিকের নিজ মনের প্রতি উক্তি ;—

ন দৃষ্টা তাং নেত্রে বত নিয়তমশ্রুপ্রণয়িনী
শরীরস্তাভাবে তদুরসি সমায়াতু তনুতাম্।
তথা কর্ণৌ শীর্ণৌ মধুরলপনাস্বাদনসুতে
কথং স্বান্ত ক্লান্তং ভবসি চিরতৎসঙ্গতমপি ॥ ২৩ ॥

মন ! তুমি কেন বল হতেছ কাতর ?
তুমি ত তাহার কাছে আছ নিরন্তর ;
আঁখি যে মজিছে এত তবু তারে মুদিলে ত
দেখিতে না পায় সেই রূপ মনোহর,
দেহ যে এতেক ক্ষীণ হইতেছে দিন দিন
আলিঙ্গিতে পায় না সে প্রিয়া-কলেবর,
কর্ণ যে বিশীর্ণ হায় ! কিবা দোষ দিব তায়
শুনিতে না পায় সেই সুমধুর স্বর ;
মন ! তুমি কেন বল হতেছ কাতর ? (১) । ২৩ ।

(রাগিণী সুরট মল্লার, তাল কাওয়ালি)

প্রবাসী প্রিয়তমের নিকট কোনও বিরহিণীর পত্র ;—

বিজ্ঞপ্তিরেষা ত্বয়ি জীববন্ধো !
* তত্রৈব নেয়া দিবসাঃ কিয়ন্তঃ ।
সম্প্রত্যযোগ্যস্থিতিরেষ দেশঃ
করাঃ হিমাংশোরপি তাপয়ন্তি ॥ ২৪ ॥

প্রাণপতি ! এ মিনতি করি হে তোমায়,
না এস এ দেশে আর থাকহ তথায় ;
এ দেশে বসতি আর করা নাহি যায়,
সুধাকর সেও হেথা শরীর পোড়ায় । ২৪ ।

প্রবাসীর প্রত্যুত্তর ;—

নৈতৎ প্রিয়ে ! চেতসি শঙ্কনীয়ম্
করা হিমাংশোরপি তাপয়ন্তি ।

(১) এই গানটি আমার পূজ্যপাদ অগ্রজ ৺ কালীকুমারের বিরচিত ।

[illegible]

[illegible] ॥ ২৪ ॥

দহিছে তোমার দেহ [illegible],
প্রিয়তমে! এ আশঙ্কা না করিও মনে ;
আমার বিরহ-তপ্ত হৃদয়-মাঝারে—
আছ তাই এত তাপ লাগিছে তোমারে। ২৫।

শ্রীকৃষ্ণ গোকুল ছাড়িয়াছেন, মথুরার রাজা হইয়াছেন। তিনি সমাগত দূতের নিকট গোকুলের সমাচার জিজ্ঞাসা করায় দূত বলিল ;—

শীর্ণা গোকুলমণ্ডলী পশুকুলং শষ্পায় ন স্পন্দতে
মূকাঃ কোকিলপঙ্‌ক্তয়ঃ শিখিকুলং ন ব্যাকুলং নৃত্যতি।
সর্ব্বে ত্বদ্বিরহানলেন সততং হা কৃষ্ণ! দৈন্তং গতাঃ
কিন্ত্বেকা যমুনা কুরঙ্গনয়নানেত্রাম্বুভির্বর্দ্ধতে ॥ ২৬ ॥

সাধের গোকুলময় শীর্ণ এবে সমুদয়
পশুতে না করে তৃণাহার,
নীরব কোকিল যত শিখিকুল পূর্ব্বমত
প্রেমে নৃত্য নাহি করে আর ;
তোমার বিরহানলে হা কৃষ্ণ! হেরি সকলে
দীন হীন অতি ক্ষীণ-কায়,
কেবল যমুনামাত্র বাড়িতেছে অহোরাত্র
হরিণাক্ষী-নয়ন-ধারায়। ২৬।

উদ্ধব যখন কৃষ্ণকে মথুরায় লইয়া যান, তখন রাধিকাকে বলিয়াছিলেন যে, তিনি কৃষ্ণকে শীঘ্রই আবার আনিয়া দিবেন। কিছুদিন পরে যখন

উদ্ধব আসিয়া সংবাদ দিলেন যে, কৃষ্ণ আর আসিবেন না, তখন রাধিকা বলিতেছেন ;—

যা পূর্ব্বং ভবতা প্রয়াণসময়ে সংরোপিতাশালতা
সাংভূৎ পল্লবিতা চিরাৎ কুসুমিতা নেত্রাম্বুসেকৈর্মুহুঃ।
বিজ্ঞাতং ফলিতেতি হন্ত ভবতা তস্যাঃ সমুন্মূলিতম্
রে রে মাধবদূত! জীর্ণবিহগঃ ক্ষীণঃ কমালম্বতে ॥ ২৭ ॥

পুন আনি দিব তব চিন্তামণি ধন,
এই আশা-লতা হৃদে করিলে রোপণ ;
সে লতা নয়নজলে সিঞ্চিনু সঘনে,
পল্লবিত কুসুমিত করিনু যতনে ;
তোমারে আসিতে দেখি মনে এই নিল,
এতদিনে আশা-লতা বুঝি বা ফলিল ;
ওরে রে উদ্ধব! তোর একি ব্যবহার,
একেবারে তার মূলে হানিলি কুঠার ;
মৃতপ্রায় প্রাণ-পাখী সে লতা বিহনে
নিরাশ্রয় হৈল আর বাঁচিবে কেমনে ?। ২৭।

(সিংহ-শূকর-সংবাদ)

একটা স্থূলকায় শূকর শরীরের গর্ব্বে অন্ধ হইয়া এক সিংহের নিকট গিয়া বলিতেছে ;—

দশ ব্যাঘ্রা জিতাঃ পূর্ব্বং সপ্ত সিংহাস্ত্রয়ো গজাঃ।
পশ্যন্তু দেবতাঃ সর্ব্বে অদ্য যুদ্ধং ত্বয়া সহ ॥ ২৮ ॥

দশ ব্যাঘ্র আর তিন মাতঙ্গ দুর্জ্জয়,
সাত সিংহ ইতি পূর্ব্বে করিয়াছি জয় ;

দেবতা সকলে আসি করুক দর্শন,
তোমায় আমায় আজি হ'বে ঘোর রণ। ২৮।

পশুরাজ শূকরের কথায় একটু হাসিয়া কহিলেন ;—

গচ্ছ শূকর! ভদ্রং তে ব্রূহি সিংহো ময়া জিতঃ।
পণ্ডিতা এব জানন্তি সিংহশূকরয়োর্বলম্ ॥ ২৯ ॥

যাও রে শূকর! তুমি ভালয় ভালয়,
বল গিয়া,—'সিংহ আমি করিয়াছি জয়' ;
সিংহ আর শূকরের বলের বিষয়,
পণ্ডিতে শুনিলে তাহা বুঝিবে নিশ্চয়। ২৯।

যুধিষ্ঠিরের রাজসূয়যজ্ঞের সভায় চেদিরাজ শিশুপাল শ্রীকৃষ্ণকে বিস্তর গালি দিলেও শ্রীকৃষ্ণ কোনও উত্তর করিলেন না। কবি বলিতেছেন ;—

প্রতিবাচমদত্ত কেশবঃ শপমানায় ন চেদিভূভুজে।
অনুহুঙ্কুরুতে ঘনধ্বনিং নহি গোমায়ুরুতানি কেশরী ॥ ৩০ ॥

চেদিরাজ শিশুপাল কৃষ্ণে গালি দিল,
তথাপি শ্রীকৃষ্ণ তাহে কিছু না বলিল ;
মেঘের ডাকের সঙ্গে যে করে গর্জ্জন,
সে সিংহ শৃগাল-শব্দে গর্জ্জে কি কখন ?। ৩০।

ভদ্রং কৃতং কৃতং মৌনং কোকিলৈর্জলদাগমে।
দর্দুরা যত্র বক্তারস্তত্র মৌনং হি শোভনম্ ॥ ৩১ ॥

বর্ষায় ভেকেরা যবে করে ডাকাডাকি,
কোকিল ভালই করে মৌনভাবে থাকি ;

যথায় বক্তৃতা করে বর্ব্বরের দল,
তথায় ভদ্রের পক্ষে মৌনই মঙ্গল। ৩১।

কাকঃ কৃষ্ণঃ পিকঃ কৃষ্ণঃ কো ভেদঃ পিককাকয়োঃ।
বসন্তে সমুপায়াতে কাকঃ কাকঃ পিকঃ পিকঃ॥ ৩২॥

রঙে রঙে নাহি ভেদ পিকে আর কাকে,
বসন্তে কোকিল কাক চেনা যায় ডাকে। ৩২।

দিব্যং চূতরসং পীত্বা ন গর্ব্বং যাতি কোকিলঃ।
পীত্বা কর্দ্দমপানীয়ং ভেকো মকমকায়তে॥ ৩৩॥

মধুর রসাল-রস করি আস্বাদন,
কোকিলের কিছুমাত্র নাহি আস্ফালন;
কিন্তু দেখ! ভেক যদি কাদা জল খায়,
মক মক রবে তবে গগন ফাটায়। ৩৩।

অগাধজলসঞ্চারী ন গর্ব্বং যাতি রোহিতঃ।
অঙ্গুষ্ঠোদকমাত্রেণ শফরী ফর্ফরায়তে॥ ৩৪॥

রোহিত গভীর জলে করে বিচরণ,
তথাপি সে কভু নাহি করে আস্ফালন;
অঙ্গুষ্ঠ-প্রমাণমাত্র জলের ভিতর—
থাকিয়া শফরী কিন্তু করে ফর্ ফর্ (১)। ৩৪।

কোকিলোঽহং ভবান্ কাকঃ সমানঃ কালিমাবয়োঃ।
অন্তরং কথয়িষ্যন্তি কাকলীকোবিদা জনাঃ॥ ৩৫॥

---

(১) 'রোহিত'—রুইমাছ। 'শফরী'—চুনা পুঁটি।

হে কাক! কোকিল আমি, আমরা উভয়,
যদিও অভিন্ন বটে কালয় কালয়;
কিন্তু কুহুরব মোর যে শুনেছে কাণে,
তোমায় আমায় ভেদ সেইমাত্র জানে। ৩৫।

কাকস্য চঞ্চুর্যদি স্বর্ণযুক্তা মাণিক্যযুক্তৌ চরণৌ চ তস্য।
একৈকপক্ষে গজরাজমুক্তাস্তথাপি কাকো ন চ রাজহংসঃ ॥ ৩৬ ॥

যদ্যপি কাকের চঞ্চু স্বর্ণে শোভা পায়, (১)
অমূল্য মাণিক যদি শোভে তার পায়;
পালকে পালকে যদি গজমুক্তা রয়,
তথাপি সে কাক বই রাজহংস নয়। ৩৬।

ভিনত্তি ভীমং করিরাজকুম্ভং বিভর্ত্তি বেগং পবনাদতীব।
করোতি বাসং গিরিগহ্বরেষু তথাপি সিংহঃ পশুরেব নান্যঃ ॥ ৩৭ ॥

ভীষণ করীন্দ্র-কুম্ভ করে বিদারণ,
পবন জিনিয়া বেগ করয়ে ধারণ;
নগেন্দ্র-গহ্বর সদা করয়ে আশ্রয়, (২)
তবু সিংহ পশু বই আর কিছু নয়। ৩৭।

গুণী গুণং বেত্তি ন বেত্তি নির্গুণঃ
বলী বলং বেত্তি ন বেত্তি নির্বলঃ।
পিকো বসন্তস্য গুণং ন বায়সঃ
করী চ সিংহস্য বলং ন মূষিকঃ ॥ ৩৮ ॥

---

(১) 'চঞ্চু'—ঠোঁট।

(২) 'করীন্দ্রকুম্ভ'—প্রকাণ্ড হস্তীর মস্তক। 'নগেন্দ্রগহ্বর'—হিমালয়ের গুহা।

গুণীই গুণীর গুণ চিনে এ ভুবনে,
নির্গুণে গুণীর গুণ চিনিবে কেমনে?
বলীই বলীর বল বুঝে এ ভুবনে,
দুর্ব্বলে বলীর বল বুঝিবে কেমনে?
কোকিলেই জানে ভাল বসন্তের রস,
সে রস জানিবে কোথা বর্ব্বর বায়স?
গজরাজ বুঝে ভাল কেশরীর বল, (১)
সে বল বুঝিবে কি সে মূষিক দুর্ব্বল?। ৩৮।

নিম্নলিখিত শ্লোকটি অলঙ্কারশাস্ত্রে হাস্যরসের উদাহরণ। এক্ষণকার বিশ্ববিদ্যালয়ের ও চতুষ্পাঠীর উপাধিধারীদিগের উপর এই শ্লোকটি বেশ খাটে;—

গুরোর্গিরঃ পঞ্চ দিনান্যধীত্য বেদান্তশাস্ত্রাণি দিনত্রয়ঞ্চ।
অমী সমাঘ্রায় চ তর্কবাদান্ সমাগতাঃ কুক্কুটপাদমিশ্রাঃ॥ ৩৯॥

পাঁচ দিনে শেষ করি' গুরু-উপদেশ,
তিন দিনে শেষ করি' বেদান্ত অশেষ;
ন্যায় দর্শনের শুধু লইয়া আঘ্রাণ,
আসিছে 'কুক্কুটপাদ' পণ্ডিতপ্রধান (২)। ৩৯।

নিম্নলিখিত কবিতার মধ্যে আজি কালি অনেকেই নিজ নিজ প্রতিমূর্ত্তি অবিকল দেখিতে পাইবেন;—

দিবোপবাসী নিশি চামিষাশী জটাধরঃ সন্ কুণটাভিলাষী।
অয়ং কষায়াকৃণচারুদণ্ডঃ শঠাগ্রণীঃ সর্পতি বিশ্বভণ্ডঃ॥ ৪০॥

---

(১) 'কেশরী'—সিংহ।

(২) 'কুক্কুটপাদ' অর্থাৎ কুঁকড়ার ঠ্যাং; এইটি উপাধির নাম।

দিনে করে উপবাস লোক দেখাইয়া,
রাত্রে খায় মদ্য মাংস উদর পুরিয়া;
মস্তকে জটার ঘটা, গেরুয়া বসন,
দণ্ড কমণ্ডলু হস্তে, কুলটায় মন;
ভিতরে শঠতা ভরা, বাহিরে সুজন,
ঐ দেখ! বিশ্বভণ্ড চলিছে কেমন!। ৪০।

প্রাক্ পাদয়োঃ পততি খাদতি পৃষ্ঠমাংসম্
কর্ণে কলং কিমপি রৌতি শনৈর্বিচিত্রম্।
ছিদ্রং নিরূপ্য সহসা প্রবিশত্যশঙ্কঃ
সর্ব্বং খলস্য চরিতং মশকঃ করোতি ॥ ৪১ ॥

প্রথমে আসিয়া পড়ে পায়ের উপর,
চুপে চুপে পৃষ্ঠমাংস খায় তার পর;
গুন্ গুন্ কত গুণ গায় কাণে এসে,
সহসা পাইলে ছিদ্র নির্ভয়ে প্রবেশে;
এইরূপে খলের চরিত্র যাহা আছে,
সকলি পাইবে তাহা মশকের কাছে (১)। ৪১।

---

(১) মশা ঠিক্ খলের অনুকরণ করে;—খল স্বার্থসাধনের জন্য প্রথমে লোকের পায়ে গিয়া পড়ে; মশাও পায়ের উপর বৈসে। 'পৃষ্ঠমাংস খায়', অর্থাৎ খল পিছনে গিয়া চুকলি কাটে ও অনিষ্টচেষ্টা করে। লোকের অসাক্ষাতে নিন্দা ও মন্দ করে বলিয়া খলের একটি নাম 'পৃষ্ঠমাংসাদক'। মশাও পিঠে হুল ফুটাইয়া রক্ত খায়। খল দুরভিসন্ধিসিদ্ধির জন্য লোকের কাণে নানাপ্রকার কপট মিষ্ট কথা বলিয়া থাকে। মশাও রক্ত খাইবার আগে কাণের কাছে মধুর স্বরে গুন্ গুন্ করিতে থাকে। ছিদ্র অর্থাৎ সুযোগ পাইলেই খল ব্যক্তি লোকের গৃহের ও মনের ভিতর প্রবেশ লাভ করিয়া নির্ভয়ে তাহার অনিষ্ট সাধন করে। মশাও মশারির কোনও স্থানে একটু ছিদ্র পাইলেই মশারির মধ্যে নির্ভয়ে প্রবেশ করে।

নিম্নলিখিত শ্লোকটী পূজনীয় ৺ জ্যেষ্ঠতাত তর্কবাগীশের বিরচিত ;—

> কুলশিখরমপি কাব্যং ব্যক্তবৈদগ্ধ্যভাজাম্
> ধনবিতরণভীত্যা নাদ্রিয়ন্তে ধনাঢ্যাঃ।
> কলমপি মশকানাং মঞ্জুগুঞ্জধ্বনানাম্
> রুতমিহ সহতে কো দংশনাশঙ্কিচেতাঃ ॥ ৪২ ॥

ধনীর নিকটে গিয়া যাচক ব্রাহ্মণ,
সুমিষ্ট কাব্যও যদি করায় শ্রবণ ;
পাছে কিছু দিতে হয় এ ভয় করিয়া,
ধনী তারে অনাদরে দেয় তাড়াইয়া ;
মশা যে মধুর স্বরে গুন্ গুন্ গায়,
রুধির দিবার ভয়ে কে বা সহে তায় ? । ৪২ ।

এক ব্যক্তি সারারাত্রি মশার কামড়ে জ্বালাতন হইয়া বড় দুঃখেই বলিতেছে ;—

> জিতধূমসমূহায় জিতব্যজনবায়বে।
> মশকায় ময়া কায়ঃ সায়মারভ্য দীয়তে ॥ ৪৩ ॥

দিনু যে এতেক ধোঁয়া কিছু না হইল,
এত যে বাতাস দিনু কিছু না মানিল ;
তাই আমি সন্ধ্যা হ'তে আরম্ভ করিয়া,
মশাকেই এ শরীর দিয়াছি ছাড়িয়া । ৪৩ ।

এক দরিদ্র ব্রাহ্মণের চারি জামাতা ; প্রথমটির নাম হরি, দ্বিতীয়টির নাম মাধব, তৃতীয়টির নাম পুণ্ডরীকাক্ষ এবং চতুর্থটির নাম ধনঞ্জয়। তাহারা শ্বশুরের বাড়ী কিছুতেই ছাড়িতে চায় না, গরিব ব্রাহ্মণও আর তাহাদের আহার যোগাইতে পারে না। অবশেষে এইরূপে তাহারা শ্বশুর-বাড়ী ছাড়িল ;—

ঘৃতাভাবে হরির্যাতি বিনা পীঠেন মাধবঃ।
কদন্নৈঃ পুণ্ডরীকাক্ষঃ প্রহারেণ ধনঞ্জয়ঃ ॥ ৪৪ ॥

ঘৃত না পাইয়া হরি করিল গমন,
মাধব চম্পট দিল না পেয়ে আসন ;
ভাগিল পুণ্ডরীকাক্ষ কদন্ন দেখিয়া,
প্রহারেই ধনঞ্জয় চলিল ভাগিয়া। ৪৪।

নৃত্যন্তি ভোজনে বিপ্রা ময়ূরা মেঘদর্শনে।
সাধবঃ পরসম্পৎসু খলাঃ পরবিপত্তিষু ॥ ৪৫ ॥

ফলার পাইলে নাচে যতেক ব্রাহ্মণ,
নব মেঘ দরশনে নাচে শিখিগণ ;(১)
পরের সম্পদ হেরে নাচে সাধুগণ,
পরের বিপদে নাচে যতেক দুর্জ্জন। ৪৫।

অসারে খলু সংসারে সারং শ্বশুরমন্দিরম্।
হিমালয়ে হরঃ শেতে হরিঃ শেতে মহোদধৌ ॥ ৪৬ ॥

অসার সংসার মাঝে শ্বশুর-আলয়,
একমাত্র সার বস্তু জানিহ নিশ্চয় ,
শ্রীহরি পড়িয়া আছে ক্ষীরোদসাগরে,
হিমালয়ে কৃত্তিবাস সদা বাস করে (২)। ৪৬।

---

(১) 'শিখিগণ'—ময়ূর সকল।

(২) ক্ষীরোদ-সাগরের কন্যা লক্ষ্মীকে নারায়ণ বিবাহ করিয়াছেন, এজন্য সাগর তাঁহার শ্বশুরবাড়ী, তিনি ঐ সাগরেই অনন্তশয্যা পাতিয়া পড়িয়া আছেন। 'কৃত্তিবাস' অর্থাৎ শিব, তাঁহার শ্বশুরবাড়ী হিমালয়, তিনি সেই স্থানেই চিরকাল বাস করিতেছেন।

প্রাচীন কবিরা সঙ্গীতের মাহাত্ম্য এইরূপ বর্ণনা করিয়াছেন ;—

জপকোটিগুণং ধ্যানং ধ্যানকোটিগুণো লয়ঃ।
লয়কোটিগুণং গানং গানাৎ পরতরং নহি ॥ ৪৭ ॥

কোটি হরিনাম-জপে যত ফল হয়,
একমাত্র হরি-ধ্যানে তত ফলোদয় ;
কোটি বার তাঁর ধ্যানে যত ফলোদয়,
তাঁহাতে হইলে লয় তত ফল হয় ; (১)
কোটি বার লয়ে হয় যত ফলোদয়,
হরিগুণগানে তাহা জানিবে নিশ্চয় ;
অতএব একমাত্র সঙ্গীতের কাছে,
এ জগতে কিবা আর শ্রেষ্ঠ বস্তু আছে ? । ৪৭ ।

শিবশক্তিময়ো রাগঃ পরমপ্রেমসাগরঃ।
যস্য শ্রবণমাত্রেণ বিষ্ণুরার্দ্রতয়োঽভবৎ।
তেনৈব গঙ্গা সম্ভূতা জগত্রিতয়তারিণী ॥ ৪৮ ॥

সঙ্গীতের রাগ তিনি শিবশক্তিময়,
পরম প্রেমের সিন্ধু জানিবে নিশ্চয় ;
যে রাগ নারদমুখে শ্রীহরি শুনিয়া,
দ্রবময়ী গঙ্গা-রূপে পড়েন গলিয়া (২)। ৪৮।

যতঃ শম্ভুমুখো রাগ নাদেন পরিস্ফুর্যাতি।
অতো নাদস্য মাহাত্ম্যং ব্যাখ্যাতুং কেন শক্যতে ॥ ৪৯ ॥

---

(১) 'তাঁহাতে হইলে লয়'—সেই নারায়ণে 'লয়' অর্থাৎ জীবাত্মাকে বিলীন করিলে, তদ্দ্বারা ধ্যানের কোটিগুণ ফল লাভ হয়।

(২) কথিত আছে,—ভগবান্ নারায়ণ নারদের বীণাযন্ত্রে সঙ্গীতের রাগ শ্রবণমাত্রে দ্রবীভূত হইয়া ত্রিলোকতারিণী দ্রবময়ী গঙ্গার রূপে পরিণত হইয়াছিলেন।

পশু, শিশু, মৃগ, পক্ষী, ভুজঙ্গমগণে,
সবাই মোহিত হয় সঙ্গীত শ্রবণে;
ভুবনমোহন সেই গানের মহিমা,
বর্ণনা করিয়া তার কে করিবে সীমা। ৪৯।

সরস্বতীর হস্তে তুম্ব অর্থাৎ অলাবু-সংযুক্ত বীণাদণ্ড দেখিয়া কোনও কবি বলিয়াছিলেন;—

নাদ্যাপ্যস্ত শব্দং পারং ন জানাতি সরস্বতী।
অদ্যাপি মজ্জনভয়াৎ তুম্বং বহতি বক্ষসি॥ ৫০॥

অগাধ অপরিসীম শব্দ-পারাবার,
বীণাপাণি নিজে তার নাহি পান পার;
ডুবিবার ভয়ে বক্ষে ধরিয়া অলাবু,
সরস্বতী সে সাগরে খান হাবুডুবু। ৫০।

তত্রৈব গঙ্গা যমুনা চ তত্র গোদাবরী তত্র সরস্বতী চ।
সর্ব্বাণি তীর্থানি বসন্তি তত্র যত্রাচ্যুতোদারকথাপ্রসঙ্গঃ॥ ৫১॥

জাহ্নবী-যমুনা গোদাবরী সরস্বতী,
সেই স্থানে সবে আসি' করয়ে বসতি;
সেই স্থানে সর্ব্ব তীর্থ জানিবে নিশ্চয়,
যেই স্থানে পুণ্যময় কৃষ্ণ-কথা হয়। ৫১।

আরাধিতো যদি হরিস্তপসা ততঃ কিম্
নারাধিতো যদি হরিস্তপসা ততঃ কিম্।
অন্তর্বহির্যদি হরিস্তপসা ততঃ কিম্
নান্তর্বহির্যদি হরিস্তপসা ততঃ কিম্॥ ৫২॥

শ্রীহরির আরাধন করে যেই জন,
তার আর তপস্যায় কিবা প্রয়োজন?
শ্রীহরির আরাধন না করে যে জন,
তার আর তপস্যায় কিবা প্রয়োজন?
অন্তরে বাহিরে হরি হেরে যেই জন,
তার আর তপস্যায় কিবা প্রয়োজন?
অন্তরে বাহিরে হরি হেরে না যে জন,
তার আর তপস্যায় কিবা প্রয়োজন? ।৫২।

অপবিত্রঃ পবিত্রো বা সর্ব্বাবস্থাং গতোঽপি বা।
যঃ স্মরেৎ পুণ্ডরীকাক্ষং স বাহ্যাভ্যন্তরঃ শুচিঃ ॥ ৫৩ ॥

শুচি বা অশুচি দেহ হউক তাহার,
অবস্থা হউক তার যে কোনো প্রকার;
ভক্তিভরে হরিনাম যে করে স্মরণ,
তখনি পবিত্র তার হয় দেহ মন। ৫৩।

বাঞ্ছা সজ্জনসঙ্গমে পরগুণে প্রীতির্গুরৌ নম্রতা
বিদ্যায়াং ব্যসনং স্বযোষিতি রতির্লোকাপবাদাদ্ভয়ম্।
ভক্তিশ্চক্রিণি শক্তিরাত্মদমনে সংসর্গমুক্তিঃ খলে
এতে যত্র বসন্তি নির্ম্মলগুণাস্তেভ্যো নরেভ্যো নমঃ ॥ ৫৪ ॥

সজ্জনের সহবাসে সদা অভিলাষ,
পরের মঙ্গলে নিজ হৃদয়ে উল্লাস;
বিদ্যায় আসক্তি সদা, স্বভার্য্যায় রতি,
লোকনিন্দা অপবাদে মনে ভয় অতি;

ইন্দ্রিয়সংযমে শক্তি, ভক্তি নারায়ণে,
দুর্জ্জনের সঙ্গ-ত্যাগ, শ্রদ্ধা গুরুজনে;
এ সব গুণের যাঁরা হয়েন আধার,
সেই সব মহাত্মারে করি নমস্কার। ৫৪।

ভোগে রোগভয়ং কুলে চ্যুতিভয়ং বিত্তে নৃপালাদ্ভয়ম্
মানে দৈন্যভয়ং বলে রিপুভয়ং রূপে তরুণ্যা ভয়ম্।
শাস্ত্রে বাদিভয়ং গুণে খলভয়ং কায়ে কৃতান্তাদ্ভয়ম্
সর্ব্বং বস্তু ভয়ান্বিতং ভুবি নৃণাং বৈরাগ্যমেবাভয়ম্ ॥ ৫৫ ॥

ভোগে রোগভয়, কুলে কলঙ্কের ভয়,
ধনে রাজ-ভয়, মানে দৈন্য-ভয় হয়;
রূপে যুবতীর ভয়, বলে রিপু-ভয়,
শাস্ত্রে বাদি-ভয়, গুণে খল-ভয় রয়;
দেহে যম-ভয়, ভয়-ছাড়া কিছু নাই,
কেবল বৈরাগ্য ভবে অভয় সদাই (১)। ৫৫।

বৃক্ষং ক্ষীণফলং ত্যজন্তি বিহগাঃ শুষ্কং সরঃ সারসাঃ
পুষ্পং পর্য্যুষিতং ত্যজন্তি মধুপা দগ্ধং বনান্তং মৃগাঃ।
নির্দ্রব্যং পুরুষং ত্যজন্তি গণিকা ভ্রষ্টশ্রিয়ং মন্ত্রিণঃ
সর্ব্বঃ স্বার্থবশাজ্জনোঽভিরমতে কস্যাস্তি কো বল্লভঃ ॥ ৫৬ ॥

---

(১) যে যত ভোগ করে তাহার তত রোগের আশঙ্কা। যাহার কুলমর্য্যাদা যত অধিক তাহার কুলকলঙ্কের ভয় তত অধিক। অনেক টাকা থাকিলে তাহাতে রাজার লোভ পড়ে, এজন্য তাহাকে সদা শঙ্কিত থাকিতে হয়। পাছে কাহারও কাছে দৈন্য জানাইতে হয়, মানী লোকেরা সদাই এই ভয় করেন। সুন্দর পুরুষ দেখিলে যুবতীর লোভ পড়ে। বলবান্ ব্যক্তিকে প্রতিপক্ষের ভয় করিতে হয়। শাস্ত্রজ্ঞ ব্যক্তিকে প্রতিদ্বন্দ্বী পণ্ডিতের নিকট পরাজয়ের ভয় করিতে হয়। গুণবান্ ব্যক্তিকে দুর্জ্জনের ভয় করিতে হয়। শরীর ধারণ করিলেই যমকে ভয় করিতে হয়।

বৃক্ষ ছাড়ে বিহঙ্গম ফুরাইলে ফল,
সারস সরসী ছাড়ে শুখাইলে জল ; (১)
মধু ফুরাইলে পুষ্প ছাড়ে মধুকর,
দগ্ধ বন ছাড়ি' মৃগ যায় স্থানান্তর ;
বেশ্যা ছাড়ে পুরুষের ফুরাইলে ধন,
রাজ্য গেলে নৃপতিরে ছাড়ে মন্ত্রিগণ ;
সবাই স্বার্থের তরে বন্ধু সবাকার,
স্বার্থ ফুরাইলে আর কে বল ! কাহার ? । ৫৬ ।

মাতা নিন্দতি নাভিনন্দতি পিতা ভ্রাতা ন সম্ভাষতে
ভৃত্যঃ কুপ্যতি নানুগচ্ছতি সুতঃ কান্তা চ নালিঙ্গতি ॥
অর্থপ্রার্থনশঙ্কয়া ন কুরুতেঽপ্যালাপমাত্রং সুহৃৎ
তস্মাদর্থমুপার্জ্জয়স্ব চ সখে স্বার্থস্য সর্ব্বে বশাঃ ॥ ৫৭ ॥

মাতা দেয় গালি, পিতা না করে আদর,
সম্ভাষণ নাহি করে নিজ সহোদর ;
ভৃত্য রেগে কথা কয়, না মানে সন্তান,
গৃহিণীও নাহি করে আলিঙ্গন দান ;
প্রার্থনার ভয়ে বন্ধু কথাও না কয়,
অর্থ না থাকিলে তার এই দশা হয় ;
অতএব কর ভাই ! অর্থ উপার্জ্জন,
এ ভবে স্বার্থের বশ হয় সর্ব্বজন । ৫৭ ।

---

(১) 'সারস'—জলচর পক্ষী। 'সরসী'—সরোবর।

ধনৈর্নিষ্কুলীনাঃ কুলীনা ভবন্তি
ধনৈরাপদং মানবা নিস্তরন্তি ।
ধনেভ্যঃ পরো বান্ধবো নাস্তি লোকে
ধনান্যর্জ্জয়ধ্বং ধনান্যর্জ্জয়ধ্বম্ ॥ ৫৮ ॥

নীচ হয় উচ্চ যদি থাকে তার ধন,
ধনে হয় মানবের বিপদ-মোচন ;
ধন হ'তে শ্রেষ্ঠ বন্ধু কে আছে ভুবনে ?
কর কর প্রাণপণ ধন-উপার্জ্জনে । ৫৮ ।

কোনও রাজা চারি জন কবিকে এই শ্লোকাংশ পূরণ করিতে দিয়াছিলেন,—“প্রসীদেতি ক্রোশন্ নিমিষমিব নেষ্যামি দিবসান্”। চারি জন কবি নিজ নিজ রুচি অনুসারে চারিটি পৃথক্ পৃথক্ শ্লোক রচনা করিয়া রাজাকে দিলেন। সেই শ্লোক চারিটি যথা ;—

১ম। কদা বারাণস্যামিহ সুরধুনীরোধসি বসন্
বসানঃ কৌপীনং শিরসি নিদধানোঽঞ্জলিপুটম্ ।
অয়ে গৌরীনাথ ত্রিপুরহর শম্ভো ত্রিনয়ন !
“প্রসীদেতি ক্রোশন্ নিমিষমিব নেষ্যামি দিবসান্” ॥ ৫৯ ॥

কবে এ কাশীতে কৌপীন পরিয়া,
গঙ্গাতীরে শিরে অঞ্জলি করিয়া ;
বলিব,—ক্ষম হে পার্ব্বতীরমণ !
ত্রিনয়ন ! শম্ভো ! ত্রিপুরহরণ !
বলিতে বলিতে নিমেষের প্রায়,
কাটাব আমার দিন সমুদায় । ৫৯ ।

২। কদা বৃন্দারণ্যে বিমলযমুনাতীরপুলিনে
চরন্তং গোবিন্দং হলধরসুদামাদিসহিতম্ ।
অয়ে কৃষ্ণ স্বামিন্ মধুরমুরলীমোহন বিভো
"প্রসীদেতি ক্রোশন্ নিমিষমিব নেষ্যামি দিবসান্" ॥ ৬০ ॥

বিমল যমুনাকূলের পুলিনে,
বৃন্দাবনে রাম সুদামাদি সনে,
মধুর-মুরলী-রব-সুশোভন,
বিহরে সুন্দর মদনমোহন ;
কবে আমি তাঁয়,—হও হে সদয়,
হে কৃষ্ণ ! হে নাথ ! ওহে দয়াময় !
বলিতে বলিতে নিমেষের প্রায়,
কাটাব আমার দিন সমুদায় । ৬০ ।

৩। কদা কালিন্দীয়ে হরিচরণপদ্মাঙ্কিততটে
স্মরন্ গোপীনাথং কমলনয়নং সস্মিতমুখম্ ।
অহো পূর্ণানন্দাম্বুজবদন ভক্তৈকশরণ !
"প্রসীদেতি ক্রোশন্ নিমিষমিব নেষ্যামি দিবসান্" ॥ ৬১ ॥

হরিপদাঙ্কিত কালিন্দীর তীরে,
প্রেমানন্দভরে প্রফুল্ল শরীরে,
সহাস্যবদন কমলনয়ন
গোপীনাথে কবে করিয়া স্মরণ,
অহো পূর্ণানন্দ ! হে ভক্তজীবন !
হও হে প্রসন্ন পঙ্কজবদন !
বলিতে বলিতে নিমেষের প্রায়,
কাটাব আমার দিন সমুদায় । ৬১ ।

৪। কদা কান্তাগারে পরিমলমিলৎপুষ্পশয়নে
শয়ানঃ কান্তায়াঃ কুচযুগমহং বক্ষসি বহন্।
অয়ে কান্তে মুগ্ধে চটুলনয়নে চন্দ্রবদনে
"প্রসীদেতি ক্রোশন্ নিমিষমিব নেষ্যামি দিবসান্" ॥ ৬২ ॥

শয়ন করিয়া সুরম্য ভবনে,
সুবাস প্রফুল্ল কুসুম-শয়নে,
কান্তা-কুচযুগ ধরিয়া উরসি,
কান্তায় কহিতে কহিতে,—প্রেয়সি!
ওলো শশিমুখি! তরলনয়নে!
সারল্য-পুতলি! ক্ষম লো! অধীনে,
দিবা বিভাবরী কবে শত শত,
যাপিব রে আমি নিমেষের মত। ৬২।

যদি যাস্যসি নাথ! নিশ্চিতং যামি যামি বচনং হি মা বদ।
অশনেঃ পতনে ন বেদনা পতনধ্বানতীব দুঃসহম্ ॥ ৬৩ ॥

হে কান্ত! একান্ত যদি করিবে গমন,
যাও, কিন্তু 'যাই-যাই' বোলো না বচন;
বজ্রের পতনে তত নহে ত বেদনা,
কিন্তু পতনের শব্দ সহে না সহে না। ৬৩।

সঙ্গমবিরহবিকল্পে বরমিহ বিরহো ন সঙ্গমস্তস্যাঃ।
সঙ্গে সৈব তদেকা ত্রিভুবনমপি তন্ময়ং বিরহে ॥ ৬৪ ॥

বিরহ তাহার সনে অথবা মিলন,
এ দুয়ের মধ্যে ভাল বিরহঘটন;

সে প্রিয়তমার সনে হইলে মিলন,
সে মূর্ত্তি একটিমাত্র করি দরশন ;
কিন্তু হ'লে তার সনে বিরহঘটন,
সকলি সে রূপময় হেরি ত্রিভুবন। ৬৪।

পতি যখন প্রবাসে যাত্রা করিল, পতিপ্রাণা পত্নী বহির্দ্বার পর্য্য আসিয়া তাঁহাকে দেখিতে লাগিল। পতি দৃষ্টিপথের বহির্ভূত হইলে, চিত্রার্পিতার ন্যায় যে ভাবে বসিয়া রহিল, তাহা দেখিয়া একজন কবি বলিতেছেন ;—

লতামূলে লীনো হরিণপরিহীনো হিমকরঃ
লসত্তারাকারা গলতি জলধারা কুবলয়াৎ।
ধুনীতে বন্ধূকং তিলকুসুমজন্মা হি পবনঃ
বহির্দ্বারে পুণ্যাং পরিণমতি কস্যাপি কৃতিনঃ ॥ ৬৫ ॥

কি হেরিনু মনোহর অকলঙ্ক হিমকর
লতামূলে পড়েছে ঢলিয়া,
যেন নিরমল তারা বিন্দু বিন্দু বারিধারা
ঝরিতেছে কুবলয় দিয়া ;
বাঁধুলীরে কাঁপাইয়া তিলফুল মধ্য দিয়া
ঘন ঘন বহিছে পবন,
বাহির দ্বারেতে আসি ফলে যার পুণ্যরাশি
কোন্ ভাগ্যধর সেই জন ? (১)। ৬৫।

---

(১) 'অকলঙ্ক হিমকর'—নিষ্কলঙ্ক চন্দ্র, তাহার নিষ্কলঙ্ক মুখচন্দ্র তাহার বাহুরূপ লতা মূলে ঢলিয়া পড়িয়াছে, অর্থাৎ সে বাহুমূলে মুখখানি সংলগ্ন করিয়াছে। 'কুবলয়'—নীলপ অর্থাৎ নয়নরূপ নীলপদ্ম হইতে এক একটি উজ্জ্বল তারকার ন্যায় অশ্রুবিন্দু ঝরিতেছে। তাহ অধর বাঁধুলী ফুল এবং নাসিকা তিল ফুল, অর্থাৎ তাহার নাসিকা হইতে ঘন ঘন নিঃ

উত্থায় হৃদি লীয়ন্তে দরিদ্রাণাং মনোরথাঃ।
বালবৈধব্যদগ্ধানাং কুলস্ত্রীণাং কুচাবিব ॥ ৬৬ ॥

দরিদ্রের মনোরথ উদিত হইয়া,
হৃদয়েই পুন তাহা যায় মিলাইয়া;
বিধবা বালার স্তন উঠিয়া যেমন,
হৃদয়েই পুন তাহা হয় নিমগন। ৬৬।

বক্ষসি বহসি গিরীন্দ্রৌ ত্রিভুবনজয়িনী কটাক্ষেণ।
অবলা ত্বং যদি সরলে! কো বলবাংস্তর্হি জানীমঃ ॥ ৬৭ ॥

দুইটি পর্ব্বত বক্ষে করিছ ধারণ,
কটাক্ষেই প্রিয়ে! তুমি জিন ত্রিভুবন;
তুমি যদি আপনারে বল হে—'অবলা',
তবে বল! বলবতী কারে যায় বলা?। ৬৭।

একজন স্বদেশ হইতে বিদেশে যাইয়া বিদেশবাসী বন্ধুকে তাহার গৃহস্থিতা বিরহিণী প্রিয়তমার সংবাদ বলিতেছে;—

কিমিতি সুখে পরদেশে পরবসি নিবসান্ ধনাশয়া মুগ্ধঃ।
বিকিরতি মৌক্তিকমনিশং তব ভবনে কাঞ্চনী লতিকা ॥ ৬৮ ॥

এ সখে! এ পরবাসে সামান্য ধনের আশে
মুগ্ধ থাকা সাজে কি তোমায়?
দেখ! গিয়া নিজ ঘরে অমূল্য মুকুতা ঝরে
দিবানিশি কনকলতায় (১)। ৬৮।

ঝরিতেছে এবং তাহার অশ্রুবিন্দু কাঁদিতেছে। যাহার ভাগ্যে এরূপ প্রিয়তমা মিলে, সে সর্ব্বদাই ভাগ্যবান্।

(১) 'অমূল্য মুকুতা ঝরে দিবানিশি কনকলতায়'—'কনকলতা' অর্থাৎ স্বর্ণলতার ন্যায়

কৃতাঙ্কঃ কান্তো বা [illegible] স [illegible]
ক্রমাদ্বিধি[illegible] ইতি কথ্যাচ হৃদয়ম্।
ততোঽহং সৌ [illegible] চ তয়াঃ প্রিয়তমা
ক্রমাদ্ বর্ষে জাতে প্রিয়তমময়ং জাতমখিলম্ ॥ ৬৯ ॥

পিরীতি এমন পোড়া আগে কি লো জানি সই,
যে দিকে ফিরাই আঁখি হেরিনে সে রূপ বই;
প্রথম দর্শনে সখি! ভয়ে মেলে নাই আঁখি
প্রিয়তমে হেরি যমসম,
দুই তিন মাস পরে সে ভয় গেল অন্তরে
হেরি তাঁরে সুজন পরম;
মমতা জন্মিল ক্রমে, জানিলাম প্রিয়তমে
তিনিই আমার আমি তাঁর,
শেষে কি লো! এই হয় সকলি সে রূপময়
সেই ধ্যান সেই জ্ঞান সার (১)। ৬৯।

রাজা বিক্রমাদিত্যের সভায় এক ভাবুক ছিলেন। কালিদাস প্রভৃতি কবিরা কবিতা রচনা করিলে, ভাবুক তাহার ভাব ব্যাখ্যা করিতেন। কবি ও ভাবুক এই দুয়ের মধ্যে কে প্রধান, এই বিষয় লইয়া একদিন ঐ ভাবুকের সহিত কালিদাসের বচসা হইতেছিল। কালিদাস বলিলেন,— আমি যে কবিতা রচনা করি, তুমি কেবল তাহারি ভাব ব্যাখ্যা কর, অতএব আমা অপেক্ষা তুমি বড় কিসে? ভাবুক বলিলেন;—

তোমার প্রিয়তমার নেত্র হইতে মুক্তা অর্থাৎ মুক্তার ন্যায় অশ্রুবিন্দুসকল ঝরিতেছে। অতএব, যাহার নিজ গৃহে এরূপ অমূল্য কর্ণলতায় মুক্তাবৃষ্টি হইতেছে, তাহার দশ পাঁচ টাকার জন্য বিদেশে পড়িয়া থাকা উচিত নয়।

(১) এই গানটি আমার পূজনীয় অগ্রজ মহাশয়ের রচিত।

"কবিতারসমাধুর্য্যং কবির্বেত্তি ন তৎকবিঃ।
ভবানীভ্রূকুটীভঙ্গীং ভবো বেত্তি ন ভূধরঃ"॥

অর্থাৎ—প্রকৃত কবিতার রসমাধুরী স্বয়ং কবিও সেরূপ বুঝিবে না, ভাবুক যেরূপ বুঝিবে; দেখ। পার্ব্বতী কখন কি কারণে ভ্রূভঙ্গী করেন, তাহা তাঁহার জন্মদাতা হিমালয় বুঝিতে পারেন না, কিন্তু পার্ব্বতীরমণ শিব তাহা বুঝিতে পারেন, সাপের হাঁচি বেদেই চেনে। তাঁহাদের এইরূপ বিবাদ হইতেছে, এমন সময় রাজা বিক্রমাদিত্য তথায় উপস্থিত হইলেন। তিনি বিবাদের কারণ অবগত হইয়া সে সময় তাঁহাদিগকে ক্ষান্ত হইতে বলিলেন। অনন্তর সায়ংকালে উভয়কে সঙ্গে লইয়া উদ্যানবিহারে বহির্গত হইলেন। দেখিলেন, মধুমাসের সমাগমে একটি চূতলতা নবপুষ্পরাগে রঞ্জিত হইয়াছে, এবং মৃদু মৃদু মলয়পবনে তাহার শাখাগ্র কম্পিত হইতেছে। তদ্দর্শনে তিনি কালিদাসকে তদ্বিষয়ে একটি শ্লোক রচনা করিতে বলিলেন। কালিদাসও তৎক্ষণাৎ এই শ্লোক রচনা করিয়া শুনাইলেন, যথা;—

ইয়ং সন্ধ্যা দূরাদহমুপগতো হন্ত মলয়াৎ
তদেকাং ত্বদ্গেহে বিনয়বতি নেষ্যামি রজনীম্।
সমীরেণেত্যুক্তা নবকুসুমিতা চূতলতিকা
ধুনানা মূর্দ্ধানং নহি নহি নহীত্যেব কুরুতে॥ ৭০॥

মলয়ানিল চূতলতাকে যেন এই কথা বলিল,—

সুদূর মলয় হ'তে আসিতেছি ধনি!
পথমাঝে উপস্থিত হইল রজনি;
করিব তোমার স্থানে এক রাত্রি বাস,
আশায় আসিনু নাহি করিও নিরাশ।

মলয়ানিলের প্রার্থনায় চূতলতার উত্তরদান,—

নবকুসুমিতা চূতলতা তা শুনিয়া,
'না-না-না' বলিছে যেন মাথাটি নাড়িয়া। ৭০।

তখন রাজা কালিদাসকে জিজ্ঞাসিলেন,— এস্থলে 'নহি-নহি-নহি' অর্থাৎ 'না-না-না' ইহা তিন বার বলিবার উদ্দেশ্য কি? কালিদাস তাহার সন্তোষকর উত্তর দিতে না পারায়, ভাবুক বলিলেন,—মহারাজ! 'না'-কথাটি তিনবার বলাই দরকার, কেন না চূতলতা 'নবকুসুমিতা' অর্থাৎ নূতন রজস্বলা, তাহার তিন দিন প্রিয়-সহবাস করিতে নাই, তাই তিন বার 'না' বলিল। এই কথায় রাজা ভাবুকেরই প্রাধান্য স্বীকার করিলেন।

মানিনী প্রণয়িনী পদাঘাত করায় প্রেমিক তাহাকে বলিতেছে ;—

দাসে কৃতাগসি ভবত্যুচিতঃ প্রভূণাম্
পাদপ্রহার ইতি সুন্দরি নাত্র দূয়ে।
উদ্যৎকঠোরপুলকাঙ্কুরকণ্টকাগ্রৈঃ
যদ্ভিদ্যতে মৃদু পদং ননু সা ব্যথা মে ॥ ৭১ ॥

দাস যদি প্রভু-পদে অপরাধী হয়,
প্রভু করে পদাঘাত, অনুচিত নয় ;
তাহে খেদ নাহি প্রিয়ে! কিন্তু মোর গাত্র—
কণ্টকিত হৈল পদ-পরশনমাত্র ;
সে কণ্টকে ও কোমল চরণ-কমলে
বেদনা লাগিল ভাবি' দহি দুখানলে। ৭১।

কোনও বিরহিণী বিরহানলের সন্তাপ নিবারণের জন্য শরীরে সুশীতল চন্দন লেপন করিতেছে দেখিয়া তাহার সখী বলিলেন ;—

অন্তর্গতা মদনবহ্নিশিখাবলী যা
সাবাহ্যতে কিমিহ চন্দনলেপনেন।
বৎ কুম্ভকারপয়সোপরি পঙ্কলেপঃ
তাপায় কেবলমসৌ ননু তাপশান্ত্যৈ ॥ ৭২ ॥

ভিতরে জ্বলিছে তব মদন-অনল,
বাহিরে চন্দন-লেপ দিয়া কিবা ফল?

কুমারের পনে দিলে পঙ্কের লেপন,
বৃদ্ধি পায় তাপ তায় না হয় শমন। ৭২।

বন্ধনানি যদি সন্তি বহূনি প্রেমরজ্জুকৃতবন্ধনমন্যৎ।
দারুভেদনিপুণোঽপি ষড়ঙ্ঘ্রিঃ নিষ্ক্রিয়ো ভবতি পঙ্কজবদ্ধঃ॥ ৭৩॥

এ জগতে বন্ধন অশেষবিধ আছে,
কি আছে বন্ধন প্রেম-বন্ধনের কাছে?
তার সাক্ষী বিদ্যমান দেখ। ভৃঙ্গগণ—
অনায়াসে দৃঢ় কাষ্ঠ করে বিদারণ;
কিন্তু যবে কোমল কমলে বাঁধা পড়ে,
না পারে ছিঁড়িতে তাহা, নাহি নড়ে চড়ে। ৭৩।

কোনও কবি এক রাজপত্নীর প্রণয়ে আবদ্ধ হইয়াছিলেন। একদিন রাজা তাহা জানিতে পারিয়া তাঁহাকে শূলে দিয়া প্রাণদণ্ড করিলেন। মৃত্যুকালে সেই কবি নিজ দেহের রক্তে শূলের গায় একটি শ্লোকের পূর্ব্বার্দ্ধ মাত্র লিখিয়াই প্রাণত্যাগ করিলেন। সুতরাং তাঁহার শ্লোকটিও অসম্পূর্ণ রহিল। সেই পূর্ব্বার্দ্ধ এই;—

"কে বা ন সন্তি ভুবি তামরসাবতংসাঃ
হংসাবলীবলয়িনো জলসন্নিবেশাঃ"।

রাজা তাঁহার প্রাণদণ্ড করিলেও তদীয় শ্লোকের প্রতি নিরতিশয় অনুরক্ত ছিলেন। উহার শেষার্দ্ধ পূরণের জন্য নানা স্থান হইতে কবিগণকে আহ্বান করিলেন, কিন্তু তদনুরূপ শেষার্দ্ধ কেহই পূরণ করিতে পারিলেন না। অবশেষে কালিদাস তাহা এইরূপে পূরণ করিয়াছিলেন। শেষার্দ্ধ যথা;—

"কিং চাতকঃ কলমবেক্ষ্য সরস্তড়াগাং
গৌরজরীং কলয়তে নববারিধারাম্"॥

সম্পূর্ণ শ্লোক যথা ;—

কে বা ন সন্তি ভুবি তামরসাবতংসাঃ
হংসাবলীবলয়িনো জলসন্নিবেশাঃ।
কিং চাতকঃ কলয়তেহথ বসুন্ধরায়াম্
গৌরবমীং কলয়তে নববারিধারাম্ ॥ ৭৪ ॥

(পূর্ব্বার্দ্ধ) বলয়-আকারে যথা শোভে হংসমালা,
রাঙা রাঙা পদ্ম শোভে যেন কাণবালা ;
হেন রম্য সরোবর কত শত আছে,
(শেষার্দ্ধ) তথাপি চাতক নাহি যায় তার কাছে ;
কি ফলে সে ধায় নব মেঘ-বারি পানে ?
শিলাপাত বজ্রাঘাত কিছু নাহি মানে। ৭৪।

কমলিনী মলিনী দিবসাত্যয়ে শশিকলা বিকলা ক্ষণদাক্ষয়ে।
ইতি বিধির্বিদধে রমণীমুখং ভবতি বিজ্ঞতমঃ ক্রমশো জনঃ ॥ ৭৫ ॥

নলিন মলিন হৈল দিন ফুরাইলে,
চন্দ্রও বিবর্ণ হৈল রাত্রি পোহাইলে ;
তাই বিধি রমণীর মুখ নিরমিল,
দিবারাতি যার ভাতি সমান রহিল ;
একেবারে কে কোথায় বিজ্ঞ হয় কবে,
দেখিয়া শুনিয়া তবে বিজ্ঞ হয় সবে। ৭৫।

চন্দ্রাস্ত ও সূর্য্যোদয় ; কালিদাসের শকুন্তলা হইতে ;—

যাত্যেকতোহস্তশিখরং পতিরোষধীনাম্
আবিষ্কৃতারুণপুরঃসর একতোহর্কঃ।
তেজোদ্বয়স্য যুগপদ্ব্যসনোদয়াভ্যাম্
লোকো নিয়ম্যতইবৈষ দশান্তরেষু ॥ ৭৬ ॥

ম্লান বেশে নিশানাথ চলিল চরমাচলে,
নব রাগ ধরি' হরি উদিল গগনতলে ; (১)
শশাঙ্কের তেজক্ষয়　　তপনের অভ্যুদয়
সমকালে দেখ। হয় অদৃষ্ট-চক্রের ফলে,
সুখে দুখে মত্ত হেন　সুখে বা মলিন কেন ?
নহে কিছু চিরদিন স্থির এ মহীমণ্ডলে। ৭৬।
(রাগিণী ললিত, তাল কাওয়ালি)।

লোচনে হরিণগর্ব্বমোচনে মা বিভূষয় কৃশাঙ্গি কজ্জলৈঃ।
শুদ্ধএব যদি জীবহারকঃ সায়কো হি গরলৈর্ন লিপ্যতে ॥ ৭৭ ॥

হরিণ-নয়ন জিনি তব ও নয়ন,
কজ্জলে ভূষিত ধনি ! কর কি কারণ ?
যে বাণে অমনি প্রাণ করয়ে হরণ,
সে বাণে মাখায়ে বিষ কিবা প্রয়োজন ? । ৭৭ ।

ভিত্তেরুপরি মৃগাক্ষী বপুরভিলিখ্য প্রিয়স্য নিঃশেষম্।
তচ্চিরবিরহে দীনা শঙ্কিতগমনা ন নির্ম্মমে চরণৌ ॥ ৭৮ ॥

বিরহিণী একাকিনী বিরলে বসিয়া,
আঁকিল কান্তের মূর্ত্তি তন্ময় হইয়া ;
সকলি করিল চিত্রে জীবন্ত যেমন,
না আঁকিল শুধু তার দুখানি চরণ ;
ভাবিল বিরহে ধনী হোয়ে মৃতপ্রায়,
চরণ আঁকিলে নাথ বুঝি বা পলায়। ৭৮।

---

(১) 'হরি'—সূর্য্য।

কামিনীরা স্তনে চন্দন লেপন করিয়া থাকেন। কামিনীর স্তনস্থিত চন্দন খেদ করিয়া বলিতেছে ;—

বিহায় শ্রীশৈলং ভুজগগণসংসর্গমলিনম্
মলয়ে সদ্বৃত্তং নবযুবতিপীনস্তনতটম্।
ক এবং জানীতে যদিহ করপীড়াভয়মহো
সতাং সঙ্গে শঙ্কা যদি ভবতি সা দৈবঘটিতা ॥ ৭৯ ॥

বিষম সাপের ভয়ে ছাড়িয়া মলয়,
সুবৃত্ত যুবতী-স্তন করিনু আশ্রয় ;
কে জানে যে এখানেও কর-পীড়া-ভয় (১),
সাধুর আশ্রয়ে ভয় দৈবদোষে হয়। ৭৯।

রামচন্দ্র স্বর্ণময় মায়া-মৃগ দেখিয়া ভুলিয়াছিলেন, তাই কবি বলিতে-ছেন ;

অসম্ভবং হেমমৃগস্য জন্ম তথাপি রামো লুলুভে মৃগায়।
প্রায়ঃ সমাসন্নবিপত্তিকালে ধিয়োঽপি পুংসাং মলিনীভবন্তি ॥ ৮০ ॥

সোণার হরিণ অসম্ভব এ ধরায়,
লোভে পড়ি তবু রাম ভুলিলেন তায় ;
নিতান্ত বিধাতা যার বিপদ ঘটায়,
সুবুদ্ধি হ'লেও তার বুদ্ধি লোপ পায়। ৮০।

প্রতিকূলতামুপগতে হি বিধৌ বিফলত্বমেতি বহুসাধনতা।
অবলম্বনায় দিনভর্তুরভূৎ ন পতিষ্যতঃ করসহস্রমপি ॥ ৮১ ॥

---

(১) 'সুবৃত্ত'—সাধু ব্যক্তির পক্ষে 'সুবৃত্ত' অর্থাৎ সচ্চরিত্র ; স্তনের পক্ষে 'সুবৃত্ত' অর্থাৎ সুন্দর গোলাকার। এক পক্ষে 'করপীড়া-ভয়'-অর্থাৎ প্রজাপীড়ন করিয়া রাজকর গ্রহণের ভয়, স্তনের পক্ষে পুরুষের হস্ত দ্বারা মর্দ্দনের ভয়।

থাকিলেও শত শত সহায় সাধন,
বিধি যারে বাম তার অবশ্য পতন;
দিবাশেষে সূর্য্য যবে পড়েন ঢলিয়া,
সহস্র করেও তাঁরে না রাখে ধরিয়া। ৮১।

ব্যোমৈকান্তবিহারিণোঽপি বিহগাঃ সম্প্রাপ্নুবন্ত্যাপদম্
বধ্যন্তে নিপুণৈরগাধসলিলান্মৎস্যাঃ সমুদ্রাদপি।
দুর্নীতং কিমিহাস্তি কিং সুচরিতং কঃ স্থানলাভে গুণঃ
কালো হি ব্যসনপ্রসারিতকরো গৃহ্ণাতি দূরাদপি॥ ৮২॥

মীন থাকে সিন্ধুজলে বিহঙ্গ আকাশে চলে
তবু দেখ! জালমধ্যে বন্ধন তাহার,
দুরন্ত কালের ঠাঁই, নিস্তার কাহারো নাই
গুণাগুণ দেশ পাত্র না করে বিচার। ৮২।

কালি প্রাতে রাম রাজা হইবেন, আবার যখন শুনিলেন অদ্যই তাঁহার বনবাস হইবে, তখন ভাবিলেন;—

যচ্চিন্তিতং তদিহ দূরতরং প্রযাতি
যচ্চেতসা ন গণিতং তদিহাভ্যুপৈতি।
প্রাতর্ভবামি বসুধাধিপচক্রবর্ত্তী
সোঽহং প্রযামি বিপিনং জটিলস্তপস্বী॥ ৮৩॥

দূরে গেল দেখ! যাহা সুনিশ্চিত ছিল,
কভু যাহা ভাবি নাই তাহাই ঘটিল;
কালি কোথা হব আমি ধরা-অধিকারী,
বনবাসে যাই আজি হইয়া ভিকারী। ৮৩।

চাঁপা ফুলে ভ্রমর বসে না, কিন্তু সুন্দরীরা একটি চাঁপা ফুল পাইলে তাহা পরম যত্নে মস্তকের কেশে ধারণ করেন, তাই কবি চাঁপাফুলকে বলিতেছেন ;—

যন্নাদৃতস্ত্বমলিনা মলিনাশয়েন
কিং তেন চম্পক ! বিষাদমুরীকরোষি।
বিশ্বাভিরামনবনীরদনীলবেশাঃ
কেশাঃ কুশেশয়দৃশাঃ কুশলীভবন্তু ॥ ৮৪ ॥

মলিন ভ্রমর নাহি আসে তব কাছে,
তাহে হে চম্পক! তব কিবা খেদ আছে?
ভুবনমোহন সেই রমণীর কেশ,
নবীন নীরদ জিনি যাহার সুবেশ ;
সে কেশ কুশলে থাক্ তোমারে কে পায়?
চিরকাল সযতনে রাখিবে তোমায়। ৮৪।

বালক শ্রীকৃষ্ণ ভাঁড় ভাঙ্গিয়া ননী চুরি করিয়া পালাইতেছেন, ইহাই যেন প্রত্যক্ষ করিয়া ভক্ত বলিতেছেন ;—

ক্ষীরসারমপহৃত্য শঙ্কয়া স্বীকৃতং যদি পলায়নং ত্বয়া।
মানসে মম নিতান্ততামসে নন্দনন্দন ! কথং ন লীয়সে ॥ ৮৫ ॥

ননি চুরি করি হরি ! কোথায় পলাও হে !
মানস-তামসে মোর আসিয়া লুকাও হে !
রাখি তোমা প্রাণপণে কথা কব সঙ্গোপনে
ভকত-হৃদয়-নিধি ! আর কোথা যাও হে ! । ৮৫ ।

শ্রীকৃষ্ণ বলপূর্ব্বক রাধিকার হস্ত ছাড়াইয়া চলিলেন দেখিয়া রাধিকার উক্তি ;—

হস্তমুৎক্ষিপ্য যাতোঽসি বলাৎ কৃষ্ণ! কিমদ্ভুতম্।
হৃদয়াদ্ যদি নির্যাসি পৌরুষং গণয়ামি তে ॥৮৬॥

জোরে ছাড়াইয়া হাত চলিলে হে হরি!
যাও যাও ইথে তব নাহি বাহাদুরি;
হৃদয় হইতে মোর যদি যেতে পার,
তবেই জানিব তুমি কত জোর ধর। ৮৬।

আমাদের অধ্যাপক মহাশয় অবসরে অবসরে আমোদ করিবার জন্য সংস্কৃত-বাঙ্গালায় মিশ্রিত শ্লোক শুনাইতেন, তাহা শুনিয়া আমরা বিলক্ষণ আমোদ পাইতাম। তাহার একটী নিম্নে দিতেছি। মানিনী নায়িকা ও নায়কের উক্তি-প্রত্যুক্তি। নায়ক সংস্কৃতে বলিতেছেন, নায়িকা বাঙ্গালায় উত্তর দিতেছেন। প্রথমে শ্লোকটী উত্তর-প্রত্যুত্তর অনুসারে পৃথক্ করিয়া দিলাম, পশ্চাৎ একসঙ্গে দিতেছি।

নায়ক।—"আগচ্ছাগচ্ছ কান্তে"—এস এস। প্রিয়তমে!

নায়িকা।—"ভাল বটে আপনি যাও জেনেছি জেনেছি"

নায়ক।—"কিং তে কান্তে! কথং বা"—কেন কেন প্রিয়ে! কি হয়েছে?

নায়িকা।—"যদি কিছু জান না?"

নায়ক।—"হা, কথং কোপিতাসি"—হায়! তুমি কি রাগ করেছ?

নায়িকা।—"কারে ক্রুদ্ধা হবো বা?"

নায়ক।—"নিজ-ভজন-জনে"—তোমার এই ভক্ত দাসের উপর,

নায়িকা।—"সে শুধুই বাক্য মাত্র"

নায়ক।—"কস্তদ্যো মেঽপরাধঃ শশধরবদনে"—চন্দ্রাননে! আমার অপরাধ ক্ষমা কর,

নায়িকা।—"ঐ গুণে তো কিনেছ"।

সম্পূর্ণশ্লোক এক সঙ্গে;—

আগচ্ছাগচ্ছ কান্তে ভাল বটে আপনি যাও জেনেছি জেনেছি
কিং তে কান্তে কথং বা যদি কিছু জান না হা কথং কোপিতাসি।

কাব্যে ক্ষুদ্রা হবো বা নিবদ্ধজনবদনে কে শুধুই বাক্য গাথা
কণ্ঠবো! বেহংপরাথঃ খলজনবদনে এ গুণে ত বিনেয় ॥ ৮৭ ॥

অস্থানস্থিতিরেকোঽপি গুণশালি হন্ত হাস্যতামেতি।
বৃদ্ধস্তনাবলম্বী মহ মণীন্দ্রো ন শোভতে হারঃ ॥ ৮৮ ॥

গুণীও অযোগ্য স্থানে যদি করে বাস,
সকলে তাঁহাকে দেখে করে উপহাস ;
বৃদ্ধার গলিত স্তনে মনোহর হার
হেরিলে না পায় হাসি বল না! কাহার ?। ৮৮।

দ্রবিণং পরিমিতমধিকব্যয়িনং জনমাকুলীকুরুতে।
ক্ষীণাঞ্চলমিব পীনস্তনজঘনায়াঃ কুলীনায়াঃ ॥ ৮৯ ॥

অল্প আয় কিন্তু যেই বহু ব্যয় করে,
কোনো দিক্ না কুলায় সে পড়ে ফাঁপরে ;
নিতম্ব হইলে স্থূল স্তন দুটি ভারি,
ক্ষুদ্র বস্ত্রে কোন্ দিক্ ঢাকে কুলনারী ? ॥ ৮৯ ॥

আজি কালি যে সে কবিতা লেখে দেখিয়া একজন দুঃখ করিয়া বলিয়াছিলেন ;—

বাল্মীকেরজনি প্রকাশিতগুণা ব্যাসেন লীলাবতী
বৈদর্ভী কবিতা স্বয়ং বৃতবতী শ্রীকালিদাসং বরম্।
সাংহৃতামরসিংহশক্রুপনিকান্ সেয়ং জরানীরসা
শূন্যালঙ্করণা স্খলন্মৃদুপদা কং বা জনং নাশ্রিতা ॥ ৯০ ॥

কেন গো কবিতাদেবি! এ দশা তোমার,
ভাবিলে নয়নে বারি বহে অনিবার ;

মহর্ষি বাল্মীকি হ'তে জন্মেছিলে এ ভারতে
তব কীর্ত্তি-সৌরভেতে পূরিল সংসার,
ক্রমে হ'লে লীলাবতী ব্যাসদেব মহামতি
তোমারি গুণসংহতি করেন প্রচার;
রসবতী হ'য়ে পরে কবি কালিদাস করে
সঁপিলে প্রণয়ভরে যৌবনের ভার,
ধনিক, শম্ভু, অমর আদি যত কবিবর
সে তব পুত্রনিকর বহুগুণাধার;
সেই সে তুমি সম্প্রতি জরায় নীরসা অতি
গিয়াছে সে সব জ্যোতি বিনা অলঙ্কার,
স্খলিতপদা সদাই ক্ষীণ পদে বল নাই
শরণ লয়েছ তাই বুঝি যার তার? (১)। ৯০।

(রাগিণী সুরটমল্লার, তাল কাওয়ালি।)

আমাদের পঠদ্দশায় অভিজ্ঞানশকুন্তলের পাঠ সাঙ্গ হইলে একদা আমাদের প্রাতঃস্মরণীয়-অধ্যাপক প্রেমচন্দ্র তর্কবাগীশ মহাশয় আমাকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন,—কালিদাসের অভিজ্ঞানশকুন্তল কেমন লাগিল। তদুত্তরে আমি নিম্নলিখিত শ্লোক রচনা করিয়া দিয়াছিলাম;—

১। পীযূষসারশিশিরানপি চন্দ্রপাদান্
ধীরান্ মরন্দমধুরাংশ্চ মধোঃ সমীরান্।
বাঞ্ছন্তি কে ভুবি তথাঽমৃতসিন্ধুপূরান্
শ্রীকালিদাসকবিতাসু রসং নিপীয়॥ ৯১॥

---

(১) এই গানটি আমার পরমপূজনীয় ৺ অগ্রজ মহাশয়ের রচিত।

২। পশ্যন্তি কে সুরবনীরমণীয়তাং তাম্
মন্দাকিনীবিকচকাঞ্চনপঙ্কজাম্ ।
সম্পূর্ণশারদসুধাকরমণ্ডলং বা
শ্রীকালিদাসকবিতাসু রসং নিপীয় ॥ ৯২ ॥

৩। কে বা রসালমুকুলেষু বিরক্ততামি
শৃণ্বন্তি কিন্নরবধূকলকণ্ঠনাদান্ ।
কুঞ্জেষু মঞ্জু কলকোকিলকূজিতং বা
শ্রীকালিদাসকবিতাসু রসং নিপীয় ॥ ৯৩ ॥

বাঙ্গালা অনুবাদ :—

১। হৃদয়-কন্দরে যার ঝরিয়াছে একবার
কালিদাস-কবিতার রসের নির্ঝর,
অমৃতের পারাবার তার কাছে কোন্ ছার
সুধাংশুর সুধাসার সুমধুর কর,
সুধীর বসন্ত-বায়ু মকরন্দহর। ৯১।

২। মানস-সরসে যার ফুটিয়াছে একবার
কালিদাস-কবিতার ভাব-শতদল,
তুচ্ছ করে সেই জন প্রফুল্ল নন্দন-বন
বিকসিত মন্দাকিনী-কনককমল,
শরদের পরিপূর্ণ শশাঙ্ক-মণ্ডল। ৯২।

৩। হৃদয়-যন্ত্রেতে যার বাজিয়াছে একবার
কালিদাস-কবিতার সে মধুর তান,
সে নাহি শুনিবে আর মঞ্জু কুঞ্জে কোকিলার

রসাল-মুকুল-মূলে অলির ঝঙ্কার,
কিন্নরীর কলকণ্ঠ সুধার আধার। ৯৩।

পাশ্চাত্য কবিকুলশিরোমণি বিশ্ববিখ্যাত গেটি, কালিদাসের অভিজ্ঞান-শকুন্তল-বিষয়ে একটি শ্লোক লিখিয়াছিলেন। ইষ্টউইক সাহেব গেথির সেই শ্লোক ইংরাজীতে অনুবাদ করেন। পূর্ব্বকালে আমি কোনও বন্ধুর অনুরোধে তাহার সংস্কৃত ও বাঙ্গালা অনুবাদ করিয়াছিলাম, কিন্তু আমার অনুবাদ আমার হৃদয়গ্রাহী হয় নাই। তথাপি অদ্যাপি যদি কেহ ঐ শ্লোকের তদপেক্ষা ভাল অনুবাদ করিতে পারেন, এই আশায় নিম্নে ইংরাজি অনুবাদ ও আমার সংস্কৃত বাঙ্গালা অনুবাদ দিতেছি ;—

"Wouldst thou the young year's blossoms and the fruits of its decline,
And all by which the soul is charmed, enraptured, feasted, fed,
Wouldst thou the earth and heaven itself in one sole name combine,
I name thee, O Sakuntalá ! and all at once is said".

সংস্কৃত অনুবাদ ;—

বাসন্তং মুকুলং ফলং চ যুগপদ্ গ্রীষ্মস্য সর্ব্বং চ তৎ
যৎ কিঞ্চিন্মনসো রসায়নমথো সন্তর্পণং মোহনম্।
একীভূতমভূতপূর্ব্বমথবা স্বর্লোকভূলোকয়োঃ
ঐশ্বর্য্যং যদি কোঽপি কাঙ্ক্ষতি তদা শাকুন্তলং সেব্যতাম্॥ ৯৪॥

বাঙ্গালা অনুবাদ,—

বাসন্ত মুকুল দল গ্রীষ্মের সুপক্ক ফল
এককালে এ সকল চাও কি মানব!
অথবা হৃদয় যায় পরিপূর্ণ তৃপ্তি পায়
পুলকিত মুগ্ধ হয়, চাও কি সব?
কিম্বা যদি এক নামে স্বর্গ আর মর্ত্ত্যধামে
মিলিত দেখিতে চাও, তবে আমি বলি—

অভিজ্ঞানশকুন্তল। অভিজ্ঞানশকুন্তল।
তোমারি বাক্যেতে বলা হইল সকলি। ১৪।

অদ্যাপি নোজ্ঝতি হরঃ কিল কালকূটম্
কূর্ম্মো বিভর্ত্তি ধরণীং খলু পৃষ্ঠকেন।
অম্ভোনিধির্ব্বহতি দুঃসহবাড়বাগ্নিম্
অঙ্গীকৃতং সুকৃতিনঃ পরিপালয়ন্তি। ১৫।

কালকূট ঘোরতর অদ্যাপি ধরেন হর
কূর্ম্ম আছে পৃষ্ঠে ধরি ধরিত্রীর ভার,
দুঃসহ বাড়বানল ধরিছে সিন্ধুর জল
এরূপে মহতে রাখে নিজ অঙ্গীকার। ১৫।

রত্নাকরঃ কিং কুরুতে স্বরত্নৈঃ বিন্ধ্যাচলঃ কিং করিভিঃ করোতি।
শ্রীখণ্ডখণ্ডৈর্ম্মলয়াচলঃ কিং পরোপকারায় সতাং বিভূতিঃ॥ ১৬॥

রত্নাকর কিবা করে লইয়া রতন,
বিন্ধ্যাচল কিবা করে ল'য়ে করিগণ,
কি করে মলয়াচল লইয়া চন্দন,
সাধুর সম্পদ শুধু পরেরি কারণ। ১৬।

নির্ব্বাণদীপে কিমু তৈলদানং চৌরে গতে বা কিমু সাবধানম্।
বয়োগতে কিং বনিতাবিলাসঃ পয়োগতে কিং খলু সেতুবন্ধঃ॥ ১৭॥

তৈলদানে কিবা ফল প্রদীপ নিবিলে,
সাবধানে কিবা ফল চোর পলাইলে,
যৌবন বহিয়া গেলে বিবাহে কি ফল,
কি ফল বাঁধিয়া বাঁধ বাহিরিলে জল। ১৭।

শীতে শীতে বসনমশনং বাসরান্তে নিশান্তে
ক্রীড়ারম্ভঃ কুবলয়দৃশাং যৌবনান্তে বিবাহঃ।
সেতোর্বন্ধঃ পয়সি গলিতে প্রস্থিতে শস্ত্রচিন্তা
সর্ব্বং হ্যেতদ্ভবতি বিফলং স্বকালে ব্যতীতে ॥ ৯৮ ॥

ফুরাইলে শীতকাল গাত্রের বসন,
দিবস হইলে শেষ মধ্যাহ্নভোজন,
নিশাশেষে রমণীর সঙ্গেতে রমণ,
সুন্দরীর পরিণয় ফুরালে যৌবন,
বাহিরিলে সব জল বাঁধের বন্ধন,
যাত্রা করিবার পর শস্ত্র দরশন,
এইরূপ অসময়ে করিলে যতন,
কোনো ফল নাহি তাহে ফলে কদাচন। ৯৮।

কোনও কবি সত্যই বলিয়াছেন যে, পরনিন্দুক ও বিশ্বাসঘাতকেরাই পৃথিবীর যথার্থ ভারস্বরূপ ;—

ন ভারাঃ পর্ব্বতা ভারা ন ভারাঃ সপ্তসাগরাঃ।
নিন্দকাহি মহাভারা ভারা বিশ্বাসঘাতকাঃ ॥ ৯৯ ॥

নহে ত পর্ব্বতগণ পৃথিবীর ভার,
নহে পৃথিবীর ভার সপ্ত পারাবার ; (১)
পৃথিবীর মহাভার পরের নিন্দুক,
আর এক মহাভার বিশ্বাসঘাতক। ৯৯।

কোনও ব্যক্তি, প্রবাসী বন্ধুকে পত্রযোগে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন,—ভাই সে স্থানে দুগ্ধ ও মৎস্য কেমন মিলে। প্রবাসী তদুত্তরে লিখিতেছেন ;—

(১) সপ্ত পারাবার—সাত সমুদ্র।

মীনাঃ শ্রুতিপথলীনাঃ গব্যং ভব্যৈর্ন লভ্যতে ক্বাপি।
হরি হরি! দুর্জনদেশে কেবলমাম্রাতকং শরণম্॥ ১০০॥

কাণেও মৎস্যের কথা শুনা নাহি যায়,
গব্য রস ভব্য জনে দেখিতে না পায়;
এ পোড়া দেশের কথা কি বলিব হায়,
কেবল আমড়া ছাড়া নাহিক উপায়। ১০০।

কুগ্রামবাসঃ কুজনস্য সেবা কুভোজনং ক্রোধমুখী চ ভার্য্যা।
মূর্খশ্চ পুত্রো বিধবা চ কন্যা বিনাগ্নিনা সংদহতে শরীরম্॥ ১০১॥

কুগ্রামে নিবাস আর কুজন-সেবন,
ক্রোধভরা ভার্য্যা আর কুভোজ্য-ভোজন;
বিধবা তনয়া আর মূর্খ পুত্র যার,
বিনা আগুনেই দেহ দগ্ধ হয় তার। ১০১।

অয়ং রত্নাকরোঽম্ভোধিরিত্যসেবি ধনাশয়া।
ধনং দূরেঽস্তু বদনমপূরি ক্ষারবারিভিঃ॥ ১০২॥

রত্নাকর ভাবি' সিন্ধু করিনু সেবন,
রত্ন কোথা! লোণাজলে পূরিল বদন। ১০২।

জন্মেদং বন্ধ্যতাং নীতং ভবভোগোপলিপ্সয়া।
কাচমূল্যেন বিক্রীতো হন্ত চিন্তামণির্ময়া॥ ১০৩॥

বিষয়-তৃষ্ণায় বৃথা গেল রে জীবন,
বেচিনু কাচের মূল্যে চিন্তামণি ধন (১)। ১০৩।

(১) 'চিন্তামণি'—যাহা দ্বারা মনো[illegible] হয়, এরূপ মণি, অর্থাৎ পরম ব্রহ্ম। যাহা স্পর্শমাত্র লোহও স্বর্ণ হয়, এরূপ [illegible]বিশেষকেও 'চিন্তামণি' বলে

বৃংহিতব্যাকুলায়ন্তুপিতানামবর্ধিনা।
দক্ষিণাবর্ত্তশঙ্খোহয়ং হন্ত চূর্ণীকৃতো ময়া ॥ ১০৪ ॥

অসার বিষয়-বাঞ্ছা করিতে পূরণ,
বিনষ্ট করিনু হায়! দুর্লভ জীবন ;
অমূল্য দক্ষিণাবর্ত্ত শঙ্খ করি' চূর্ণ (১),
মাটির ঘটের ছিদ্র করিলাম পূর্ণ। ১০৪।

বালক কৃষ্ণ ননি চুরি করিয়া রৌদ্রে ছুটিয়া পলাইতেছে দেখিয়া যশোদা বলিতেছেন ;—

নীতং যদি নবনীতং নীতং নীতং কিমেতেন।
আতপতাপিতভূমৌ মাধব মা ধাব মা ধাব ॥ ১০৫ ॥

লয়েছ লয়েছ ননি কি হয়েছে তায়?
ওরে যাদু! কিছু নাহি বলিব তোমায় ;
বিষম রৌদ্রের তাপে তেতেছে ধরণি,
ধেয়ো না ধেয়ো না মানা করি নীলমণি!। ১০৫।

রাবণবধের পর সীতা রামকে পুনঃ প্রাপ্ত হইয়া একদা জিজ্ঞাসিলেন, নাথ! আপনি রাজ্য হারাইয়া এবং শেষে আমাকেও হারাইয়া দণ্ডকারণ্যে কেমন ছিলেন? রাম কহিলেন,—কেন প্রিয়ে! আমি ত সে বনে রাজত্বই করিয়াছি ;—

ছত্রং বারিধরঃ প্রজা বিটপিনো বন্যপ্রসূনং করঃ
রাজ্যং দণ্ডককাননং পতিব্রতে ভূষা জটাবল্কলম্।
সাধ্বী যদ্বিরহাগ্নিদগ্ধহৃদয়া সর্ব্বংসহানন্দিনী-
দানীং জীবতি বা ন বেত্তি সততং চিন্তে বিচারো মম ॥ ১০৬ ॥

---

(১) 'দক্ষিণাবর্ত্ত'—একপ্রকার শঙ্খ ; ইহা গৃহে রাখিলে লক্ষ্মী অচলা হয়। বিষয়-বাসনার জন্য জীবন নষ্ট করা আর মাটির ঘটের ছিদ্র [illegible]

ছত্র বারিধর, প্রজা তরু অগণিত,
ফলপুষ্পরূপে মোরে রাজ-কর দিত;
সমস্ত দণ্ডকারণ্য রাজ্য সুবিস্তার,
রাজ-বেশ ছিল জটা বল্কল আমার;
সতী সাধ্বী পতিব্রতা ধরণী-দুহিতা, (১)
অদ্যাপি বিরহানলে আছে কি জীবিতা?—
এই মাত্র দিবারাত্রি করেছি বিচার,
রাজ্যসুখ বাকি আর কি ছিল আমার?। ১০৬।

নায়ক নায়িকার উক্তি-প্রত্যুক্তি;—

বালে নাথ বিমুঞ্চ মানিনি রুষং রোষান্ময়া কিং কৃতং
খেদোঽস্মাসু ন মেঽপরাধ্যতি ভবান্ সর্ব্বেঽপরাধা ময়ি।
তৎ কিং রোদিষি গদ্গদেন বচসা কস্যাগ্রতো রুদ্যতে
নন্বেতন্মম কা তবাস্মি দয়িতা নাস্মীত্যতো রুদ্যতে॥ ১০৭॥

ইহার অনুবাদ উত্তর-প্রত্যুত্তর অনুসারে পৃথক্ করিয়া প্রদত্ত হইল;—

নায়ক। প্রিয়ে!
নায়িকা। নাথ!
নায়ক। মানিনি! রাগ পরিত্যাগ কর,
নায়িকা। রাগ কোরে কি কোরেছি?
নায়ক। আমার মনে দুঃখ দিতেছ,

---

(১) 'ধরণী-দুহিতা'—মূলে 'সর্ব্বংসহোর্ব্বীসুতা' আছে। পৃথিবী সকলি সহিতে পারেন বলিয়া পৃথিবীর নাম 'সর্ব্বংসহা'। সীতা সেই সর্ব্বংসহা পৃথিবীর কন্যা; মায়ের সহিষ্ণুতাগুণ কন্যাতেও থাকা সম্ভব, এই সহিষ্ণুতাগুণেই হয়ত সীতা জীবিত আছেন; রাম এইরূপ সম্ভাবনা

নায়িকা। তুমি ত আমার কাছে অপরাধ কর নাই, কল অপরাধ আমার,

নায়ক। তবে কেন ফুলিয়া ফুলিয়া কাঁদিতেছ ?

নায়িকা। আমি কার কাছে কাঁদিতেছি ?

নায়ক। এই ত আমার কাছে কাঁদিতেছ,

নায়িকা। আমি তোমার কে ?

নায়ক। তুমি আমার প্রিয়তমা,

নায়িকা। তা নহি বলিয়াই কাঁদিতেছি। ১০৭।

একজন কবি ব্রহ্মার কাছে এই বর মাগিতেছেন ;—

ইতরতাপশতানি যদৃচ্ছয়া বিতর তানি সহে চতুরানন।
অরসিকেষু কবিত্বনিবেদনং শিরসি মা লিখ মা লিখ মা লিখ॥ ১০৮॥

আর যত আছে দুঃখ লিখ মোর ভালে,
তাহে বিধি! খেদ নাহি করি কোনো কালে ;
অরসিক-সনে কাব্যরসের আলাপ,
লিখ না লিখ না ভালে লিখ না এ পাপ। ১০৮।

নমস্যামো দেবান্ ননু হতবিধেস্তেঽপি বশগাঃ
বিধির্বন্দ্যঃ সোঽপি প্রতিনিয়তকর্মৈকফলদঃ।
ফলং কর্ম্মায়ত্তং কিমমরগণৈঃ কিঞ্চ বিধিনা
নমস্তৎ কর্ম্মভ্যো বিধিরপি ন যেভ্যঃ প্রভবতি॥ ১০৯॥

দেবগণে আমি কি করিব নমস্কার ?
অধীন তাঁরাও সবে পোড়া বিধাতার ;
বিধিকেই তবে কি করিব নমস্কার ?
তাঁরা শুধু কর্ম্ম-ফল-দানে অধিকারী।

কর্ম্ম না করিলে ফল মিলে না যখন,
দেবতা বিধিরে তবে সাধি কি কারণ?
একমাত্র সেই কর্ম্মে করি নমস্কার,
যাহার উপরে হাত নাহি বিধাতার। ১০৯।

ব্রহ্মা যেন কুলালবন্নিয়মিতো ব্রহ্মাণ্ডভাণ্ডোদরে
বিষ্ণুর্যেন দশাবতারগহনে ন্যস্তো মহাসঙ্কটে।
রুদ্রো যেন কপালপাণিরনিশং ভিক্ষাটনং কারিতঃ
সূর্য্যো ভ্রাম্যতি নিত্যমেব গগনে তস্মৈ নমঃ কর্ম্মণে॥ ১১০॥

যাহার অধীনে ব্রহ্মা কুম্ভকার মত,
গড়িতে ব্রহ্মাণ্ড-ভাণ্ড নিযুক্ত সতত;
যার তরে দশবার হয়ে অবতার, (১)
কত কষ্ট পায় বিষ্ণু সীমা নাহি তার;
যার বশে শিব করে ভিক্ষায় ভ্রমণ,
শবের কপাল হস্তে করিয়া ধারণ;
যার বশে শূন্যে রবি ভ্রমে অনিবার,
একমাত্র সেই কর্ম্মে করি নমস্কার। ১১০।

কথিত আছে, বেদব্যাস সমস্ত বেদ বিভাগ করিয়া এবং বেদান্ত, দর্শন, পুরাণ, ইতিহাস ও ধর্ম্মশাস্ত্র প্রভৃতি প্রণয়ন করিয়া শেষে কাশীধামে বিশ্বেশ্বরের নিকট এই বলিয়া ক্ষমা চাহিয়াছিলেন;—

---

(১) বিষ্ণুর অসংখ্য অবতার, তন্মধ্যে দশটি প্রধান, যথা;—

"মৎস্যঃ কূর্ম্মো বরাহশ্চ নরসিংহোঽথ বামনঃ।
রামো রামশ্চ রামশ্চ বুদ্ধঃ কল্কী চ তে দশ"॥

মৎস্য, কচ্ছপ, বরাহ, নরসিংহ, বামন, পরশুরাম, রামচন্দ্র, বলরাম, বুদ্ধ ও কল্কী, এই দশটি বিষ্ণুর প্রধান অবতার।

রূপং রূপবিবর্জ্জিতস্য ভবতো ধ্যানেন যদ্ বর্ণিতম্
স্তুত্যানির্ব্বচনীয়তাখিলগুরোর্দূরীকৃতা যন্ময়া।
ব্যাপিত্বং চ নিরাকৃতং ভগবতো যত্তীর্থযাত্রাদিনা
ক্ষন্তব্যং জগদীশ তদ্ বিকলতাদোষত্রয়ং মৎকৃতম্ ॥ ১১১ ॥

রূপ নাহি আছে তব তুমি নিরাকার,
ধ্যানে কিন্তু বর্ণিয়াছি আকার তোমার;
বাক্যের অতীত তুমি নাহি তব সীমা,
স্তবে কিন্তু বর্ণিয়াছি তোমার মহিমা;
সর্ব্বত্রে সর্ব্বদা তুমি আছ সবভাবে,
অমান্য করেছি তাহা তীর্থের প্রস্তাবে; (১)
করেছি এ তিন দোষ আমি মূঢ়মতি,
ক্ষমা কর জগদীশ। অখিলের পতি!। ১১১।

কৃষ্ণেতি মঙ্গলং নাম যস্য বাচি প্রবর্ত্ততে।
ভস্মীভবন্তি তস্যাশু মহাপাতককোটয়ঃ ॥ ১১২ ॥

'কৃষ্ণ'-এই সুমঙ্গল নাম যেই জন,
যথার্থ ভকতিভাবে করে উচ্চারণ;
কোটি কোটি মহাপাপ যদি থাকে তার,
সব পাপ একেবারে হয় ছার খার। ১১২।

গঙ্গা গঙ্গেতি যো ব্রূয়াদ্ যোজনানাং শতৈরপি।
মুচ্যতে সর্ব্বপাপেভ্যো বিষ্ণুলোকং স গচ্ছতি ॥ ১১৩ ॥

---

(১) 'তীর্থের প্রস্তাবে'—অর্থাৎ আমি পুরাণ ও ধর্ম্মশাস্ত্রে নানা তীর্থের উল্লেখ করিয়া বলিয়াছি যে, এ সকল তীর্থে গমন করিলে ভগবানকে প্রাপ্ত হওয়া যায়, ইহাতে ভগবানের সর্ব্বব্যাপিত্ব অমান্য করিয়াছি।

শত শত যোজন দূরেতে যদি রয়,
আর যদি ভক্তিভাবে 'গঙ্গা-গঙ্গা' কয় ;
সর্ব্বপাপ হ'তে মুক্ত হয় সেই জন,
সনাতন বিষ্ণুলোকে করয়ে গমন। ১১৩।

নাগো ভাতি মদেন কং জলরুহৈঃ পূর্ণেন্দুনা শর্ব্বরী
শীলেন প্রমদা জবেন তুরগো নিত্যোৎসবৈর্মন্দিরম্।
বাণী ব্যাকরণেন হংসমিথুনৈর্নদ্যঃ সভা পণ্ডিতৈঃ
সৎপুত্রেণ কুলং নৃপেণ বসুধা লোকত্রয়ং বিষ্ণুনা ॥ ১১৪ ॥

করী শোভে মদজলে, পদ্মে শোভে জল,
পূর্ণচন্দ্রে রজনীর শোভা নিরমল ;
সতীত্বে রমণী শোভে, অশ্ব শোভে জবে, (১)
গৃহ শোভা পায় নিত্য আনন্দ উৎসবে ;
বাণী শোভে ব্যাকরণে, সভা বুধগণে,
নদী শোভে সারি সারি মরালমিথুনে ; (২)
সুসন্তানে শোভে বংশ, বসুধা রাজায়,
ত্রিভুবন বিষ্ণুর প্রভাবে শোভা পায়। ১১৪।

ক্ষান্তিশ্চেৎ কবচেন কিং কিমরিভিঃ ক্রোধোহস্তি চেদ্দেহিনাম্
জ্ঞাতিশ্চেদনলেন কিং যদি সুহৃদ্দিব্যৌষধৈঃ কিং ফলম্।
কিং সর্পৈর্যদি দুর্জনাঃ কিমু ধনৈর্বিদ্যানবদ্যা যদি
ব্রীড়া চেৎ কিমু ভূষণেন কবিতা যদ্যস্তি রাজ্যেন কিম্। ১১৫।

---

(১) 'জব' অর্থাৎ বেগে গমন করিলেই অশ্বের গুণ প্রকাশ পায়, এজন্য বেগে গমনই অশ্বের শোভা।

(২) 'মরালমিথুন'—হংস-হংসী।

কি কাজ কবচে তার ক্ষমা আছে যার,
ক্রোধ হ'তে ভয়ঙ্কর শত্রু কেবা আর ?
জ্ঞাতিবৈর থাকে যদি কি কাজ অনলে ?
ঔষধে কি কাজ যদি প্রিয়বন্ধু মিলে ?
সর্পে কিবা কাজ যদি থাকে দুষ্টজন,
সুবিদ্যা থাকিলে ধনে কিবা প্রয়োজন ?
কি কাজ ভূষণে যদি মনে থাকে লাজ,
কবিতা যদ্যপি থাকে রাজত্বে কি কাজ ? । ১১৫ ।

পোতো দুস্তরবারিরাশিতরণে দীপোঽন্ধকারাগমে
নির্বাতে ব্যজনং মদান্ধকরিণাং দর্পোপশান্ত্যৈ সৃণিঃ।
ইত্থং তদ্ভুবি নাস্তি যস্য বিধিনা নোপায়চিন্তা কৃতা
মন্যে দুর্জ্জনচিত্তবৃত্তিহরণে ধাতাপি ভগ্নোদ্যমঃ ॥ ১১৬ ॥

তরী আছে তরিতে দুস্তর পারাবার,
দীপের হয়েছে সৃষ্টি হরিতে আঁধার ;
অনিলের অভাব ব্যজনে হয় দূর,
অঙ্কুশে দুরন্ত-দন্তি-দর্প হয় চুর ; (১)
অতএব হেন কিছু না হেরি ধরায়,
যার তরে বিধাতা না করেছে উপায় ;
কেবল দুর্জ্জন-চিত্ত বশ করিবায়,
উপায় বিধানে বিধি হারিয়াছে হায় । ১১৬ ।

শক্যো বারয়িতুং জলেন হুতভুক্ ছত্রেণ সূর্য্যাতপঃ
নাগেন্দ্রো নিশিতাঙ্কুশেন সমদো দণ্ডেন গোগর্দ্দভৌ ।

---

(১) 'অঙ্কুশ'—ডাঙ্গশ। 'দুরন্ত-দন্তি-দর্প'—পাগলা হাতীর তেজ।

ব্যাধির্বৈদ্যকভেষজৈরহুবিধং মন্ত্রপ্রভাবাদ্ বিষম্ ;
সর্ব্বস্যৌষধমস্তি শাস্ত্রবিহিতং মূর্খস্য নাস্ত্যৌষধম্ ॥ ১১৭ ॥

জলে অনলের তাপ হয় নিবারণ,
ছত্রে নিবারণ হয় সূর্য্যের কিরণ ;
সুতীক্ষ্ণ অঙ্কুশে শান্ত মাতঙ্গ দুর্দ্দান্ত,
দণ্ডাঘাতে দুষ্ট গো গর্দ্দভ হয় শান্ত ;
ঔষধে বৈদ্যেতে হয় রোগের শমন,
মন্ত্রের প্রভাবে হয় বিষের দমন ;
এইরূপ প্রতিকার আছে সবাকার,
কেবল মূর্খের কোনো নাহি প্রতিকার। ১১৭।

বৈদ্যং পানরতং নটং কুপঠিতং স্বাধ্যায়হীনং দ্বিজম্
যুদ্ধে কাপুরুষং হয়ং গতরসং মূর্খং পরিব্রাজকম্।
রাজানং চ কুমন্ত্রিভিঃ পরিবৃতং দেশং চ সোপদ্রবম্
ভার্য্যাং যৌবনগর্ব্বিতাং পররতাং মুঞ্চন্তি শীঘ্রং বুধাঃ ॥ ১১৮ ॥

বেদহীন বিপ্র, নট তালজ্ঞানহীন,
কাপুরুষ যোদ্ধা, বৈদ্য মদ্যের অধীন ;
মূর্খ অবধূত, অশ্ব দ্রুতগতিহীন,
রাজা সদা দুষ্ট মন্ত্রিগণের অধীন ;
যৌবনগর্ব্বিতা ভার্য্যা অন্য জনে রত,
নানা উপদ্রবে দেশ পীড়িত সতত ;
বিজ্ঞজনে অবিলম্বে করিয়া যতন,
এ সকল অমঙ্গল করিবে বর্জ্জন। ১১৮।

(১) 'দুর্দ্দান্ত মাতঙ্গ'—পাগলা হাতী।

ত্রিবেণীতে বাণেশ্বর বিদ্যালঙ্কার নামে এক প্রসিদ্ধ পণ্ডিত ছিলেন। তাঁহার যেমন অসাধারণ পাণ্ডিত্য তেমনি অসাধারণ কবিত্ব ছিল (১)। বর্দ্ধমানের তদানীন্তন রাজা তদীয় গুণের একান্ত পক্ষপাতী ছিলেন। একদা রাজা তাঁহাকে জিজ্ঞাসিলেন,—মহাশয়! শ্যামা মা 'মুক্তকেশী' হইলেন কেন? বাণেশ্বর তৎক্ষণাৎ এই শ্লোকটি রচনা করিয়া শুনাইলেন;—

যেষাঃ কেশচয়ো নিরীক্ষ্য পতিতান্ দেবান্ মুনীন্ পাদয়োঃ
[illegible]।
সা কালী চরণং [illegible] শরণং মে [illegible]
ইত্যাবেদয়িতুং বদন্ নহি তৎ মুক্তকেশী ভবেৎ॥ ১১॥

দেব ঋষি সিদ্ধ আদি যে আছে যথায়,
সবাই আসিয়া মার চরণে লোটায়;
শিরে থাকি কেশ তাহা করি' দরশন,
ভাবিল মায়ের সার ও রাঙা চরণ;

---

(১) জগন্নাথ তর্কপঞ্চাননের ন্যায় বাণেশ্বরেরও অদ্ভুত স্মৃতিশক্তি ও প্রত্যুৎপন্নমতিত্বের কথা প্রচলিত আছে। কথিত আছে,—বাণেশ্বরের পিতা প্রাতঃস্নানের পর শিবমন্দিরে গিয়া প্রত্যহ নূতন নূতন একশত আটটি শ্লোকে শিবের স্তব করিতেন, পঞ্চমবর্ষীয় বালক বাণেশ্বর দ্বারে দাঁড়াইয়া তাহা শুনিতেন। এক দিন তাঁহার পিতার স্নান করিয়া আসিতে বিলম্ব হইয়াছিল; তিনি আসিয়া মন্দিরে প্রবেশ করিতেছেন, শুনিলেন কে মন্দিরের ভিতর সুমধুরকণ্ঠে স্তুতিপাঠ করিতেছে। অন্তরাল হইতে দেখিলেন যে, সে আর কেহই নহে, তাঁহারি সেই শিশু বাণেশ্বর তাঁহার পূর্ব্বপঠিত স্তবগুলি একে একে আবৃত্তি করত শিবলিঙ্গ প্রদক্ষিণ করিতেছে এবং এক এক বার "বম্-বম্"-শব্দে গালবাদ্য করিতেছে। তিনি ঐ শিশুর মুখে তাঁহার পূর্ব্বপঠিত সহস্রাধিক শ্লোক শ্রবণ করিয়া স্তম্ভিত হইয়া রহিলেন, পরে বলিয়াছিলেন যে, "কালে বাপুও পণ্ডিত হইবে"। ঐ শিশু একদিন পাকশালায় আগুন আনিতে গিয়াছিলেন। দেখিলেন তাঁহার জ্যেষ্ঠের পত্নী রন্ধন করিতেছেন। তিনি আগুন চাহিবামাত্র ঐ নারী তামাসা করিয়া বলিলেন,—কৈ তুমি ত কোনও পাত্র আন নাই, যে হাত পাত, তোমার হাতেই আগুন দি। শিশুও তৎক্ষণাৎ 'দাও' বলিয়া সেই স্থান হইতে এক অঞ্জলি বালি লইয়া হাত বাড়াইলেন। শিশুর অদ্ভুত উপস্থিত বুদ্ধি দেখিয়া সকলেই অবাক্ হইলেন।

তবে আর শিরে বল। থাকিব কি ফলে ?
তাই কেশ আসিয়া পড়িল পদতলে ;
বারেক চরণে যার যে লয় শরণ,
এককালে হয় তার বন্ধন মোচন ;
ইহাই জগতে তিনি জানাতে সদাই,
না বাঁধেন কেশ, শ্যামা 'মুক্তকেশী' তাই। ১১৯

প্রয়াগে সরস্বতী ও যমুনা আসিয়া গঙ্গার সহিত মিলিত হইয়াছে, এ
জন্য ঐ স্থানে গঙ্গাকে 'যুক্তবেণী' বলে। পরে ত্রিবেণীতে ঐ দুই ন
গঙ্গা হইতে পৃথক্ হইয়াছে, এই জন্য ঐ স্থানে গঙ্গাকে 'মুক্তবেণী' বলে
ত্রিবেণীতে ঐ দুই নদী গঙ্গা হইতে পৃথক্ হওয়ায় গঙ্গার বেগ কমিয়া গেল
একদা বর্দ্ধমানপতি বাণেশ্বরকে জিজ্ঞাসিলেন,—ত্রিবেণীতে গঙ্গা এ
মন্দগতি হইলেন কেন ? বাণেশ্বর কহিলেন ;—

সগরসন্ততিসন্তরণেচ্ছয়া প্রচলিতাতিজবেন হিমালয়াৎ।
ইহ হি মন্দমুপৈতি সরস্বতীযমুনয়োর্বিরহাদিব জাহ্নবী ॥ ১২০ ॥

সগর-সন্ততিগণে উদ্ধার করিতে,
দ্রুতগতি নামিলেন হিমাদ্রি হইতে ;
চলিতে যমুনা পথে আর সরস্বতী,
দুই সখী মিলিলেন গঙ্গার সংহতি ;
এই স্থানে সখী-সনে হৈল ছাড়াছাড়ি,
সেই শোকে না পারেন যেতে তাড়াতাড়ি। ১২০।

একদা রাজা বাণেশ্বরকে জিজ্ঞাসা করিলেন, চন্দ্রে কলঙ্ক হইল কেন ?
বাণেশ্বর কহিলেন ;—

ত্বৎকীর্ত্তিশীতকিরণেহভ্যুদিতেহতিসাধ্বী
সা রোহিণী পতিবিভ্রমশঙ্কয়া।
শ্রীবর্দ্ধমাননৃপ! কজ্জললাঞ্ছনেন
প্রেয়াংসমঙ্কয়দসৌ ন বিধোঃ কলঙ্কঃ ॥ ১২১ ॥

তব কীর্ত্তি শশাঙ্কের হেরিয়া উদয়,
চিনিতে আপন পতি হইল সংশয়;
তাই বর্দ্ধমাননৃপ! সে রোহিণী সতী,
কজ্জলে চিহ্নিত করি রাখিলেন পতি; (১)
শোভিছে শশাঙ্কে সেই কজ্জলের অঙ্ক,
চন্দ্রের শরীরে উহা নহে ত কলঙ্ক। ১২১।

একদা বাণেশ্বর দায়গ্রস্ত হইয়া অর্থ ভিক্ষা করিতে রাজবাটীতে গিয়া শুনিলেন, রাজা তখন শিবপূজায় বসিয়াছেন, সাক্ষাৎ হইবে না। তিনি দৌবারিককে কহিলেন, তুমি রাজাকে গিয়া বল যে, তিনি যাঁহার পূজা করিতেছেন সেই শিব আর জীবিত নাই, শিব পঞ্চত্ব পাইয়াছেন, তাঁহার যে কিছু বিষয় বিভব ছিল, তাঁহার অভাবে সকলেই তাহা বাঁটিয়া লইয়াছে, আমিও তাঁহার একটি দ্রব্য পাইয়াছি, তাহাই মহারাজকে দেখাইতে আসিয়াছি। রাজা সেই কৌতুকাবহ সংবাদ পাইয়া বাণেশ্বরকে ডাকাইয়া জিজ্ঞাসিলেন, তুমি শিবের কি দ্রব্য পাইয়াছ? তিনি কহিলেন;—

অর্দ্ধং দানববৈরিণা গিরিজয়াপ্যর্দ্ধং হরস্যাহৃতম্
দেবত্থং ধরণীতলে স্মরহরাভাবে সমুন্মীলতি।
গঙ্গা বারিধিমম্বরং শশিকলা নাগাধিপঃ ক্ষ্মাতলম্
সর্ব্বজ্ঞত্বমধীশ্বরত্বমগমত্বাং মাং চ ভিক্ষাটনম্ ॥ ১২২ ॥

---

(১) 'রোহিণী'—চন্দ্রের পত্নী। রাজার কীর্ত্তিরূপ চন্দ্র এবং আকাশের চন্দ্র তুল্যরূপ উজ্জ্বল; পাছে রোহিণী ভ্রমক্রমে কীর্ত্তি-চন্দ্রকেই আপন পতি বলিয়া আলিঙ্গন করেন, এই জন্য সেই পতিব্রতা রোহিণী নিজ নয়নের কজ্জল দিয়া নিজ পতি চন্দ্রকে চিহ্নিত করিয়া রাখিয়াছেন।

শিবের অর্দ্ধেক দেহ নিলেন মুরারি,
নিলেন অর্দ্ধেক দেহ গিরীন্দ্রকুমারী ;
ধরণী লভিল তাঁর যেবস্ত্র যা ছিল,
জটায় জাহ্নবী ছিল সাগর লইল ;
শিরে ছিল শশিকলা লইল গগন,
লইল পাতাল তাঁর বাসুকি ভূষণ ;
সর্ব্বজ্ঞত্ব ঈশ্বরত্ব আছিল তাঁহার,
সে দুটি করেছ তুমি নিজে অধিকার ; (১)
ভিক্ষার ঝুলিটি তাঁর অবশেষ ছিল,
কেবল আমার ভাগ্যে তাহাই মিলিল। ১২২।

এক জন ভিক্ষুক শিবকে জিজ্ঞাসা করিতেছেন ;—

হালাহলমপি পীতং বহুশো ভিক্ষা চ ভিক্ষিতা ভবতা।
অনয়োরবগতরসয়োঃ শঙ্কর! কিয়দন্তরং ব্রূহি ॥ ১২৩ ॥

ভুঞ্জিয়াছ কালকূট বিষ ভয়ঙ্কর,
ভিক্ষাও অনেকবার করেছ শঙ্কর!
জিজ্ঞাসি তোমায় তাই ওহে দিগম্বর!
ভিক্ষায় গরলে বল কি আছে অন্তর?। ১২৩।

মেঘের প্রতি চাতকের উক্তি ;—

পয়োদ হে বারি দদাসি বা নবা ত্বদেকচিত্তঃ পুনরেষ চাতকঃ।
বরং মহত্যা ম্রিয়তে পিপাসয়া তথাপি নান্যস্য করোত্যুপাসনাম্ ॥ ১২৪॥

---

(১) শিবের অর্দ্ধেক শরীর মুরারি অর্থাৎ শ্রীহরি লইয়া 'হরি-হর' মূর্ত্তি হইয়াছিলেন। অর্দ্ধেক শরীর পার্ব্বতী লইয়া 'হর-গৌরী' মূর্ত্তি হইয়াছিলেন। হে রাজন্! শিবের অভাবে তাঁহার সর্ব্বজ্ঞত্ব ও অধীশত্ব আপনি অধিকার করিয়াছেন, অর্থাৎ আপনি সর্ব্বজ্ঞ ও সমস্ত ঐশ্বর্য্যের অধীশ্বর।

হে জলদ ! দাও আর নাই দাও জল,
চাতকের ধ্যান কিন্তু তুমিই কেবল ;
বরঞ্চ তৃষ্ণায় তার হইবে মরণ,
তথাপি সে নাহি লবে অন্যের শরণ । ১২৪ ।

নদেভ্যোঽপি হ্রদেভ্যোঽপি পিবন্ত্যন্যে বয়ঃ পয়ঃ ।
চাতকস্য তু জীমূত ভবানেব্যবলম্বনম্ ॥ ১২৫ ॥

নদ নদী হ্রদ হ'তে অন্যে খায় জল,
চাতকের কিন্তু মেঘ ! তুমিই সম্বল । ১২৫ ।

স্মিতং লঘু বিলোকিতং নয়নযৌবনান্দোলিতম্
মনাগপি নিবর্ত্তিতং সুকুচয়োর্দুকূলাঞ্চলম্ ।
ত্রপাং তরল রে মনঃ কিমধুনাপি নালম্বসে
বচোরচনচাতুরী ন কুলকামিনীনাং ক্রমঃ ॥ ১২৬ ॥

যে দিন হইতে তাঁরে আমি ভাল বেসেছি,
তদবধি হেরি তাঁরে মৃদু মৃদু হেসেছি ;
ঈষৎ ঘুরায়ে আঁখি ফিরে ফিরে চেয়েছি,
ঈষৎ সরায়ে পুন কুচে বস্ত্র দিয়েছি ;
তবু কি চপল মন ! লজ্জা তব হ'ল না ?
কি করিতে বাকি আর কি করিব বল না ?
যদি বল ! করি নাই নানা কথা-ছলনা,
কথার চাতুরী সে কি জানে কুল-ললনা ? । ১২৬ ।

পণ্ডিতোঽপি বরং শত্রুর্নচ মূর্খেণ মিত্রতা ।
বানরেণ হতো রাজা বিপ্রাশ্চৌরেণ রক্ষিতাঃ ॥ ১২৭ ॥

পণ্ডিত শত্রুও ভাল জানিও নিশ্চয়,
তথাপি মূর্খের সনে কোরো না প্রণয়;
বানরের হাতে রাজা পাইল নিধন,
চোর হ'তে ব্রাহ্মণেরা পাইল জীবন। ১২৭।

উপরিলিখিত শ্লোকের বিষয়ে পঞ্চতন্ত্রে এইরূপ গল্প আছে;—কোনও রাজা একটি বানরকে বড়ই ভাল বাসিতেন, সর্ব্বদাই তাহাকে কাছে কাছে রাখিতেন। বানরও প্রাণপণ যত্নে রাজার সেবা করিত। একদিন রাজা নিদ্রা যাইতেছেন, বানর তাঁহার পার্শ্বে বসিয়া পাখায় বাতাস দিতেছে, এমন সময় একটা মাছি রাজার বুকে বসিল। মাছির উৎপাতে পাছে রাজার নিদ্রাভঙ্গ হয় এই ভয়ে বানর পাখা দিয়া বারংবার তাহাকে তাড়াইতে লাগিল, কিন্তু মাছিটা কিছুতেই বারণ না মানিয়া উড়িয়া উড়িয়া রাজার বুকেই বসিল। তখন মূর্খ বানর কুপিত হইয়া মাছিটাকে একেবারে নিপাত করিবার জন্য তীক্ষ্ণ খড়্গ লইয়া তাহার উপর আঘাত করিল। মাছিটা উড়িয়া গেল, খড়্গাঘাতে রাজাই পঞ্চত্ব পাইলেন।

কোনও নগরে এক ব্রাহ্মণ ছিল। সে বিদ্বান্ হইয়াও পূর্ব্বজন্মের কর্ম্মফলে চোর হইয়াছিল। সে এক দিন দেখিল,—চারিটি বিদেশী ব্রাহ্মণ সেই নগরে আসিয়া অনেক দ্রব্যাদি বিক্রয় করিয়া বিস্তর ধনসংগ্রহ করিতেছে। তাহা দেখিয়া সেই চোর ব্রাহ্মণ ভাবিল, ইহাদের বিশ্বাসপাত্র হইয়া সর্ব্বস্ব হরণ করিতে হইবে। পরে নিকটে গিয়া নানা শাস্ত্রের কথা শুনাইয়া মনোরঞ্জন করত তাহাদের সেবায় নিযুক্ত হইল। ব্রাহ্মণেরা সমস্ত দ্রব্য বিক্রয় করিয়া যে অর্থ পাইল তদ্দ্বারা চারিখণ্ড বহুমূল্য রত্ন ক্রয় করিল, এবং সেই চোর সহচরের সাক্ষাতেই তাহারা নিজ নিজ রত্ন জঙ্ঘার চর্ম্মের মধ্যে নিহিত করিয়া স্বদেশে প্রস্থান করিল। তখন সেই চোর ভাবিল,—ইহারা ত দেশে চলিল, ইহাদের কিছুই লইতে পারিলাম না। আমিও ইহাদের সঙ্গ ছাড়িব না। পথে সুযোগ পাইলেই ইহাদিগকে বিষ খাওয়াইয়া মারিব এবং ইহাদের জঙ্ঘার চর্ম্ম ছিঁড়িয়া সমস্ত রত্ন বাহির করিয়া লইব। তখন সে মায়া-কান্না কাঁদিয়া বলিল, আপনারা এ ভক্তকে ফেলিয়া যাইবেন না,

আমি আপনাদের দেহমধ্যে এমন রত্ন রহিয়াছি যে, আপনাদের বিরহে কোথাও তিষ্ঠিতে পারিব না, আমাকেও সঙ্গী করুন। তাহারাও সেই কথায় স্বীকৃত হইল, এবং তাহাকে সঙ্গে লইয়া চলিল। পথে তাহারা এক দস্যু-পল্লীর নিকট দিয়া যাইতেছে, এমন সময় কতকগুলা কাক শব্দ করিয়া দস্যুদিগকে জানাইল,—'দস্যুগণ! শীঘ্র যাও—শীঘ্র যাও, বহুমূল্য রত্ন লইয়া পথিকেরা যাইতেছে'। দস্যুরাও তৎক্ষণাৎ গিয়া গুরুতর প্রহার করত পথিকদিগকে মৃতপ্রায় করিল, এবং তাহাদের বস্ত্রাদি খুলিয়া দেখিল, কিন্তু তন্মধ্যে কিছুই পাইল না। তখন তাহারা পথিকদিগকে বলিল,—ধনরত্ন কোথা রাখিয়াছিস্, শীঘ্র বাহির কর, নতুবা সকলকেই হত্যা করিব, এবং প্রত্যেকের গায়ের চামড়া খুলিয়া সমস্ত অঙ্গ প্রত্যঙ্গ ছিঁড়িয়া দেখিব, কাকের ডাক মিথ্যা হইবার নহে। তাহা শুনিয়া সেই চোর সহচর ভাবিল,—দস্যুরা যখন সকলকেই মারিয়া গায়ের চামড়া খুলিয়া দেখিবে, তখন আমার আর বাঁচিবার কোনও আশা নাই। আমি কেন অগ্রেই মরিনা, আমার গাত্রমধ্যে রত্ন না পাইয়া সেই বিশ্বাসে যদি ইহাদিগকে ছাড়িয়া দেয়। এই ভাবিয়া দস্যুদিগকে কহিল, দস্যুগণ! আমাদের নিকট ধনরত্ন কিছুই নাই, বরং তোমরা অগ্রেই আমাকে বধ করিয়া দেখ, আমি স্বচক্ষে সহচর-দিগের হত্যা দেখিতে পারিব না। দস্যুরা তাহাই করিল, কিন্তু যখন তাহার দেহের মধ্যে কিছুই পাইল না, তখন আর চারিজনকে ছাড়িয়া দিল।

একজন কবি ধনতৃষ্ণার বিষয়ে এইরূপ বলিয়াছেন;—

নিঃস্বো বষ্টি শতং শতী দশশতং লক্ষং সহস্রাধিপঃ
লক্ষেশঃ ক্ষিতিপালতাং ক্ষিতিপতিশ্চক্রেশ্বরত্বং পুনঃ।
চক্রেশঃ পুনরিন্দ্রতাং সুরপতির্ব্রাহ্মং পদং বাঞ্ছতি
ব্রহ্মা বিষ্ণুপদং হরিঃ শিবপদং আশাবধিং কো গতঃ॥ ১২৮ ॥

দরিদ্র শতেক মুদ্রা করয়ে কামনা,
শতেক পাইলে হয় সহস্রে বাসনা;

সহস্রের অধিপতি লক্ষ মুদ্রা চায়,
লক্ষপতি বাঞ্ছা করে রাজ্য যদি পায়,
নৃপতিও সার্ব্বভৌম হইবারে চায়, (১)
সার্ব্বভৌম চায় যদি ইন্দ্র-পদ পায় ;
ইন্দ্রও ব্রহ্মার পদ, ব্রহ্মা বিষ্ণুপদ,
বিষ্ণুও লভিতে চান শিবের সম্পদ ;
এরূপে যে যত পায় তত বাড়ে আশ,
হায় রে দুরাশা ! তোর নাহি হয় হ্রাস ! ১২৮ ।

আমাদের পূজনীয় অধ্যাপক ৺প্রেমচন্দ্র তর্কবাগীশ মহাশয় বর্ষাকাল বর্ণন করিয়া এই শ্লোকটি লিখিয়াছিলেন ;—

চন্দ্রার্কৌ ক্ব গতৌ তমোভিরভিতো গ্রস্তা দিশাঃ প্রাবৃষা
ধারা দীর্ঘতরাঃ পতন্তি কিমুতোত্তিষ্ঠন্তি পৃথ্বীতলাৎ।
অহ্নাং নিহ্নবনাৎ ক্ষপাপি চ নিশা রাত্রীয়তী লক্ষ্যতে
মন্যে যুক্তজনস্য কেবলমহো হর্ষায় বর্ষাগমঃ ॥ ১২৯ ॥

চন্দ্র সূর্য্য কোথা গেল ! ঘোর অন্ধকার—
গ্রাস করিয়াছে দিক-দিগন্ত-বিস্তার ;
মুষলের ধারে ধারা পড়িছে ধরায়,
পড়িছে কি উঠিতেছে বুঝা নাহি যায় ;
বরষায় দিন রাত্রি কে চিনিতে পারে,
দিবাও রজনী হয় মেঘের আঁধারে ;
প্রেমিক-দম্পতী যারা জড়াজড়ি রয়,
তাদেরি সুখের তরে বরষা-সময় ! ১২৯ ।

---

(১) 'সার্ব্বভৌম'—সমস্ত পৃথিবীর অধীশ্বর।

উক্ত অধ্যাপক মহাশয় কলিকালের বিষয়ে এই শ্লোকটি রচনা করিয়াছিলেন ;—

বেদং বেদ ন কোঽপি ভূধরদরীর্ণা মুনীনাং গিরঃ
স্বচ্ছং ম্লেচ্ছমতং মতাভিমহতাং কা নাম ধর্ম্ম্যাঃ ক্রিয়াঃ।
মদ্যং হৃদ্যমতীব বারবনিতাঃ সেব্যা ন গুর্ব্বাদয়ঃ
কিং কার্য্যং পরিশিষ্টমস্তি ভবতো জানামি নাহং কলে ॥ ১৩০ ॥

ঋষি-বাক্য গিরিগর্ভে পাইয়াছে লয়,
বেদশাস্ত্র কেহ নাহি জানে এ সময় ;
সবাই ম্লেচ্ছের মত করে শিরোধার্য্য,
তাহারি বিধানমত করে সর্ব্ব কার্য্য ;
ধর্ম্মাধর্ম্ম সদাচার গিয়াছে চুলায়,
মদ্যই পরম বস্তু হয়েছে ধরায় ;
মাতা পিতা গুরুজনে কেবা সেবা করে,
বারবনিতারে রাখে মাথার উপরে ;
যা কিছু তোমার কার্য্য সকলি করেছ,
জানি না হে কলি ! আর বাকি কি রেখেছ ।১৩০।

উক্ত পূজ্যপাদ অধ্যাপক মহাশয় একদিন নিম্নলিখিত শ্লোকদ্বয় রচনা করিয়া আমায় দিয়াছিলেন ;—

কঞ্চুকেন পিহিতাবপি প্রিয়ে ব্যক্তিমেব তব গচ্ছতঃ স্তনৌ।
উন্নতস্য মহতস্তিরস্ক্রিয়া নূনমস্য গুণবৃদ্ধয়ে ভবেৎ ॥ ১৩১ ॥

ও কুচ কাঁচুলি দিয়া যতই ঢাকিবে,
প্রেয়সি ! ততই ওর শোভা বাহিরিবে;
উচ্চকে ঢাকিতে গেলে ঢাকা নাহি যায়,
উচ্চের সে উচ্চ গুণ আরো বৃদ্ধি পায় । ১৩১ ।

হার এব হরিণীদৃশঃ স্তনে হারিণীং বিলাতি কামপি শ্রিয়ম্ ।
উন্নতৌ খলু সুবৃত্তশালিনো যুজ্যতে গুণিভিরেব সঙ্গতিঃ ॥ ১৩২ ॥

মৃগনয়নার স্তনে এ রতন-হার,
মরি মরি কিবা শোভা করেছে বিস্তার।
সুন্দর সুবৃত্তশালী লভিলে উন্নতি,
তাহার মিলন শোভে গুণীর সংহতি (১)। ১৩২।

যুবতী প্রদীপ জ্বালিয়া স্তনাঞ্চলে ঢাকিয়া লইয়া যাইতেছে, প্রদীপের শিখাটি মৃদু মৃদু কাঁপিতেছে; কবি বলিতেছেন,—দীপ যেন মাথা নাড়িয়া বিধাতাকে গালি দিতেছে;—

দীপএব কুচশৈলসন্নিধৌ বামযা মৃগদৃশা সমাবৃতঃ ।
পাণিদানবিমুখং বিধাতরং কম্পিতেন শিরসা বিনিন্দতি ॥ ১৩৩ ॥

এ মৃগনয়না মোরে ঢাকিয়া বসনে,
কুচ-গিরি-সন্নিধানে রেখেছে যতনে ;
'বিধি কেন হস্ত মোরে না দিল'—বলিয়া,
বিধিরে নিন্দিছে দীপ মাথাটি নাড়িয়া। ১৩৩।

শ্রীরাধার উক্তি ;—

মুরহর ! রন্ধনসময়ে মা কুরু মুরলীরবং মধুরম্ ।
নীরসমেধো রসতমুতাং কৃশতমুতাং কৃশাণুরপ্যেতি ॥ ১৩৪ ॥

---

(১) 'সুবৃত্তশালী'—(স্তনের পক্ষে) সুবৃত্ত অর্থাৎ সুন্দর গোলাকার ; যে স্তন সুগোল আকারে শোভা পাইতেছে ; 'উন্নতি লভিলে'—অর্থাৎ সুন্দরীর স্তন সুগোল ও সমুন্নত হইলে। 'গুণীর সংহতি'—অর্থাৎ হারের সহিত, অর্থাৎ সেই স্তনে হার পরিলেই তাহা শোভা পায়। গুণ অর্থাৎ সূত্র দিয়া গাঁথা বলিয়া 'গুণী' শব্দে হারকে বুঝায়। পক্ষান্তরে—'সুবৃত্তশালী' অর্থাৎ সচ্চরিত্রশালী ব্যক্তির উন্নতির সময়, গুণী অর্থাৎ গুণবান্ লোকের সঙ্গেই তাঁহার মিলন শোভা পায়

নূতন-সময় ওহে রসময়!
ও বাঁশরী-ধ্বনি করিতে কি হয়?
শুষ্ক কাষ্ঠে পরে রসের উত্থান,
বসন্ত উত্থান হয় রে নির্ব্বাণ ।। ১৩৪ ।

ময়ূরের পালকগুলি খসিয়া যায়, আবার নূতন পালক উঠে। ময়ূর পালকগুলি ছাড়িতেছে, তাই যেন সেগুলি ময়ূরকে বলিতেছে ;—

অস্মান্ বিচিত্রবপুষশ্চিরপৃষ্ঠলগ্নান্
কস্মাদ্ বিমুঞ্চসি সখে! যদি মুঞ্চ মুঞ্চ।
হা হন্ত কেকিবর! হানিরিয়ং তবৈব
গোপালমৌলিমুকুটে ভবিতা স্থিতির্নঃ ॥ ১৩৫ ॥

সখে শিখিবর! মোরা অপূর্ব্ব সুন্দর,
তব পৃষ্ঠে লগ্ন হ'য়ে আছি নিরন্তর;
হায়! কেন মোসবারে কর পরিহার?
নিতান্তই ছাড় যদি সে ক্ষতি তোমার;
তুমি ছাড়িলেও তাহে দুঃখ নাহি কারি,
মোদের মাথায় করি রাখিবেন হরি (১)। ১৩৫।

তুলাং লোহসহস্রস্য যত্র খাদন্তি মূষিকাঃ।
রাজংস্তত্র হরেচ্ছ্যেনো বালকং নাত্র সংশয়ঃ ॥ ১৩৬ ॥

শত মণ লৌহ যদি মূষিকেতে খায়,
চিলে যে মানুষ লবে কি আশ্চর্য্য তায়? ।১৩৬।

উপরি লিখিত শ্লোকটির বিষয়ে পঞ্চতন্ত্রে এইরূপ গল্প আছে ;—কোনও স্থানে এক বণিক্‌পুত্র বাস করিত। সে পিতার অতুল বাণিজ্যের অধিকারী

---

(১) শ্রীকৃষ্ণ মস্তকে ময়ূর-পুচ্ছের চূড়া ধারণ করেন। 'শিখিবর'—ময়ূরশ্রেষ্ঠ।

হইয়াও অদৃষ্টদোষে নিঃস্ব হইয়া পড়িল। সে বিদেশে বাণিজ্য করিয়া অবস্থার পরিবর্ত্তন করিতে মনস্থ করিল। তাহার পৈতৃক সম্পত্তির মধ্যে শত মণ ভারি একটা প্রকাণ্ড লোহার বাঁটখরা ছিল। সে তাহা কোনও আত্মীয়ের বাটীতে গচ্ছিত রাখিয়া বিদেশে গমন করিল। কিছুকাল পরে সে দেশে আসিয়া সেই আত্মীয়ের বাটীতে উপস্থিত হইল। কিছুক্ষণ উভয়ে শিষ্টালাপের পর বণিক্‌পুত্র বলিল,—ভাই! আমি ত বিদেশে কিছুই করিতে পারি নাই, একেবারেই নিঃস্ব হইয়া পড়িয়াছি; এক্ষণে আমার সেই লোহার বাঁটখরা বিক্রয় করিব বলিয়া লইতে আসিয়াছি। তাহা শুনিয়া সেই ব্যক্তি কহিল,—ভাই! তোমার নিকট বড়ই লজ্জিত হইলাম, তোমার সেই বাঁটখরাটি ইঁদুরে খাইয়াছে। বণিক্‌পুত্র বলিল,—ওহে ভাই! যদি ইঁদুরেই তাহা খাইয়া থাকে, তোমার দোষ কি? সংসারের গতিই এই, কিছুই চিরদিন থাকে না। সে যাহা হউক, আমি অত্যন্ত পরিশ্রান্ত হইয়াছি, আমি নদীতে স্নান করিয়া বাটী যাইব, যদি তোমার ছোট ছেলেটির হস্তে আমার জন্য তেল গামছা পাঠাইয়া দেও। সেই ব্যক্তি বণিক্‌পুত্রের বাঁটখরা আত্মসাৎ করিয়াছিল, এই কারণে তাহাকে আপ্যায়িত করিবার জন্য সে পুত্রকে ডাকিয়া কহিল,—বাবা! ইনি তোমার কাকা মশাই, নদীতে স্নান করিতে যাইতেছেন, ইহাঁর সঙ্গে সঙ্গে তেল গামছা লইয়া যাও। বালকও তাহাই করিল। বণিক্‌পুত্র নদীতটে উপস্থিত হইয়াই সেই বালককে ধরিয়া নিকটবর্ত্তী পর্ব্বতের গুহায় বদ্ধ করিয়া গুহায় দ্বার রুদ্ধ করিয়া রাখিল। অনন্তর স্নান করিয়া ফিরিয়া আসিবামাত্র সেই ব্যক্তি জিজ্ঞাসা করিল, আমার ছেলে কোথা ফেলিয়া আসিলে? বণিক্‌পুত্র কহিল,—"ভাই! সে কথা আর বলিব কি, সে নদীতটে যাইবামাত্র একটা চিল তাহাকে ছোঁ মারিয়া লইয়া গেল"। সে যতই পীড়াপীড়ি করিতে লাগিল, বণিক্‌পুত্রও ঐ কথাই বলিতে লাগিল। তখন সে ক্রুদ্ধ হইয়া কহিল,—ওরে মিথ্যাবাদী দুরাত্মা! তুই নিশ্চয় তাহাকে হত্যা করিয়াছিস্, চিলে কি কখনও মানুষ লইতে পারে? ইহা বলিয়া সে বণিক্‌পুত্রকে বিচারপতির হস্তে সমর্পণ করিল। বিচারপতি জিজ্ঞাসিলেন,—তুই উহার ছেলে কোথা রাখিয়াছিস্ শীঘ্র বল্। বণিক্‌পুত্র বলিল,—ধর্ম্মাবতার! উহার ছেলেটিকে

চিলে লইয়াছে। বিচারপতি ঐ কথা শুনিয়া উচ্চৈঃস্বরে হাস্ত করিয়া উঠিলেন। সে যখন বারবার ঐ কথা বলিল, তখন তিনি ক্রুদ্ধ হইয়া বলিলেন, শীঘ্র উহার পুত্রকে আনিয়া দে, নতুবা তোর প্রাণদণ্ড করিব, চিলে মানুষ লয়, ইহাও কি কখনও সম্ভব হয়। তখন বণিক্‌পুত্র করজোড়ে বলিল, ধর্ম্মাবতার!—

'শত মণ লৌহ যদি মূষিকেতে খায়,
চিলে যে মানুষ লবে কি আশ্চর্য্য তায়?'

বিচারপতি জিজ্ঞাসিলেন,—সে কি প্রকার? তখন বণিক্‌পুত্র পূর্ব্বাপর সমস্ত কহিল। বিচারপতি সেই পরস্বাপহারীর সমুচিত দণ্ড করিয়া সেই অপহৃত বাঁটখরা ফেরত দেওয়াইলেন। বণিক্‌পুত্রও সেই বালককে আনিয়া দিল।

শ্রীকৃষ্ণের প্রতি কোনও ভক্তের নিবেদন;—

রত্নাকরো নিজগৃহং গৃহিণী চ পদ্মা
কিং দেয়মস্তি ভবতে জগদীশ্বরায়।
রাধাগৃহীতমনসে মনসোঽস্তি দৈন্যম্
তদ্দীয়তে যদুপতে ত্বরিতং গৃহাণ॥ ১৩৭॥

কমলা গৃহিণী তব, গৃহ রত্নাকর, (১)
কি আর তোমারে দিব? তুমি সর্ব্বেশ্বর;
শ্রীরাধা তোমার মন করেছে হরণ,
মনের অভাব তব আছে সে কারণ;
এ মন তোমারে তাই করিনু অর্পণ,
ত্বরা করি ওহে হরি! করহ গ্রহণ। ১৩৭।

---

(১) 'রত্নাকর' অর্থাৎ অনন্ত রত্নের আধার ক্ষীরোদসমুদ্র নারায়ণের গৃহ, অর্থাৎ নারায়ণ ক্ষীরোদসাগরে অনন্তশয্যায় শয়ন করিয়া থাকেন।

মানিনীর প্রতি প্রণয়ীর উক্তি ;—

স্নিগ্ধমালপসি রুক্ষমেব বা যৎ করোষি ন হি তে রসান্তরম্।
শীতলং সলিলমুষ্ণমেব বা পাবকং হি শময়েৎ ন সংশয়ঃ ॥ ১৩৮ ॥

প্রিয়ে! তুমি ক্রুষ্ট কিম্বা বল মিষ্ট বাণী,
শুনিলেই তব বাণী জুড়ায় পরাণি;
সলিল উষ্ণই হোক অথবা শীতল,
নিশ্চয় নির্ব্বাণ তাহা করয়ে অনল। ১৩৮।

মিষ্ট জিনিস দেখিলেই প্রিয়জনকে মনে পড়ে। কঠোর গ্রীষ্মের পর নবমেঘ ও নববারিধারার ন্যায় মিষ্ট জিনিস আর কি আছে? রমণীর পতি অপেক্ষা প্রিয়জনই বা আর কে আছে? তাই বর্ষাকালে বিরহিণীর বিরহানল প্রজ্জলিত হয়, তাহার দেহ অস্থিসার হয়। নবমেঘ হইতে শিলাবৃষ্টি হইতেছে দেখিয়া কবি বলিতেছেন ;—

আস্বাদ্য নিরবশেষং বিরহিবধূনাং মৃদূনি মাংসানি।
করকামিষেণ মন্যে নিষ্ঠীবতি নীরদোঽস্থীনি ॥ ১৩৯ ॥

পতিবিরহিণী ধনী ছিল যত জন,
তাদের কোমল মাংস করিল ভোজন;
নীরদ তাদের অস্থি চিবাইতে নারে,
শিলারূপে অস্থি তাই ফেলিছে উগারে (১)।১৩৯।

---

(১) 'নীরদ' অর্থাৎ মেঘ, বিরহিণীগণের কোমল মাংস ভোজন করিল, অর্থাৎ মেঘদর্শনে বিরহানলে তাহাদের দেহের রক্তমাংস সকলি নিঃশেষ হইল, কেবল অস্থিমাত্র অবশিষ্ট। আবার, 'নীরদ'—শব্দে যাহার রদ অর্থাৎ দন্ত নাই এরূপ ব্যক্তিকে বুঝায়; দন্ত না থাকিলে হাড় চিবাইতে পারে না। অতএব ও শিলাপাত নহে, মেঘ বিরহিণীদের সাদা সাদা হাড়গুলা যেন চিবাইতে না পারিয়া ফেলিয়া দিতেছে।

মিষ্ট কথা ও কর্কশ কথা ;—

বাক্মাধুর্য্যাৎ সর্বলোকপ্রিয়ত্বম্
বাক্‌পারুষ্যাৎ সর্বলোকাপ্রিয়ত্বম্।
কিংবা লোকে কোকিলেনোপনীতম্
কো বা লোকে গর্দ্দভস্যাপরাধঃ ॥ ১৪০ ॥

কোকিলে কাহার কি বা করে উপকার ?
গর্দ্দভে কি অপকার করে বা কাহার ?
মিষ্ট কথা বলিলেই লোকে হয় তুষ্ট,
কহিলে কর্কশ কথা সবে হয় রুষ্ট। ১৪০।

সুজন ও দুর্জ্জন ;—

গৃহ্লাতি সাধুরপরস্য গুণং ন দোষম্
দোষান্বিতো গুণিগুণং পরিহায় দোষম্।
বালঃ স্তনাৎ পিবতি দুগ্ধমসৃগ্ বিহায়
ত্যক্ত্বা পয়ো রুধিরমেব ন কিং জলৌকাঃ ॥ ১৪১ ॥

দোষ ছাড়ি পর-গুণ লয় সাধুগণ,
গুণ ছাড়ি পর-দোষ লয় দুষ্ট জন ;
শিশু দেখ ! স্তন হ'তে দুগ্ধ টানি লয়,
জোঁকে শুধু রক্ত টানে দুগ্ধ পোড়ে রয়। ১৪১।

পিঞ্জরবদ্ধ শুকপক্ষীর আক্ষেপ ;—

যে তে বদন্তি বচনং নামভিধাম্
মুক্তা ভবন্তি ভববন্ধনতঃ দ্রুতং যে।
গৃহ্লাম্যহং সততমেব তথৈব নাম
বদ্ধো দৃঢ়ো ভবতি হন্ত ! মমৈব দশা ॥ ১৪২ ॥

হে যদুনন্দন! বলে যেই জন—
'কৃষ্ণ-কৃষ্ণ-রাম-রাম',
তাহার বন্ধন হয় বিমোচন
পূর্ণ হয় মনস্কাম;
কিন্তু মম সম কে আছে অধম?
তব নাম করি যত,
এ পোড়া বন্ধন না হয় খণ্ডন
দৃঢ়তর হয় তত। ১৪২।

কথিত আছে, রাজা বল্লালসেন কোনও সময় এক নীচজাতির কন্যাকে বিবাহ করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন। তাঁহার পুত্র লক্ষ্মণসেন তাহা জানিতে পারিয়া নিম্নলিখিত শ্লোকটি রচনা করিয়া পিতার নিকট পাঠাইয়াছিলেন;—

শৈত্যং নাম গুণস্তবৈব সহজঃ স্বাভাবিকী স্বচ্ছতা
কিং ব্রূমঃ শুচিতাং ভবন্তি শুচয়ঃ স্পর্শেন যস্যাপরে।
কিংবান্যং কথয়ামি তে স্তুতিপদং ত্বং জীবনং দেহিনাম্
ত্বং চেন্নীচপথেন যাস্যসি পয়ঃ কস্ত্বাং নিরোদ্ধুং ক্ষমঃ॥ ১৪৩॥

হে জল! স্বভাব তব মধুর শীতল,
স্বচ্ছতাগুণের তুমি তুলনার স্থল;
পবিত্রতাগুণ তব কি বলিব আর,
অপরে পবিত্র হয় পরশে তোমার;
কি কব মহিমা, তুমি জীবের জীবন,
তুমি নীচু পথে গেলে কে করে বারণ? । ১৪৩।

কামরিপুর বিষয়ে ;—

বিশ্বামিত্রপরাশরপ্রভৃতয়ো যে বাতাম্বুপর্ণাশনাঃ
তেঽপি স্ত্রীমুখপঙ্কজং সুললিতং দৃষ্ট্বৈব মোহং গতাঃ।
শাল্যন্নং সঘৃতং পয়োদধিযুতং যে ভুঞ্জতে মানবাঃ
তেষামিন্দ্রিয়নিগ্রহো যদি ভবেৎ পঙ্গুস্তরেৎ সাগরম্ ॥ ১৪৪ ॥

বিশ্বামিত্র পরাশর আদি ঋষি ছিল,
শুষ্ক পত্র খেয়ে যারা তপস্যা করিল ;
তাহারাও রমণীর বদন-কমল,
হেরিয়া অমনি কামে হইল বিকল ; (১)
আর যারা নিত্য নিত্য নানা ভোগ পায়,
সুমধুর ঘৃত অন্ন ক্ষীর দধি খায়,
তারা যদি কাম জয় করে এ সংসারে,
পঙ্গুও সাগর তবে লঙ্ঘিবারে পারে। ১৪৪।

পূজ্যপাদ ৺ প্রেমচন্দ্র তর্কবাগীশ মহাশয় কামরিপুর বিষয়ে এই শ্লোকটি লিখিয়াছিলেন ;—

দেবানামৃষভঃ সতীমপি মুনেঃ পত্নীং জহার ছলাৎ
ব্রহ্মাপি শ্রুতিধর্ম্মমর্ম্মনিপুণঃ কন্যাভিগঃ শ্রূয়তে।
চন্দ্রোঽসৌ গুরুতল্পগোঽভবদহো বার্ত্তা সুরাণামিয়ম্
মর্ত্ত্যেষু স্মরকিঙ্করেষু নিতরাং কস্মৈ কিমাচক্ষ্মহে ॥ ১৪৫ ॥

অহল্যা সতীরে ইন্দ্র কৌশলে হরিল,
বেদকর্ত্তা বিধাতাও কন্যারে ভজিল;

---

(১) মহর্ষি বিশ্বামিত্র তপস্যা করিতে করিতে মেনকাকে দেখিয়া কামে বিহ্বল হইয়াছিলেন, তাহাতেই মেনকার গর্ভে শকুন্তলার জন্ম হয়। ঐরূপ মহর্ষি পরাশরও মৎস্যগন্ধাকে দেখিয়া কামার্ত্ত হইয়াছিলেন ; তাই মৎস্যগন্ধার গর্ভে বেদব্যাসের জন্ম।

আলোকিত করে বিশ্ব যাহার কিরণ,
সেই চন্দ্র গুরুপত্নী করিল হরণ ; (১)
এ হেন দুর্দশা যদি হৈল দেবতার,
মানুষ জ্ঞানের দাস, কিবা দোষ তার ? । ১৪৫ ।

একজন ধনোপার্জন করিতে বিদেশে গিয়াছে, তথায় অতিকষ্টেও তাহার উদরান্ন জুটিতেছে না। এদিকে, সে তথায় না জানি কত সুখে আছে ভাবিয়া তাহার স্ত্রী নিজের কষ্টের কথা বলিয়া পাঠায়। তাই সেই অভাগা স্ত্রীকে লিখিতেছে, যেন হংসীকে লক্ষ্য করিয়া একটি হংস বলিতেছে ;—

হংসী বেত্তি পরাগপিঞ্জরবপুঃ কুত্রাপি পদ্মাকরে
প্রেয়ান্ মে বিসকন্দলীকিসলয়ং ভুঙ্‌ক্তে স্বয়ং নির্ভরং।
নো জানাতি তপস্বিনী যদনিশং জম্বালজালোদরম্
শৈবালাঙ্কুরমপ্যসৌ ন লভতে হংসো বিশীর্ণস্বরঃ। ১৪৬।

হংসী ভাবিতেছে মনে,—"প্রাণেশ আমার
কোনো পদ্ম-সরোবরে করিছে বিহার ;
রঞ্জিত করিয়া দেহ পদ্মের পরাগে,
কোমল মৃণাল নিজে ভুঞ্জে অনুরাগে" ;
কিন্তু সে বেচারা ইহা নাহি জানে হায়।
বিদেশে বিপাকে মোর দেহ ক্ষয় পায় ;
সারাদিন কাদাজল ঘাঁটিয়া বেড়াই,
শিয়ালাও একটুকু খুঁজিয়া না পাই। ১৪৬।

---

(১) ইন্দ্র গৌতমপত্নী অহল্যার রূপে মোহিত হইয়া গৌতমের রূপ ধারণ পূর্বক অহল্যার সতীত্ব হরণ করেন। ব্রহ্মাও একদা নিজ কন্যা সরস্বতীর প্রতি কামাসক্ত হইয়াছিলেন। গুরুপত্নী তারাকে হরণ করিয়া চন্দ্র কলঙ্কী হইয়াছিলেন ; চন্দ্রের ঔরসে বৃহস্পতি-পত্নী তারার গর্ভে বুধ জন্মগ্রহণ করেন।

কুম্ভকার কলসি গড়িয়া প্রথমে তাহা কাঠ দিয়া পিটিয়া লয়, পরে তাহাকে রৌদ্রে শুষ্ক করে, আবার পরে তাহার গায়ে পঙ্কের লেপ দেয়, শেষে তাহাকে আগুনে পোড়াইয়া পাকা করে। মানুষের ন্যায় মাটির কলসিও অনেক কষ্টযন্ত্রণা সহিয়া অনেক চোট খাইয়া তবে প্রস্তুত হয়। কোন সুন্দরী জলপূর্ণ কলসি কক্ষে করিয়া হেলিয়া দুলিয়া চলিয়াছেন, দেখিয়া কবি সেই কলসিকে সম্বোধন করিয়া বলিতেছেন ;—

ঘাতাঃ শীতলকাষ্ঠতাড়নশতং ঘাতঃ প্রচণ্ডাতপঃ
সোঢ়ং সর্ববিলেপনং তব পুনঃ প্রাপ্তোহগ্নিনা দাহনম্ ।
যৎকান্তাকুচকুম্ভসঙ্গতিকরাহিল্লোললীলাসুখম্
লব্ধং কুম্ভক যথা নহি সুখং দুঃখৈর্বিনা লভ্যতে ॥ ১৪৭ ॥

সহেছ তুমি হে কত কাষ্ঠের প্রহার,
ঘোর রৌদ্রে শুষ্ক হইয়াছ বার বার ;
গায়ে পঙ্ক মাখিয়াছ, পুড়েছ আগুনে,
সে সকলি শ্লাঘ্য আজি তব ভাগ্যগুণে ;
বাহুপাশে রামা তব কণ্ঠ আলিঙ্গিয়া,
হে কুম্ভ ! রেখেছে তোমা কক্ষেতে করিয়া ;
থাকি তথা হেলি দুলি নাচ কুতূহলে,
দুঃখ না করিলে সুখ মিলে কি ভূতলে। ১৪৭।

কোনও কবি বর্ষাকালকে সম্বোধন করিয়া বলিতেছেন ;—

পিকং হ মূকং কুরুষে পয়োদ ভেকং চ সেকৈর্মুখরীকরোষি।
কিন্তু তমিস্রোরপিধায় বিম্বং খদ্যোতমুদ্দ্যোতয়সীত্যসহ্যম্ ॥ ১৪৮ ॥

হে বরষা ! কোকিলের কুহুরব হরি',
বাড়াও ভেকের ডাক, তাও সহ্য করি ;
কিন্তু যে চাঁদেরে ঢাকি, দিতেছ প্রশ্রয়—
ছার কীট জোনাকিরে, প্রাণে নাহি সয়। ১৪৮।

অভাগার আক্ষেপ ;—

আশ্রয়ামি যদি কল্পপাদপং সোঽপি যাতি সহসাবকেশিতাম্।
মাদৃশাং নয়নকোণগোচরঃ সাগরোঽপি মরুভূমিসোদরঃ ॥ ১৪৯ ॥

হায়! অভাগার ন্যায় কে আছে ধরায় রে!
কে আছে ধরায়?
সে যদি কটাক্ষে চায় সমুদ্র শুখায় তায়
কল্পবৃক্ষে ফল হায়! উড়ে পুড়ে যায় রে
উড়ে পুড়ে যায়। ১৪৯।

খল্বাটো দিবসেশ্বরস্য কিরণৈঃ সন্তাপিতে মস্তকে
বাঞ্ছন্ দেশমনাতপং বিধিবশাদ্ বিল্বস্য মূলং গতঃ।
তত্রাপ্যস্য মহাফলেন পততা ভগ্নং সশব্দং শিরঃ
প্রায়ো গচ্ছতি যত্র ভাগ্যরহিতস্তত্রৈব যান্ত্যাপদঃ ॥ ১৫০ ॥

তেতেছে রৌদ্রের তাপে টাকপড়া মাথা,
খুঁজিছে পথিক এক ছায়া পাই কোথা;
দৈববশে বসে গিয়া বেলের তলায়,
চিপ্ কোরে মস্ত বেল পড়িল মাথায়;
ভাঙ্গিল মাথার খুলি, কি বলিব হায়!
অভাগা যথায় যায় বিপদ তথায়। ১৫০।

সুন্দরী দর্শনে কোনও কামুকের উক্তি ;—

দত্বা কটাক্ষমেণাক্ষী জগ্রাহ হৃদয়ং মম।
ময়া তু হৃদয়ং দত্বা গৃহীতো মদনজ্বরঃ ॥ ১৫১ ॥

বারেক কটাক্ষ মোরে করিয়া প্রদান,
লইল সে সুনয়না মোর মনপ্রাণ;

আমি কিন্তু মনপ্রাণ করিয়া অর্পণ,
আপনি পাইনু শুধু মদন-দহন। ১৫১।

দৃষ্টিং দেহি পুনর্বালে তরলায়তলোচনে।
শ্রূয়তে হি পুরা লোকে বিষস্য বিষমৌষধম্ (১) ॥ ১৫২ ॥

যে দৃষ্টি করিয়া দান বধিলে আমায়,
সেই দৃষ্টি সুলোচনে! দাও পুনরায়;
'বিষেই বিষের ক্ষয়'—শুনেছি শ্রবণে,
পূর্ব্বকাল হ'তে ইহা বলে সর্ব্বজনে। ১৫২।

কুপিতাসি যদা তন্বি নিধায় করজক্ষতম্।
বদ্ধা মাং ভুজপাশেন নিতম্বেনৈব তাড়য় ॥ ১৫৩ ॥

কর দণ্ড যদি রোষ হয়েছে তোমার,
নখাঘাতে বিদ্ধ মোরে কর বার বার;
ভুজপাশে দৃঢ় মোরে করিয়া বন্ধন,
ঘন ঘন কর প্রিয়ে! জঘনে তাড়ন। ১৫৩।

পতির ধ্যানে নিমগ্না বিয়োগিনীর প্রতি সখীর জিজ্ঞাসা ;—

আহারে বিরতিঃ সমস্তবিষয়গ্রামে নিবৃত্তিঃ পরা
নাসাগ্রে নয়নং তদেতদপরং যচ্চৈকতানং মনঃ।
মৌনং চেদমিদঞ্চ শূন্যমধুনা যদ্বিশ্বমাভাতি তে
তদ্ব্রূয়াঃ সখি যোগিনী কিমসি ভোঃ কিং বা বিয়োগিন্যসি ॥১৫৪॥

---

(১) 'বিষস্য বিষমৌষধম্'—'বিষেই বিষের ক্ষয়' অর্থাৎ 'যাহাতে রোগের উৎপত্তি তাহাতেই নিবৃত্তি। অনেকেই বলেন যে, খ্যাতনামা হানিমান্ এই মতের প্রথম আবিষ্কার করিয়াছেন; কিন্তু তাহা নহে। হানিমানের বহুকাল পূর্ব্বাবধি 'বিষস্য বিষমৌষধম্' এ কথা এদেশে প্রচলিত আছে।

স্নান পান আহার করেছ পরিহার,
সমস্ত বিষয়সুখে বৈরাগ্য তোমার;
নাসাগ্রে রয়েছে দৃষ্টি হইয়া লগন, (১)
একাগ্র হইয়া ধ্যানে আছ নিমগন;
মৌনভাবে আছ সদা হইয়া নিশ্চল,
শূন্যময় হেরিতেছ এ বিশ্বমণ্ডল;
বিরলে বসিয়া তুমি আছ একাকিনী,
সখি! কি যোগিনী তুমি? কিম্বা বিয়োগিনী? ।১৫৪।

মানিনীর মন কিছুতেই নরম করিতে না পারিয়া প্রণয়ী বলিতেছেন;—

ইন্দীবরেণ নয়নং মুখমম্বুজেন
কুন্দেন দন্তমধরং নবপল্লবেন।
অঙ্গানি চম্পকদলৈঃ স বিধায় বেধাঃ
কান্তে কথং ঘটিতবানুপলেন চেতঃ॥ ১৫৫॥

নীলপদ্ম দিয়া বিধি গড়িল নয়ন,
শ্বেত শতদল দিয়া গড়িল বদন;
কুন্দ দিয়া নিরমিল দন্ত মনোহর,
নবীন পল্লব দিয়া গড়িল অধর;
কনকচম্পকে তব অঙ্গ নিরমিল,
প্রিয়ে! তব মন কেন পাষাণে গড়িল? । ১৫৫ ।

ঝটিতি প্রবিশ গেহং মা বহিস্তিষ্ঠ কান্তে
গ্রহণসময়বেলা বর্ত্ততে শীতরশ্মেঃ।
অয়ি সুবিমলকান্তিং বীক্ষ্য নূনং স রাহুঃ
গ্রসতি তব মুখেন্দুং পূর্ণচন্দ্রং বিহায়॥ ১৫৬॥

---

(১) যোগীরা যোগসাধনের সময় দৃষ্টি নাসিকার অগ্রভাগে স্থিরবদ্ধ করিয়া থাকেন।

বাহিরে থেকো না প্রিয়ে! লুকাও ত্বরিত,
চন্দ্রের গ্রহণ-বেলা হৈল উপস্থিত;
তব মুখ-চন্দ্রমার হেরিলে প্রকাশ,
পূর্ণ চন্দ্র ছাড়ি পাছে রাহু করে গ্রাস। ১৫৬।

সখী অনেক বুঝাইল যে কিছুতেই তুমি মান ত্যজিও না; কিন্তু প্রণয়িনী কহিলেন ;—

ভ্রূভেদে রচিতেঽপি দৃষ্টিরধিকং সোৎকণ্ঠমুদ্বীক্ষতে
রুদ্ধায়ামপি বাচি সস্মিতমিদং দগ্ধাননং জায়তে।
কার্কশ্যং গমিতেঽপি চেতসি তনুরোমাঞ্চমালম্বতে
দৃষ্টে নির্ব্বহণং ভবিষ্যতি কথং মানস্য তস্মিন্ জনে॥ ১৫৭॥

মনে করি বারে বারে আর না হেরিব তারে
নিষেধ না মানে আঁখি তারি পানে ধায় লো,
মনে মনে করে থাকি কথা না কহিব ডাকি
না দেখিতে আগে পোড়া মুখে হাসি পায় লো;
তবু যদি সহচরি! মনকে কঠিন করি
সে জনে দেখিবামাত্র রোমাঞ্চিত কায় লো,
অতএব তারে দেখে আপনা বজায় রেখে
কিরূপে সাধিব মান বল না আমায় লো? (১)।১৫৭।

সরলা বালার প্রতি সখীর উপদেশ ও বালার উত্তর ;—

মুগ্ধে মুগ্ধতয়ৈব নেতুমখিলঃ কালঃ কিমারভ্যতে
ধৈর্য্যং ধৎস্ব মনো বধান ঋজুতাং দূরে কুরু প্রেয়সি।

---

(১) এই অনুবাদটি আমার নহে, ইহা আমাদের পূজ্যপাদ অধ্যাপক ৺মদনমোহন তর্কালঙ্কার মহাশয়ের কৃত। এ শ্লোকের ইহা অপেক্ষা উৎকৃষ্ট অনুবাদ সম্ভব নহে।

সখ্যৈবং প্রতিবোধিতা প্রতিবচস্তামাহ ভীতাননা
নীচৈঃ শংস হৃদি স্থিতঃ ননু স মে প্রাণেশ্বরঃ শ্রোষ্যতি ॥ ১৫৮ ॥

বোকা মেয়ে! হাবা হ'য়ে রবি চিরদিন,
পাষাণে বাঁধিয়া হিয়া কর সুকঠিন;
সরলতা দূরে কর ধর গো ছলনা,
হাতে ধরে পায়ে পড়ে কিছুতে ভুল না;
শুখালো বদনখানি সখীর কথায়,
সভয়ে সরলা বালা বলিল তাহায়;—
চুপে চুপে বল সখি! যে কথা বলিবে,
হৃদে আছে প্রাণনাথ এখনি শুনিবে। ১৫৮।

কতকগুলি যুবতী পরস্পর পতিসঙ্গমের কথা বলাবলি করিতেছিল। সেই সকল কথা শুনিয়া তন্মধ্যে কোনও যুবতী অবাক্ ও হতবুদ্ধি হইয়া রহিল। তাহাকে তদবস্থ দেখিয়া আর সকলে জিজ্ঞাসা করিল,—কেন ভাই! তুই অবাক্ হইলি? তুই কি কি করিয়াছিস্ বলিতে [illegible]ব। সে উত্তর করিল;—

ধন্যাসি যা কথয়সি প্রিয়সঙ্গমেঽপি
বিস্রব্ধচাটুকশতানি রতান্তরেষু।
নীবীং প্রতি প্রণিহিতে তু করে প্রিয়েণ
সখ্যঃ শপামি যদি কিঞ্চিদপি স্মরামি ॥ ১৫৯ ॥

সে প্রিয়-সঙ্গমকালে যাহা যাহা করেছ,
ধন্য ভাই! তোরা সেনে তাই মনে রেখেছ;
নাভিতে সে দিলে কর পরে যা যা ঘটনা,
তোদের মাথার কিরে মনে কিছু পড়ে না। ১৫৯।

শ্রুত্বায়ান্তং বহিঃ কান্তমসমাপ্তবিভূষয়া।
ভালেঽঞ্জনং দৃশোর্লাক্ষা কপোলে তিলকঃ কৃতঃ ॥ ১৬০ ॥

প্রবাস হইতে কান্ত আসিতেছে শুনি,
বেশভূষা করিবারে বসিয়াছে ধনী;
বাহিরে এসেছে কান্ত যেমনি শুনিল,
নয়নে কজ্জল দিতে কপালেতে দিল;
চরণে আলতা দিতে দিল তা নয়নে,
গালেই তিলক দিয়া সাজে অন্যমনে ।১৬০।

এইরূপ প্রবাদ আছে, একদা এক রাক্ষস, রাজা বিক্রমাদিত্যের সভায় আসিয়া এই সমস্যা অর্থাৎ শ্লোকের শেষাংশ পূরণ করিতে দিল, যথা;— "নষ্টস্য কান্যা গতিঃ" অর্থাৎ,—'নষ্টের গতি কিবা আছে আর'। সে সময় সভায় কালিদাস উপস্থিত না থাকায়, আর কেহই ঐ সমস্যা পূরণ করিতে পারিলেন না। রাক্ষস সে দিন বাসায় চলিয়া গেল। কালিদাস সেই সংবাদ পাইয়া ভিক্ষুকের বেশে রাক্ষসের বাসায় অতিথি হইয়া মাংস ভোজন করিতে চাহিলেন। রাক্ষস ও ভিক্ষুকবেশী কালিদাসের প্রশ্ন ও উত্তর;—

ভিক্ষো মাংসনিষেবণং প্রকুরুষে কিং তন্ন মদ্যং বিনা
মদ্যং চাপি তব প্রিয়ং প্রিয়মহো বারাঙ্গনাভিঃ সহ।
বেশ্যাপার্থরুচিঃ কুতস্তব ধনং দ্যূতেন চৌর্য্যেণ বা
চৌর্য্যদ্যূতপরিগ্রহোঽস্তি ভবতো নষ্টস্য কান্যা গতিঃ ॥ ১৬১ ॥

প্রশ্ন।—ওহে ভিক্ষু! মাংস তুমি কর কি আহার?
উত্তর।—মদ্য বিনা মাংস কভু রোচে না আমার;
প্রশ্ন।—হে ভিক্ষু! মদ্যও তুমি কর নাকি পান?
উত্তর।—বেশ্যা ছাড়া শর্ম্মা কভু মদ্য নাহি খান;

প্রশ্ন।—বেশ্যাতে ত অর্থ লাগে তায় কি করিলে?
উত্তর।—চুরি করি জুয়া খেলি অর্থ তাই মিলে;
প্রশ্ন।—জুয়া খেলা চুরি বিদ্যা আছে কি তোমার?
উত্তর।—তা ছাড়া নষ্টের গতি কিবা আছে আর? ১৬১

ধনিনোঽপি নিরুন্মাদা যুবানোঽপি ন চঞ্চলাঃ।
প্রভবোঽপ্যপ্রমত্তাস্তে মহামহিমশালিনঃ॥ ১৬২॥

ধন আছে কিন্তু যার অভিমান নাই,
নবীন যৌবনে যেই সুধীর সদাই;
প্রভুত্ব থাকিতে যার নাহি অবিচার,
তাহারাই এ জগতে মহত্ত্ব-আধার। ১৬২।

শশী দিবসধূসরো গলিতযৌবনা কামিনী
সরো বিগতবারিজং মুখমনক্ষরং স্বাকৃতেঃ।
প্রভুর্ধনপরায়ণঃ সততদুর্গতঃ সজ্জনঃ
নৃপাঙ্গনগতঃ খলো মনসি সপ্ত শল্যানি মে॥ ১৬৩॥

হেন শশি দিবসে সে হয় বিমলিন,
সুন্দরীর যৌবন না রহে চিরদিন;
পদ্ম যদি নাহি ফুটে স্বচ্ছ সরোবরে,
সুন্দর পুরুষে যদি অক্ষর না সরে;
বিবেকহীনের হস্তে পড়ে যদি ধন,
পরম সুজন যদি হয় অকিঞ্চন;
খল যদি নৃপতির সভায় বিরাজে,
এই সাত শেল সম মম হৃদে বাজে। ১৬৩।

দানং দরিদ্রস্য প্রভোশ্চ শান্তিঃ যূনাং তপো জ্ঞানবতাং চ মৌনম্।
ইচ্ছানিবৃত্তিশ্চ সুখাসিতানাং দয়া চ ভূতেষু দিবং নয়ন্তি ॥ ১৬৪ ॥

প্রভুর প্রশান্ত ভাব, দরিদ্রের দান,
জ্ঞানিগণে মৌন, তপে যুবকের টান ;
বিষয়ীর লোভত্যাগ, দয়া জীবগণে,
মানব দেবতা হয় এ সকল গুণে। ১৬৪।

মূর্খো দ্বিজাতিঃ স্থবিরশ্চ কামী গৃহী দরিদ্রো ধনবান্ তপস্বী।
বেশ্যা কুরূপা নৃপতির্বিধর্মী লোকে ষড়েতানি বিড়ম্বিতানি ॥ ১৬৫ ॥

বিদ্যাহীন বিপ্র, বৃদ্ধ কামাতুর অতি,
ধনহীন ভোগী, যোগী বহুধনপতি ;
কুরূপা গণিকা, আর বিধর্ম্মী নৃপতি,
এই ছয় জীবলোকে বিড়ম্বনা অতি। ১৬৫।

পলবগ্রাহি পাণ্ডিত্যং ক্রয়ক্রীতঞ্চ মৈথুনম্।
ভোজনং চ পরাধীনং তিস্রঃ পুংসাং বিড়ম্বনাঃ ॥ ১৬৬ ॥

মুখেই পাণ্ডিত্য কিন্তু নাহি কোনো সার,
পরের অধীন সদা আহার বিহার ;
অর্থ দিয়া ভুলাইয়া নারীসনে রতি,
এই তিন পুরুষের বিড়ম্বনা অতি। ১৬৬।

দানং প্রিয়বাক্সহিতং জ্ঞানমগর্ব্বং ক্ষমান্বিতং শৌর্য্যম্।
বিত্তং ত্যাগনিযুক্তং দুর্লভমেতচ্চতুর্ভদ্রম্ ॥ ১৬৭ ॥

মধুর বচনে দান জ্ঞানে নাহি অভিমান
শৌর্য্যগুণ ক্ষমার সহিত,
ধনে সদা বিতরণ এই চারি সুলক্ষণ
এ জগতে দুর্লভ নিশ্চিত। ১৬৭।

অর্থাগমো নিত্যমরোগিতা চ প্রিয়া চ ভার্য্যা প্রিয়বাদিতা চ।
বশ্যশ্চ পুত্রোঽর্থকরী চ বিদ্যা ষড় জীবলোকস্য সুখানি রাজন্ ॥ ১৬৮ ॥

নিত্যই অর্থের আয়, নাহি কোনো রোগ,
প্রিয়কথা, প্রিয়তমা পত্নীর সম্ভোগ;
সদা বশীভূত সুত, বিদ্যা দেয় ফল,
এই ছয় জীবলোকে সুখের সম্বল। ১৬৮।

সংসারবিষবৃক্ষস্য দ্বে এব মধুরে ফলে।
কাব্যামৃতরসাস্বাদঃ সঙ্গমশ্চাপি সজ্জনৈঃ ॥ ১৬৯ ॥

এ সংসার বিষবৃক্ষ জানিবে নিশ্চয়,
দুটীমাত্র ফল তাহে আছে মধুময়;
এক ফল কাব্যসুধারস-আস্বাদন,
আর ফল সাধুসনে সদা সম্মিলন। ১৬৯।

অসারে খলু সংসারে সারমেতচ্চতুষ্টয়ম্।
কাশ্যাং বাসঃ সতাং সঙ্গো গঙ্গাম্ভঃ শম্ভুসেবনম্ ॥ ১৭০ ॥

পরম সাধুর সঙ্গে সদা সহবাস,
গঙ্গাস্নান আর সদা কাশীধামে বাস;
বিশ্বের ঈশ্বর যিনি আরাধনা তাঁর,
অসার সংসারে এই চারিটীই সার। ১৭০।

সৎসঙ্গঃ কেশবে ভক্তির্গঙ্গাম্ভসি নিমজ্জনম্।
অসারে খলু সংসারে ত্রীণি সারাণি ভাবয়েৎ ॥ ১৭১ ॥

নারায়ণে ভক্তি, সদা সাধু-সহবাস,
নির্ম্মল গঙ্গার জলে স্নান যার আস ;
অসার সংসার মাঝে এই তিন সার,
ইহা হ'তে শ্রেষ্ঠ সুখ কিবা আছে আর ? । ১৭১ ।

ভগবানের কাছে ভক্তের প্রার্থনা,—

দিবি বা ভুবি বা মমাস্তু বাসো নরকে বা নরকান্তক প্রকামম্।
অবধীরিতশারদিন্দুবিম্বৌ চরণৌ তে মরণেঽপি চিন্তয়ামি ॥ ১৭২ ॥

হে নরকান্তকারি হরি !
স্বর্গেই বসতি কিম্বা মর্ত্ত্যেই বসতি,
অথবা হউক মোর নরকেই গতি ;
শরদের পূর্ণ চন্দ্র যার কাছে ছার,
মলেও ভুলি না যেন সে পদ তোমার । ১৭২ ।

নাথ ! যোনিসহস্রেষু যেষু যেষু ব্রজাম্যহম্।
তেষু তেষ্বচ্যুতা ভক্তিরচ্যুতাস্তু সদা ত্বয়ি ॥ ১৭৩ ॥

সহস্র সহস্র যোনি করিব ভ্রমণ,
হে নাথ ! তাহাতে কষ্ট করিনা গণন ;
কিন্তু হরি ! যে যোনিতে পড়িব যখন,
তোমাতে একান্তভাবে থাকে যেন মন । ১৭৩ ।

ধর্ম্মার্থকামৈঃ কিং তস্য মুক্তিস্তস্য করে স্থিতা।
সমস্তজগতাং মূলে যস্য ভক্তিঃ স্থিরা ত্বয়ি ॥ ১৭৪ ॥

অখিল বিশ্বের মূল তুমি ভগবান্ !
তোমাতেই আত্মা যেই করে সমাধান ;
হস্তেই তাহার মোক্ষ থাকে অনুক্ষণ,
ধর্ম্ম অর্থ কামে তার কিবা প্রয়োজন ? । ১৭৪ ।

রমণীরা শ্বশুরবাড়ী যাইবার সময় রোদন করিয়া থাকেন। একজন নারীকে ঐরূপ রোদন করিতে দেখিয়া এক ব্যক্তি জিজ্ঞাসা করিতেছেন ;—

শ্বশুরস্য গৃহে যাসি কথং রোদিষি সুন্দরি।
আনন্দো ধ্রুবি রে মূঢ় হরিসংকীর্ত্তনে যথা ॥ ১৭৫ ॥

প্রশ্ন।—সুন্দরি ! চলেছ তুমি পতির সদন,
হেন কালে বল ! কেন করিছ রোদন ?
উত্তর।—রে মূঢ় ! এ অশ্রু মোর প্রেমানন্দে বয়,
হরিসংকীর্ত্তন-কালে জান না কি হয় ? । ১৭৫ ।

একদা কৃষ্ণবিরহাতুরা শ্রীরাধাকে সখী কহিলেন,—সখি ! তাহার জন্য আর কাঁদিস্ না, সে যদি আমাদের আপনার ভাবিত, তার মনে যদি দয়া থাকিত, তবে কি আমাদের দুঃখ দূর করিত না। রাধা উত্তর করিলেন ;—

কৃষ্ণস্যাশীতলতাচিহ্নমিদমস্মাসু লক্ষ্যতে।
দয়ালুরপি যৎ কৃষ্ণো নাস্মদ্দুঃখং জিহীর্ষতি ॥ ১৭৬ ॥

না না সখি ! হেন কথা বোলো না বোলো না,
মোদের ভাবেন হরি নিতান্ত আপনা ;
পরদুঃখ দূর করা দয়ার লক্ষণ,
দয়ালু আপন দুঃখ করে কি হরণ ? । ১৭৬ ।

যামিন্যেষা জলদপটলৈর্ভীষণান্ধকারা
নিদ্রাং যাতো মম পতিরসৌ কেবলং কর্ম্মখিন্নঃ।
বালা চাহং ঘনবিকটতরাতঙ্কসাতঙ্ককম্পা
গ্রামস্তৌরৈর্বহুলবহুলঃ পান্থ নিদ্রাং জহীহি ॥ ১৭৭ ॥

ঘোরতর ঘনঘটা ঘেরেছে ধরণী,
নিবিড় আঁধারে ভরা গভীরা রজনী ;
পতি মোর পরিশ্রমে গাঢ় নিদ্রা যায়,
একলা অবলা বালা কি করিব হায় !
এ গ্রামে হ'য়েছে বড় তস্করের ভয়,
সে কারণে ভয়ে ভয়ে নিদ্রা নাহি হয় ;
তাহে মদনের ভয়ে কাঁপি থর থর,
হে পথিক ! নিদ্রা ছাড়ি উঠহ সত্বর। ১৭৭।

গাঙ্গমম্বু সিতমম্বু যামুনং কজ্জলাভমুভয়ত্র মজ্জতঃ
রাজহংস তব সৈব শুভ্রতা চীয়তে ন চ ন চাপচীয়তে ॥ ১৭৮ ॥

গঙ্গার সলিল শুভ্র শঙ্খের মতন,
কালিন্দীর জল কালো কজ্জল যেমন ;
রাজহংস ! যে জলেই দাওনা সাঁতার,
তোমার শুভ্রতা রহে একই প্রকার। ১৭৮।

রক্তা চ জবয়া মুক্তা জবা শুভ্রা ন মুক্তয়া।
ভবেৎ পরগুণগ্রাহী মহীয়ানেব নাপরঃ ॥ ১৭৯ ॥

মুক্তা হয় রক্তবর্ণ জবার আভায়,

মহতেই পর-গুণ করেন গ্রহণ,
অপরে সে গুণ নাহি পায় কদাচন। ১৭৯।

মণিলুণ্ঠতি পাদেষু কাচঃ শিরসি ধার্য্যতে।
ক্রয়বিক্রয়বেলায়াং কাচঃ কাচো মণির্মণিঃ। ১৮০॥

মণি যদি করে কেহ চরণে দলন,
আর যদি কাচে করে মস্তকে ধারণ ;
ক্রয় বিক্রয়ের বেলা জানিবে নিশ্চয়,
কাচ কাচ গণ্য হয় মণি মণি হয়। ১৮০।

স্মর চেলাটিকং গ্রামং স্মর গোদাবরীনদীম্।
স্মর মাত্রীং চ ভত্রীং চ স্মর যাসঃ-শুষু-শুষুঃ। ১৮১॥

চেলাটিক গ্রাম যেন থাকে হে স্মরণ,
গোদাবরী নদী না ভুলিও কদাচন ;
মাত্রী ভত্রী সে দুটিকে ভুলিবে কেমনে ?
শুষ্ শুষ্ শব্দ যেন থাকে তব মনে। ১৮১।

উল্লিখিত শ্লোকের বিষয়ে একটি কৌতুকাবহ গল্প আছে। গোদাবরী নদীর তীরে চেলাটিক নামে এক গ্রাম ছিল। তথায় এক ধোপার ছেলে প্রতিদিন গোদাবরীতে গিয়া কাপড় কাচিত এবং মাত্রী ও ভত্রী নামে দুটী গাধার পিঠে কাপড় বোঝাই করিয়া ঘরে আসিত। সে যে ঘাটে কাপড় কাচিত, তাহার কাছে এক ভট্টাচার্য্য ছাত্র পড়াইতেন। সমবয়স্কদিগকে পড়িতে দেখিয়া তাহারও লেখা পড়া শিখিতে অত্যন্ত ইচ্ছা হইল। সে ক্রমে কাপড় কাচা ছাড়িয়া সেই ভট্টাচার্য্যের টোলে গিয়া বসিতে লাগিল এবং নিতান্ত আনুগত্য করিতে লাগিল। দৈবযোগে ভট্টাচার্য্যেরও দয়া হইল ; তিনি তাহার জাতি না মানিয়া তাহাকে পরম যত্নে বিদ্যা শিখাইতে লাগিলেন। ক্রমে অধ্যাপকের যত্নে ও নিজের পরিশ্রমে সে দিগ্গজ পণ্ডিত

হইয়া উঠিল। কিন্তু হইলে কি হয়, ধোপার ছেলে বলিয়া কেহই তাকে আদর করে না। যে যতদিন থাকিবে সেই দুলির ধোপার ছেলেই থাকিবে, এই মনে বিদেশে গিয়া বাড়ি বাঁধাইয়া আপনাকে ক্ষত্রিয় বলিয়া পরিচয় দিল। সেই দেশের রাজা বড় গুণগ্রাহী ছিলেন, তিনি ঐ ব্যক্তির বিদ্যা-বুদ্ধির পরিচয় পাইয়া এবং উঁহাকে ক্ষত্রিয় ভাবিয়া উঁহার সহিত আপন কন্যার বিবাহ দিলেন। রাজার পুত্রসন্তান না থাকায় তিনি মৃত্যুকালে সেই জামাতাকেই রাজপদ প্রদান করিলেন। ধোপার ছেলে রাজা হইল বটে, কিন্তু স্বভাব ছাড়িতে পারিল না। তাহার কাপড় পেটা অভ্যাস ছিল, সেই পৈতৃক পেটা অভ্যাসটী ছাড়িতে পারিল না। পূর্ব্বে কাপড় পিটিত, এখন লোকজনকে পিটিতে লাগিল। বিশেষতঃ রাজকন্যাকে সর্ব্বদাই প্রহার করিত। রাজকন্যা মনোদুঃখে জীবন্মৃত হইয়া রহিলেন।

সেই ধোপা যাঁহার কাছে বিদ্যা শিখিয়াছিল, সেই ভট্টাচার্য্য একদা ঘটনাক্রমে সেই রাজ্যে উপস্থিত হইলেন। তিনি সেই ধোপা রাজাকে দেখিবামাত্র চিনিলেন, কিন্তু তাহার সঙ্গে দেখা করিলেন না, এবং কোনও পরিচয়ও দিলেন না। তিনি দৈবজ্ঞের বেশে রাজবাটীর অন্দরে প্রবেশ করিলেন। দৈবজ্ঞ আসিয়াছে শুনিয়া সেই ধোপার স্ত্রী রাজকন্যা তাঁহার কাছে আসিয়া কহিলেন, দৈবজ্ঞ মহাশয়! আমি বড় দুর্ভগা, স্বামীর প্রহার খাইতে খাইতে আমার প্রাণান্ত হইল। দেখুন দেখি আমার হাত-খানা, আমার ভাগ্যে সুখ আছে কি না? দৈবজ্ঞবেশী ভট্টাচার্য্য তাঁহার হাত দেখিয়া এবং তাঁহার স্বামীর অত্যাচারের কথা অবগত হইয়া কহি-লেন,—মা! আপনার আর কোনও ভয় নাই, এক কাজ করুন, একটি মন্ত্র শিখাইতেছি, স্বামী যখনই প্রহার করিতে আসিবে, এই মন্ত্রটি পড়িবা-মাত্রই অমনি নিরস্ত হইবে। এই বলিয়া রাজকন্যাকে এই শ্লোকটি শিখাইয়া দিলেন;—

"খর চেল্লাটকং প্রাবং খর গোবাবয়ানবীম্।
খর বান্ধীং চ ভর্ত্রীং চ খর বাসঃ-তন্তু-তন্তুঃ॥"

অনন্তর রাজা যে সময় স্ত্রীকে প্রহার করিতে আসিল, রাজকন্যাও উচ্চৈঃস্বরে ঐ মন্ত্র পাঠ করিলেন। অমনি ধোপের মুখে চুন পড়িল, তাহার

সেই উগ্রমূর্ত্তি ঠাণ্ডা হইল। সে তখন কাঁপিতে কাঁপিতে স্ত্রীকে জিজ্ঞা
করিল, তুমি এ কথা কাহার কাছে শুনিলে? স্ত্রী কহিল এক দৈবজ্ঞে
কাছে। রাজা আর কিছু না বলিয়া গোপনে সেই ভট্টাচার্য্যের সাহি
দেখা করিয়া কাতরভাবে কহিল, ঠাকুর! আমাকে বিনষ্ট করিবেন না
আমার জাতির বিষয় প্রকাশ পাইলে, আমি মারা পড়িব। ভট্ট কহিলেন
আমি তোমার পরিচয় কাহারো কাছে প্রকাশ করি নাই, কিন্তু অতঃপ
তুমি কাহারও উপর আর কোনও অত্যাচার করিলেই রাজার কাছে ইহা
ভাঙ্গিব, তখন তুমি এককালে বিনষ্ট হইবে। কালিদাস,—

"যঃ স্বভাবো হি যস্য স্যাৎ তস্যাসৌ দুরতিক্রমঃ।
শ্বা যদি ক্রিয়তে রাজা স কিং নাশ্নাত্যুপানহং॥"

নীচ যদি উচ্চ পদে করে আরোহণ,
তথাপি সে নাহি ছাড়ে স্বভাব আপন;
কুকুর যদ্যপি পায় রাজসিংহাসন,
চর্ম্মের পাদুকা তবু করিবে লেহন।

ইহা বলিয়া ভট্টাচার্য্য প্রস্থান করিলেন।

একদা কেহ আমাদের পূজনীয় ৺প্রেমচন্দ্র তর্কবাগীশকে এই শ্লোকাংশ পূরণ করিতে দেন, যথা,—"ধাতুর্হি রক্ষ্যং জগৎ"—বিধাতাই জগৎ রক্ষা করিয়া থাকেন। তিনিও তৎক্ষণাৎ নিম্নলিখিত শ্লোকে তাহা পূরণ করেন;—

অন্তঃসেচনভূমিকর্ষণকৃপাহ্যংসারশান্তংপরৈঃ
উদ্যানেষু বিভান্ত নাম তরবঃ যত্নান্বিতৈঃ পালিতাঃ।
সেক্তা নাপি ন কর্ষকোঽপি ন পুনঃ কল্পিতা পালকঃ
যোদ্ধেষু চ তথাপি বন্যতরবো ধাতুর্হি রক্ষ্যং জগৎ॥ ১৮২॥

বাগানের গাছগুলি বাড়াবার তরে,
ভাল ভাল মালি সব কত যত্ন করে;

অস্মিন্ পদ্মপরাগপিঞ্জরপয়ঃপদ্মাকরে শোভতে
গুঞ্জন্তো মধুরং হরন্তি মধুপাশ্চেতাংসি পুংসাম্।
নৈতৎ পল্বলমত্র পঙ্কিলজলং ভেকাকুলং ভীষণম্
ন শ্রোতাস্তি তবাত্র গানরসিকো ভেকেন্দ্র মূকো ভব ॥ ১৮৪ ॥

এ যে রম্য সরোবর অতি নিরমল,
অপূর্ব্ব পরাগ-রাগে শোভিছে কমল;
মধুপ মধুর তানে করিতেছে গান,
হরণ করিছে সবাকার মনপ্রাণ;
যার জলে পানাগুলা ভাসে অবিরল,
এ নহে সে পঙ্কভরা বিকৃত পল্বল; (১)
তোমার গানের হেথা শ্রোতা কেহ নাই,
তাই বলি ওহে ভেক! চুপ কর ভাই!। ১৮৪।

এই শ্লোকটি সেই পূজনীয় ৺প্রেমচন্দ্র তর্কবাগীশ মহাশয়ের রচিত, যথা,—

মাকন্দঃ মকরন্দতুন্দিলমধুঃ প্রাহস্ব কাকং বয়ম্
কর্ণারুন্তুদকর্কশেন রণিতং যাবৎ স মন্যেত কোকিলম্।
রম্যাণি স্বনসৌষ্ঠবেন কতিচিদ্ বল্গূনি কণ্ঠ্যুবিকাম্
নেপালক্ষিতিপালভালবিলিতে পক্ষে ন পক্ষেত কঃ ॥ ১৮৫ ॥

মধুরসে পূর্ণ এই আম্র তরুবর,
স্বচ্ছন্দে বৈস হে কাক! ইহার উপর;
যাবৎ কঠোর তব রব না শুনিব,
তাবৎ কোকিল বলি' তোমারে ভাবিব;

(১) 'পল্বল'—ডোবা।

আম্রবৃক্ষে কাকেরেও কোকিল দেখায়,
কুকুরও স্থানের গুণে উচ্চনাম পায় ;
নেপালরাজের ভালে পঙ্ক যদি রয়,
লোকে তারে মৃগনাভি বলিবে নিশ্চয় (১) ।১৮৫।

আম্রফলের গৌরব দেখিয়া ঈর্ষ্যায় অন্যান্য ফলের দুর্দশা ;—

জগাভাবা কথং স্ফুটিতজঠরং দাড়িমফলম্
সশূলং সংবৃত্তং হৃদয়মভিমানেন পনসম্ ।
অভূদ্বক্তোবাহুং জম্বুলিরমিদং নারিকেলম্
সমারূঢ়ে চূতে প্রভবতি ফলরাজে সমন্ততে ॥ ১৮৬ ॥

ফলরাজ আম্র যবে আইল ধরায়,
দাড়িম্ব কোঁচার হৈল ফাটিয়া ঈর্ষ্যায় ;
জামের শরীর কালি হৈল মনোদুখে,
ভেবে ভেবে কাঁটালের শূল হৈল বুকে ;
নারিকেল ছিল উচ্চ বৃক্ষের উপরি,
ভেবে রক্ত জল হ'য়ে হইল উদরী ; (২)
পরের সম্পদ যারা সহিতে না পারে,
তাদের এরূপ দশা হয় এ সংসারে । ১৮৬ ।

চন্দ্রোদয় ;—

স্বৈরং কৈরবকোরকান্ বিকলয়ন্ যূনাং মনঃ খেলয়ন্
অম্ভোজানি নিমীলয়ন্ মৃগদৃশাং মানং সমুন্মূলয়ন্ ।
জ্যোৎস্নাং কন্দলয়ন্ দিশো ধবলয়ন্নম্ভোধিমুদ্বেলয়ন্
কোকানাকুলয়ংস্তমঃ কবলয়ন্নিন্দুঃ সমুজ্জৃম্ভতে ॥ ১৮৭ ॥

---

(১) নেপালদেশ মৃগনাভির জন্য প্রসিদ্ধ ।
(২) লোকের জল-উদরী রোগ হইলে যেমন একপেটই জল হয়, তেমনি নারিকেলের একপেটই জল হইল ।

ফুটিল কুমুদফুল ছুটিল সুবাস,
যুবকযুবতী-মনে বাড়িল উল্লাস;
মুদিল কমলফুল, মানিনী যুবতী—
মান ত্যজি প্রেমাবেশে মাতিল অমনি;
জ্যোৎস্নার আলোকে সর্ব্ব জগৎ ভাসিল,
সে আলোকে দশ দিক্ হাসিতে লাগিল;
চক্রবাক চক্রবাকী বিরহে অধীর,
উথলিল মহাসিন্ধু, ঘুচিল তিমির;
এরূপে প্রকাশি নিজ প্রভাব ভুবনে,
উঠিল পূর্ণিমা-শশি বিমল গগনে। ১৮৭।

মযূখনখরত্রুটিততিমিরকুম্ভিকুম্ভস্থল-
স্খলত্তরলতারকাপ্রচুরকীর্ণমুক্তাকণঃ।
পুরন্দরহরিদ্দরীকুহরগর্ভসুপ্তোত্থিতঃ
তুষারকরকেশরী গগনকাননং গাহতে। ১৮৮।

পশ্চিমাচল-কুহরে চিরনিদ্রা পরিহরি,
ধাইল গগন-বনে তুষারকর-কেশরী; (১)
করনখে ভেদ করি বিশাল তিমির-করী (২)
ছড়াইল সারি সারি তারকা-মুক্তার ঝুরি;
বিরহিণী-মৃগীগণে আতঙ্কে কাঁপিল মনে
ধারা বহে দুনয়নে চারিদিক্ শূন্য হেরি। ১৮৮।

---

(১) 'তুষারকর-কেশরী'—তুষারকর—চন্দ্র, কেশরী—সিংহ, চন্দ্ররূপ সিংহ। (২) 'তিমির-করী'—অন্ধকাররূপ হস্তী। সিংহ হস্তীর কুম্ভদেশ নখে বিদীর্ণ করে।

তেজস্বীর স্বভাব ;—

যশোকর[illegible]
অনল[illegible] লোকস্য [illegible]।
মহীধরমদোদ্ধুরদ্বিরদকুম্ভবিদারণো
বুভুক্ষয়াপি কেশরী ন কভু [illegible] ॥ ১৯১ ॥

যে জন নিজের তেজে বড় পদ পায়,
যে যদি সময়দোষে পড়ে দুর্দ্দশায়,
তবু তার উচ্চ মন রবে উচ্চ ভাবে,
প্রাণান্তেও নীচ কাজে কভু নাহি যাবে ;
যে সিংহ গজেন্দ্রযূথ পরাভব করে,
ক্ষুধায় মলেও সে কি তৃণ কেরে ধরে ? । ১৯১ ।

মাছরাঙা পাখীর প্রতি কোনও কবির উক্তি ;—

কারং বারি ন চিন্তিতং ন গণিতা নক্রাদয়ো ভীষণাঃ
চক্রন্তু জ্জতরঙ্গভঙ্গরপরিত্রাসোঽপি নালোচিতঃ।
মধ্যেঽম্ভোনিধি মৎস্যরঙ্ক ভবতা ঝম্পঃ কৃতোঽয়ং বৃথা
সম্পচ্চেৎ শফরার্জ্জনং বিপদথ প্রাণপ্রয়াণাবধিঃ ॥ ১৯২ ॥

সমুদ্রের জল অতি বিকট লবণ,
ভীষণ কুম্ভীর আদি করে বিচরণ ;
ঘোরতর শব্দে দিক্ করি' কম্পবান্
তরঙ্গ উঠিছে তাহে পর্ব্বত-সমান ;
এ সব দেখেও তুমি ভয় না করিয়া,
মাছরাঙা ! তারি মাঝে পড় ঝাঁপ দিয়া ;
চুনা পুঁটি হবে লাভ প্রাণ যদি রয়,
জানিও এদিকে কিন্তু জীবনসংশয় । ১৯২ ।

মানিনীর প্রতি প্রণয়ীর উক্তি ;—

কোপস্ত্বয়া যদি কৃতো মযি পঙ্কজাক্ষি।
সোঽয়ং প্রিয়স্তব কিমত্র বিধেয়মন্যৎ।
আশ্লেষমর্পয় মদর্পিতপূর্ব্বমুচ্চৈঃ
মহ্যং সমর্পয় মদর্পিতচুম্বনং চ ॥ ১৯৩ ॥

ক্রোধে যদি একান্তই ত্যজ হে আমায়,
বিধুমুখি! তবে মোর কি আছে উপায়;
কিন্তু আমি দিয়াছি যে চুম্ব আলিঙ্গন,
ফিরে দাও মোরে প্রিয়ে! সে গচ্ছিত ধন।১৯৩।

একদা শ্রীক্ষেত্রে রথ টানিবার সময় বলরাম রথ হইতে ভূমে পড়িয়া গিয়াছিলেন, রাজা তাহাতে অমঙ্গল ভাবিয়া বড় ভয় পাইয়া কোনও পণ্ডিতকে তাহার কারণ জিজ্ঞাসা করায় তিনি কহিলেন ;—

নারায়ণো যদি পতেদথবা সুভদ্রা
ঔৎপাতিকং তদিহ দেব বিচিন্তনীয়ম্।
কাদম্বরীমদবিঘূর্ণিতলোচনস্য
যুক্তং হি লাঙ্গলভৃতঃ পতনং পৃথিব্যাম্ ॥ ১৯৪ ॥

সুভদ্রা অথবা যদি পড়িতেন হরি,
হে নৃপ! অশুভ তাহে মনে শঙ্কা করি;
সুরাপানে বলরাম হ'য়ে টলমল,
পড়িল ভূতলে তাহে কিবা অমঙ্গল? ।১৯৪।

সংসারের অনিত্যতার বিষয় ;—

যদুপতেঃ ক্ব গতা মথুরাপুরী রঘুপতেঃ ক্ব গতোত্তরকোশলা।
ইতি বিচিন্ত্য কুরুষ্ব মনঃ স্থিরং ন সদিদং জগদিত্যবধারয় ॥ ১৯৫ ॥

কোথা গেল শ্রীকৃষ্ণের সে মথুরাধাম,
কোথা সে অযোধ্যাপুরী কোথা সেই রাম ;
ইহা ভাবি স্থির কর মন আপনার,
জানিও অনিত্য এই সমস্ত সংসার । ১৯৫ ।

ক্ব গতা মহীপালাঃ সৈন্যবলবাহনাঃ ।
বিয়োগসাক্ষিণী যেষাং ভূমিরদ্যাপি তিষ্ঠতি ॥ ১৯৬ ॥

কোথা গেল সে সকল মহীপালগণ,
কোথা সে বিপুল সৈন্য কোথা সে বাহন ;
যথায় আছিল তারা সে সকল স্থান,
অদ্যাপি ধ্বংসের সাক্ষ্য করিছে প্রদান । ১৯৬ ।

সুকৃতান্যপি কর্মাণি রাজভিঃ সগরাদিভিঃ ।
অথ তান্যেব কর্মাণি তে চাপি প্রলয়ং গতাঃ ॥ ১৯৭ ॥

কত শত নরপতি জগতে পূজিত অতি
মান্ধাতা সগর আদি উদিল ধরায়,
তাহারা করিল কত পুণ্য কর্ম্ম অবিরত
কোথা সে তাদের কর্ম্ম তারা বা কোথায় ? ।১৯৭।

যথা কাষ্ঠঞ্চ কাষ্ঠঞ্চ সমেয়াতাং মহোদধৌ ।
সমেত্য চ ব্যপেয়াতাং তদ্বদ্ভূতসমাগমঃ ॥ ১৯৮ ॥

সংসার অনন্ত মহাসাগরের প্রায়,
কাষ্ঠসম জীব যত ভাসিতেছে তায় ;
কাষ্ঠে কাষ্ঠে ঠেকাঠেকি সমুদ্রে যেমন,
জীবে জীবে দেখাদেখি সংসারে তেমন ;

ক্ষণমাত্র এ মিলন দৈবঘটনায়,
আবার কালের স্রোতে কে কোথায় যায়। ১৯৮।

বহন্তি চ নিম্নগানাং স্রোতাংসি সততং যথা।
আয়ুরাদায় মর্ত্ত্যানাং তথা রাত্র্যহনী সদা। ১৯৯।

তটিনীর খরতর প্রবাহ যেমতি,
অহোরাত্র বহিতেছে অবিরাম গতি;
তেমতি জীবের আয়ু সঙ্গেতে লইয়া,
অনন্ত কালের স্রোত চলিছে বহিয়া। ১৯৯।

যথা হি পথিকঃ কশ্চিচ্ছায়ামাশ্রিত্য তিষ্ঠতি।
বিশ্রম্য চ পুনর্গচ্ছেত্তদ্বদ্ভূতসমাগমঃ॥ ২০০॥

যেমন পথিকগণ এক তরুতলে,
ক্ষণেক বিশ্রাম করি পুনরায় চলে;
তেমনি জানিবে এই ভবের ভিতরে,
পরস্পরে দেখাশুনা কিছুক্ষণ তরে। ২০০।

পঞ্চভির্নির্ম্মিতে কায়ে পঞ্চত্বং চ পুনর্গতে।
স্বাং স্বাং যোনিমনুপ্রাপ্তে তত্র কা পরিদেবনা॥ ২০১॥

পাঁচেই নির্ম্মিত দেহ পাঁচেই মিশায়, (১)
তবে কেন তার তরে করে হায় হায়। ২০১।

---

(১) ক্ষিতি, অপ্, তেজ, মরুৎ, ব্যোম,—এই পঞ্চভূতে জীবদেহ নির্ম্মিত হইয়া আবার তাহা সেই পঞ্চভূতেই মিশাইয়া যায়।

মাতুলো যস্য গোবিন্দঃ পিতা যস্য ধনঞ্জয়ঃ।
সোঽভিমন্যু রণে শেতে নিয়তিঃ কেন বাধ্যতে॥ ২০২॥

শ্রীহরি বিপত্তিহারী যাহার মাতুল,
পিতা যার ধনঞ্জয় বিক্রমে অতুল;
সেই অভিমন্যু রণে করিল শয়ন,
এ ভবে অদৃষ্টলিপি কে করে খণ্ডন। ২০২।

পঞ্চ পাণ্ডব বনবাসকালে একদা তৃষ্ণার্ত্ত হইয়া নিকটে জল না পাইয়া বড়ই কাতর হইলেন। ভীম জলের অন্বেষণে বহির্গত হইয়া দূরে এক সরোবর দেখিলেন। যেমন জলে নামিবেন, অমনি এক যক্ষ তাঁহাকে নিষেধ করিয়া কহিল,—অগ্রে আমার চারিটি প্রশ্নের প্রকৃত উত্তর দেও পরে জল লইও, নতুবা প্রাণ যাইবে। ভীম প্রশ্নের উত্তর দিতে না পারিয়া যেমন জলে নামিলেন, অমনি গতাসু হইলেন। এইরূপে তথায় জল আনিতে গিয়া একে একে ভীম, অর্জ্জুন, নকুল, সহদেব, সকলেই মারা পড়িলেন। শেষে যুধিষ্ঠির গিয়া দেখিলেন,—তাঁহার চারি ভাই মরিয়া জলে ভাসিতেছে। তিনি শোকার্ত্ত হইয়া সেই জলচর যক্ষকে উহার কারণ জিজ্ঞাসা করায়, যক্ষ সকল কথা বলিল, এবং তাঁহাকেও সেই চারিটি প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিল। যক্ষের প্রশ্ন ;—

"কা চ বার্ত্তা কিমাশ্চর্য্যং কঃ পন্থাঃ কশ্চ মোদতে।
মমৈতান্ চতুরঃ প্রশ্নান্ কথয়িত্বা জলং পিব" ॥ ২০৩ ॥

কিবা বার্ত্তা ? কি আশ্চর্য্য ? পথ বলি কারে ?
কোন জন বল দেখি সুখী এ সংসারে ;
উত্তর করহ অগ্রে এই প্রশ্ন চারি,
পরে এই সরোবরে পান কর বারি। ২০৩।

যুধিষ্ঠিরের উত্তর—

(বার্ত্তা)

"অস্মিন্ মহামোহময়ে কটাহে সূর্য্যাগ্নিনা রাত্রিদিবেন্ধনেন।
মাসর্ত্তুদর্বীপরিঘট্টনেন ভূতানি কালঃ পচতীতি বার্ত্তা" ॥ ২০৪ ॥

মোহের সংসার-কড়ায় চড়াইয়া,
মাস-ঋতু-হাতা দিয়া নাড়িয়া চাড়িয়া,
দিন-রাত্রি-কাষ্ঠে দিয়া সূর্য্যাগ্নির জ্বাল,
প্রাণিগণে নিরন্তর পাক করে কাল;
এ ভবে ইহাই বার্ত্তা ওহে বারিচর।
আশ্চর্য্য কাহাকে বলে শুন অতঃপর। ২০৪।

(আশ্চর্য্য)

"অহন্যহনি ভূতানি গচ্ছন্তি যমমন্দিরম্।
শেষাঃ স্থিরত্বমিচ্ছন্তি কিমাশ্চর্য্যমতঃ পরম্" ॥ ২০৫ ॥

প্রাণিগণ অনুক্ষণ যায় যমঘরে,
সবাই দেখিছে তাহা চক্ষের উপরে;
তথাপি যে ভাবে লোক মরিতে না হবে,
ইহা হ'তে কি আশ্চর্য্য আছে বল ভবে ?। ২০৫।

(পথ)

"বেদা বিভিন্নাঃ স্মৃতয়ো বিভিন্না নাসৌ মুনির্যস্য মতং ন ভিন্নম্।
ধর্ম্মস্য তত্ত্বং নিহিতং গুহায়াং মহাজনো যেন গতঃ স পন্থাঃ" ॥ ২০৬ ॥

বেদ স্মৃতি পরস্পর বিভিন্নপ্রকার,
নানা মুনি নানা মত করেন প্রচার;

প্রকৃত ধর্ম্মের তত্ত্ব কে বলিতে পারে,
সাধুরা যে পথে চলে পথ বলি তারে। ২০৬।

(ঐ)

"দিবসস্যাষ্টমে ভাগে শাকং পচতি যো নরঃ।
অঋণী চাপ্রবাসী চ স বারিচর মোদতে॥ ২০৭॥

দিবাশেষে যদি শাক পাক করি খায়,
কিন্তু তার নাহি যদি থাকে ঋণদায়;
স্বজন হইতে যদি দূরে নাহি রয়,
এ সংসারে সেই সুখী জানিবে নিশ্চয়। ২০৭।

যক্ষরূপী ধর্ম্ম যুধিষ্ঠিরের নিকট চারি প্রশ্নের সদুত্তর পাইয়া পরম প্রীত হইয়া তাঁহার চারি ভ্রাতাকে জীবিত করিলেন।

ভগবান্ ভক্তের কাছেই বাঁধা থাকেন, তাই কোনও সাধক বলিতেছেন;—

নিগমতরোঃ প্রতিশাখং মৃগিতং মিলিতং নহি পরব্রহ্ম।
মিলিতং মিলিতমিদানীং গোপবধূটীপটাঞ্চলে বদ্ধম্॥ ২০৮॥

নিগম-তরুর আমি শাখায় শাখায়, (১)
খুঁজিয়া খুঁজিয়া হরি! না পাই তোমায়;
কেমনে জানিব এ যে গোয়ালার মেয়ে,
অঞ্চলে পরম ব্রহ্ম রেখেছে বাঁধিয়ে। ২০৮।

রাধা একদা রহস্য করিয়া কৃষ্ণকে জিজ্ঞাসিলেন;—

অধুনমধুমি [illegible] কচিদপি তু ন জাতমস্মাকম্।
যদি মুরহর বিপরীতং গঙ্গাযমুনাসহানদী বাঞ্ছা॥ ২০৯॥

---

(১) 'নিগমতরু'—বেদরূপ বৃক্ষ। [illegible]।

সলিলেতেই কমলের হয় ত জনম,
কমলে সলিল না জনমে কখন;
তোমাতে হে সুন্দর! হেরি অদ্ভুত,
এ শরদ্‌-কমলে হেন গঙ্গার উদ্ভব। ২০৯।

কৃষ্ণের উত্তর;—

লতা জাতা শৈলে ভুবি বিদিতং লতায়াং ন জায়তে শৈলঃ।
রাধে দৃষ্টং বিপরীতং কনকলতায়াং গিরিযুগম্‌ ॥ ২১০ ॥

গিরির উপরে হয় লতার উদ্ভব,
লতার উপরে গিরি নহে ত সম্ভব;
হে রাধে! তোমাতে একি বিপরীত হেরি,
কনকলতায় দুটি ধরিয়াছ গিরি। ২১০।

খলের স্বভাব;—

কাব্যে ভব্যতমেঽপি সজ্জনিবহৈরাস্বাদ্যমানে মুহুঃ
দোষান্বেষণমেব মৎসরজুষাং নৈসর্গিকো দুর্গ্রহঃ :
কাসারেঽপি বিকাসিপঙ্কজচয়ে খেলন্মরালে মুহুঃ
ক্রোকশ্চঞ্চুপুটেন ভুক্তিজবপুঃ শম্বূকমন্বিষ্যতি ॥ ২১১ ॥

সুরস মধুর কাব্য হৃদয়মোহন,
সুরসিকে সুখে যাহা করে আস্বাদন;
হেন কাব্যে খলমতি অতি বক্রভাবে,
কোথা তার দোষ আছে তাই শুধু ভাবে;
সরসীর স্বচ্ছ জলে খেলে হংসগণ,
কমল কুমুদ কত শোভে অগণন,

কাদাখোঁচা কিন্তু তথা ঠোঁট বাঁকাইয়া,
কেবল শামুক গেঁড়ি বেড়ায় খুঁজিয়া॥ ২১১।

কোনও দরিদ্র পণ্ডিত এক ধনীর দ্বারস্থ হইয়া তাহার নিকট কিছু অর্থ ভিক্ষা করিলে ধনী কহিল,—এখানে কিছুই মিলিবে না। তখন সেই পণ্ডিত কহিলেন ;—

মাতা মে চ সরস্বতী প্রতিদিনং লক্ষ্ম্যা বিমাত্রা সহ
মৌখর্য্যং বিদধাতি সাপি চপলা রুষ্টা গৃহান্নির্গতা।
তামন্বেষয়তা ময়াত্র ভবতো বাটি প্রবিষ্টং মুদা
মন্যে ত্বদ্ভবনাত্র নাগতবতী স্থানান্তরং গম্যতে॥ ২১২॥

মাতা মোর সরস্বতী বিমাতার সনে,
করেন ঝগড়া বড় বনেনা দুজনে ;
বিমাতা কমলা তিনি বড়ই অস্থির,
রাগ করি' ঘরে থেকে হ'লেন বাহির ;
খুঁজিতে খুঁজিতে তাঁরে আসিনু হেথায়,
জানিনু এখানে নাই তোমার কথায়। ২১২।

মানসসরোবরবাসী রাজহংসের সহিত বকদিগের কথোপকথন ;—

বকঃ লোহিতলোচনাঙ্ঘ্রিচরণো হংসঃ কুতো মানসাৎ
কিং তত্রাস্তি সুবর্ণপঙ্কজবনং পীযূষতুল্যং পয়ঃ।
নানারত্নবিবদ্ধবেদিবলয়শাখীরেষু স্থূলীকৃতাঃ
শম্বূকাঃ কিমু সন্তি নেতি হি বকৈরাকর্ণ্য হীহীকৃতম্॥ ২১৩॥

বক।—লোহিত চরণ চঞ্চু লোহিত লোচন,
কে হে তুমি কোথা হ'তে তব আগমন ?
হংস।—হংস আমি বাস মোর মানস-সলিলে,
বক।—বল দেখি! সেই স্থানে কোন্ দ্রব্য মিলে ?

হংস।—সে সরোবরের জল অমৃত যেমন,
কনক-কমল তথা শোভে অগণন ;
তার তীরে নানা বৃক্ষ শোভে ফলে ফুলে,
বিচিত্র রতন-বেদি প্রতি বৃক্ষমূলে ;
বক।—সে সব থাকুক, তথা শামুক কি মিলে ?
হংস।—শামুক নাহিক মিলে মানস-সলিলে ;
তাহা শুনি যত বক টিটকারি দিয়া,
হী-হী-হী করিয়া সবে উঠিল হাসিয়া। ২১৩।

যা এব সীতাং বহুতরবানরীঃ রূপং মনোজ্ঞং প্রশশংসুরঙ্গনাঃ।
পশ্চাৎ সুপুচ্ছং জনবেশ্যা বভূঃ বয়ং বিনাম্বং কপিযোষিতস্তাঃ ॥২১৪॥

সীতারে উদ্ধারি যবে শ্রীরাম আনিল,
যতেক বানরী তারে দেখিতে আইল ;
জানকীর রূপ গুণ যে যে নিরখিল,
শতমুখে সকলেই প্রশংসা করিল ;
সুন্দর লাঙ্গুল কিন্তু নাহি হেরি তার,
যতেক বানরী শেষে করে হায় হায়। ২১৪।

রাম স্বগৃহে সমস্ত বানরকে স্বহস্তে তাম্বুল ভোজন করাইয়াছিলেন।
তাম্বুল চর্ব্বণ করিয়া বানরদিগের দুর্দ্দশা ;—

তাম্বূলদানেষু প্রভুবরেণ্যঃ বক্তোষ্ঠবিস্তারিতনাসিকাগ্রাঃ
নিশ্চিত্য বাক্যং কপিবক্ত্রলীলাং সুন্দরেষেবং প্রভুচুম্বকাং ॥২১৫॥

সমস্ত বানরগণে করায়ে ভোজন,
তাম্বুল দিলেন রাম করিয়া যতন ;

চিবায় তাম্বূল সবে মনের হরষে,
রক্ত ওষ্ঠ জিহ্বা রক্ত হৈল তার রসে;
মুখে রক্ত উঠে ভাবি যত কপিগণ
ভূমেতে পড়িল ভয়ে হ'য়ে অচেতন। [illegible]।

কোনও রাজা এক দণ্ডীকে অন্তঃপুরে আপন কন্যার শিক্ষাদানে নিযুক্ত করিয়াছিলেন। রাজা একদা কন্যার পড়াশুনা পরীক্ষা করিতে গিয়া দেখিলেন, কন্যা অন্যান্য রসের ন্যায় আদিরসেও শিক্ষা লাভ করিয়াছেন। দেখিয়া রাজা ভাবিলেন,—সংসারবিরাগী দণ্ডীর আদিরস স্ফূর্তির কোনও সম্ভাবনা নাই, এ কিরূপে কন্যাকে এত আদিরসের কথা শিখাইল? এ ব্যক্তি তবে অতি দুশ্চরিত্র ভণ্ডযোগী, কন্যাটির মাথা খাইয়াছে। রাজা ক্রোধান্ধ হইয়া সেই দণ্ডীর প্রাণদণ্ডের আদেশ করিলেন। তখন দণ্ডী কহিলেন,—রাজন্! আমার প্রাণদণ্ড করুন, কিন্তু তৎপূর্ব্বে আপনার রচিত একটি দারিদ্র্য-বর্ণনা শ্রবণ করিব। রাজা স্বয়ং সুকবি ছিলেন, বিশেষতঃ মৃত্যুকালে যে যাহা ইচ্ছা করে তাহাকে তাহা দিতে হয়। এজন্য তিনি নিম্নলিখিত শ্লোকে দারিদ্র্য বর্ণনা করিয়া দণ্ডীকে শুনাইলেন, যথা,—

অস্মদ্গেহে মুষলীব মূষিকবধূর্মূষীব মার্জ্জারিকা
মার্জ্জারীব শুনী শুনীব গৃহিণী বাচ্যঃ কিমন্যো জনঃ।
মূর্চ্ছাপন্নশিশূনহন্ বিজহতঃ সংবীক্ষ্য বিষ্ণোরবৈঃ
লূতাতন্তুবিতানসংবৃতমুখী চুল্লী চিরং রোদিতি ॥ ২১৬ ॥

মূষিক আমার গৃহে না পেয়ে আহার,
টিকটিকি সম তার হয়েছে আকার;
বিড়ালীও ঠিক যেন মূষিকের প্রায়,
বিড়ালীর মত ঠিক কুক্কুরীর কায়;
অন্ন বিনা গৃহিণীর অস্থিচর্ম্ম সার,
কুক্কুরীর মত তাঁর হয়েছে আকার;

কি কব অন্যের কথা, যত শিশুগণ,
মূর্চ্ছিত হইয়া ভূমে ত্যজিছে জীবন;
এ দশা হেরিয়া হায়! চুল্লী মনোদুখে—
মাকড়সাজালরূপ বস্ত্র দিয়া মুখে—
ঝিঁঝিঁ পোকা-শব্দ-রূপে ছাড়িয়া চিৎকার,
চিরদিন গৃহে মোর কাঁদে অনিবার। ২১৬।

রাজার মুখে সেই দারিদ্র্য-বর্ণনা শুনিয়া মন্ত্রী ঈষৎ হাস্য করিয়া কহিলেন,—মহারাজ বুঝি কোন দরিদ্রের সন্তান, পূর্ব্বে বিস্তর দুঃখ পাইয়াছেন। তাহা শুনিয়া রাজা অধিকতর ক্রুদ্ধ হইয়া বলিলেন,—আমরা পুরুষানুক্রমে রাজত্ব করিয়া আসিতেছি, দুঃখের মুখ কখনও দেখি নাই। মন্ত্রী কহিলেন,—তবে দরিদ্রের গৃহে যে এত কষ্ট তাহা কিরূপে জানিলেন? আপনি স্বয়ং ত ভুক্তভোগী নহেন। রাজা বলিলেন,—নিজে ভুক্তভোগী না হইলেও কবিরা প্রতিভাবলে সকলই জানিতে পারেন। মন্ত্রী বলিলেন,—তবে আমার প্রাণদণ্ড হয় কেন? আপনি দরিদ্র না হইয়াও যদি দারিদ্র্য-দুঃখ জানিতে পারেন; আমিও কি আদিরসে লিপ্ত না হইয়াও আদিরস জানিতে পারি না। তখন রাজা সন্তুষ্ট হইয়া সেই নিরপরাধ মন্ত্রীকে ছাড়িয়া দিলেন।

কোনও বৃদ্ধ কামুকের উক্তি ;—

আপক্কতা শিরসিজে ত্রিবলী কপোলে
দন্তাবলী বিগলিতা ন চ মে বিষাদঃ।
এণীদৃশো যুবতয়ঃ পথি মাং বিলোক্য
তাতেতি ভাষণপরাঃ খলু বজ্রপাতঃ॥ ২১৭॥

ঝুলেছে গালের মাংস, পাকিয়াছে কেশ,
পড়েছে দশন, ইথে নাহি ভাবি ক্লেশ;

কিন্তু যুবতীরা মোরে হেরি পথমাঝে,
'বাবা' বোলে ডাকে তাই শেলসম বাজে ।২১৭।

কোনও গোপাঙ্গনা শ্রীকৃষ্ণকে বলিতেছেন ;—

অহমিব ভবতো বহবো মম তু ভবানিব ভবানেব ।
কুমুদিন্যঃ কতি ন বিধোর্বিধুরিব বিধুরেব কুমুদিন্যাঃ ॥ ২১৮ ॥

আমা হেন কত আছে আশ্রিত তোমার,
মোর কিন্তু তোমা ভিন্ন গতি নাহি আর ;
চন্দ্রমার কত শত কুমুদিনী রয়,
কুমুদীর কিন্তু সেই চন্দ্রই আশ্রয় । ২১৮ ।

এ জগতে যে অকৃত্রিম পবিত্র ও নিষ্কাম প্রেমের সূত্রে পরস্পরে আবদ্ধ হয়, তাহা ভগবানের ইচ্ছা ; তাহার কারণ মনুষ্যবুদ্ধির অগোচর ;—

ব্যতিষজতি পদার্থানান্তরঃ কোঽপি হেতুঃ
ন খলু বহিরুপাধীন্ প্রীতয়ঃ সংশ্রয়ন্তে ।
বিকসতি হি পতঙ্গস্যোদয়ে পুণ্ডরীকং
দ্রবতি চ হিমরশ্মাবুদ্গতে চন্দ্রকান্তঃ ॥ ২১৯ ॥

এ জগতে পরস্পর প্রেমের বন্ধন,
না জানি কি আছে তার নিগূঢ় কারণ !!
সূর্য্যের উদয়ে দেখ ! ফোটে কমলিনী,
চন্দ্রের উদয়ে গলে চন্দ্রকান্তমণি । ২১৯ ।

যস্য তনূরুহকুহরে নটনং ব্রহ্মাণ্ডকোটীনাম্ ।
তমিমং গোপকুমারীলোচনভঙ্গী বিঘূর্ণয়তি ॥ ২২০ ॥

যাঁহার প্রত্যেক লোমকূপের ভিতর,
কোটি কোটি ব্রহ্মাণ্ড ঘুরিছে নিরন্তর ;

কৃশাঙ্গী গোপের বালা দেখ! বারে বারে,
নয়নের ভঙ্গীমাত্রে ঘুরাইছে তাঁরে। ২২০।

সূতে শূকরগৃহিণী কতি কতি পোতান্ ন দুর্ভগান্ ঝটিতি।
করিণী চিরেণ সূতে নরপতিভুজলালিতং কলভম্ ॥ ২২১ ॥

দুর্ভগা কুপুত্রে গর্ভে ধরে অগণন,
সুভগা প্রসবে এক অপত্য-রতন;
শূকরীর ছানা দেখ! গণ্ডা গণ্ডা হয়,
মলমূত্রে খায় তারা কুস্থানেই রয়;
করিণী সুচিরে এক প্রসবে সন্ততি,
যতনে বাড়ায় যারে আপনি ভূপতি। ২২১।

কোনও পণ্ডিতের ন্যায়শাস্ত্রে ও কাব্যশাস্ত্রে তুল্যরূপ অনুরাগ ও তুল্যরূপ অধিকার দেখিয়া একজন তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন,—আপনি কর্কশ তর্কশাস্ত্রে ও সুকুমার কাব্যশাস্ত্রে সমান পাণ্ডিত্য কিরূপে লাভ করিলেন? পণ্ডিত কহিলেন;—

সাহিত্যে সুকুমারবস্তুনি দৃঢ়ন্যায়গ্রহগ্রন্থিলে
তর্কে বা ভৃশকর্কশে মম সমং লীলায়তে ভারতী।
শয্যা বাপি মৃদূত্তরচ্ছদবতী দর্ভাঙ্কুরৈরাচিতা
ভূমির্বা হৃদয়ঙ্গমো যদি পতিস্তুল্যা রতির্যোষিতঃ ॥ ২২২ ॥

সুকোমল কাব্যশাস্ত্র মধুর সুরস,
সুকঠিন তর্কশাস্ত্র অত্যন্ত কর্কশ,
উভয় শাস্ত্রেই কিন্তু জানিবে আমার,
বুদ্ধিশক্তি তুল্যরূপে করয়ে বিহার;

নবনীতসম শয্যা অতি সুকোমল,
কিম্বা কুশাঙ্কুরে কীর্ণ কঠিন ভূতল,
উভয়স্থানেই তার তুল্য হয় রতি,
মনের মতন পতি লভিলে যুবতী। ২২২।

একজন কবি কোনও রাজসভায় সকলের পশ্চাতে বসিয়াছিলেন। রাজা তাঁহার অমৃততুল্য কাব্যালাপ শ্রবণমাত্র পরম পরিতুষ্ট হইয়া তাঁহাকে সম্মুখে আসিয়া বসিতে বলিলেন। কবি কহিলেন ;—

পুরো বা পশ্চাদ্বা কচিদপি বসামঃ ক্ষিতিপতে
ততঃ কা নো হানির্বচনরচনাক্রীতমনসাম্।
অগারে কান্তারে কুচকলসভারে মৃগদৃশাং
মণেস্তুল্যং মূল্যং সহজসুভগস্য দ্যুতিমতঃ॥ ২২৩॥

যেখানে বসি না কেন অগ্রে বা পশ্চাতে,
কিবা হানি মহারাজ! আছে মোর তাতে ;
বিরাজে কবিতা সদা হৃদয়ে যাহার,
ভাল মন্দ কিবা তার স্থানের বিচার?
রমণীর বক্ষস্থিত মণিময় হার,
গৃহে বা অরণ্যে মূল্য তুল্যই তাহার। ২২৩।

নবীনদীনভাবস্য যাচমানস্য মানিনঃ।
বচোজীবনয়োরাসীৎ পুরো নিঃসরণে রণঃ॥ ২২৪॥

মানী জন পড়ি' নব দারিদ্র্য-দশায়,
যদি কারো কাছে ভিক্ষা চাহিবারে যায়,
কথা আগে বাহিরিবে কিম্বা প্রাণ আগে,
বচনে জীবনে তার ঘোর দ্বন্দ্ব লাগে। ২২৪।

বদনং প্রসাদসদনং হৃদয়ং সদয়ং সুধামুচো বাচঃ।
করণং পরোপকরণং যেষাং কেষাং ন তে বন্দ্যাঃ॥ ২২৫ ॥

হৃদয়ে করুণা যাঁর অমৃত বচনে,
অপূর্ব্ব প্রসন্নভাব সদাই বদনে,
মনপ্রাণ পরহিতে নিযুক্ত যাহার,
কেবা নাহি করে পূজা সেই মহাত্মার। ২২৫।

নাকৃতিগুরুতা গুরুতা বিক্রমগুরুতা গরীয়সী জগতি।
গিরিপরিমাণং করিণং কৃশকায়ঃ কেশরী হন্তি ॥ ২২৬ ॥

বড় দেহ থাকিলে কি বড় তাহে হয়,
সার যার আছে তারে লোকে বড় কয়;
পর্ব্বতপ্রমাণ করী করি' পরাজয়,
কৃশকায় সিংহ দেখ! পশুরাজ হয়। ২২৬।

মাতৃহীন গোবৎসের প্রতি কোনও মাতৃহীন গৃহস্থের উক্তি ;—
লালিতোঽপি ময়া যত্নাদ্ গোবৎস! কিমু সীদসি।
হা দুর্ভগতরো লোকে মাতৃহীনান্ন বিদ্যতে ॥ ২২৭ ॥

এত যে যতনে তোরে করি রে পালন,
তথাপি গোবৎস! কেন শুখালি এমন?
মা যার সংসারে হায় নাহি বিদ্যমান,
কে আছে অভাগা বল! তাহার সমান। ২২৭।

অপূর্ব্বা বর্ণনাধারী বলাবলবিমাত্রয়া।
কর্ণমূলে দশত্যেকঃ হরত্যন্যা জীবনম্ ॥ ২২৮ ॥

খলের বদন-গর্ত্তে রসনা-নাগিনী,
বিধাতা সৃজিল এ কি অপূর্ব্ব নাগিনী;
একের শ্রবণমূলে করিয়া দংশন,
অন্যের জীবন তাহে করয়ে হরণ। ২২৮। (১)

বর্ষাকালের নদীর প্রতি কবির উক্তি ;—
যাস্যতি জলধরসময়স্তব চ সমৃদ্ধির্দিনৈঃ কতিভিঃ।
তটিনি তটদ্রুমপাতনপাতকমেকং চিরস্থায়ি॥ ২২৯॥

হে নদি! এ বৃদ্ধি তব রবে কত দিন,
শীঘ্রই বরষা যাবে হবে তুমি ক্ষীণ;
কিন্তু যে তটের তরু কর উন্মূলন,
এ মহাপাতক নাহি যাবে কদাচন। ২২৯।

যাস্যতি যৌবনমচিরাৎ তব কুচাবপি সম্পতিষ্যতোঽবশ্যম্।
যুবজনবঞ্চনপাপং কেবলমবশে চিরস্থায়ি॥ ২৩০॥

রবে না রবে না তব ও নবযৌবন,
উন্নত রবে না কুচ হইবে পতন;
কিন্তু ধনি! যুবজনে বঞ্চনা করিয়া,
যে পাপ করিলে তাই যাইবে থাকিয়া। ২৩০।

তব নবযৌবনজলধৌ প্রভবতি কলধৌতভূধরদ্বন্দ্বম্।
বিধুমুখি তত্র বিচিত্রং মজ্জতি চিত্তং কিমং মুনীনাম্॥ ২৩১॥

(১) সর্প যাহারে দংশন করে, সেই মরে, কিন্তু খল লোকে এক জনের কানের কাছে দংশন করে অর্থাৎ অপরের নামে চুকলি কাটে, এবং তাহাতে অপর ব্যক্তির জীবন হরণ করে অর্থাৎ ঘোর অনিষ্ট করে।

বিদ্বান [illegible]

[illegible]

বিদ্যা কি [illegible] তাবে [illegible] জল,

পতিত হইবামাত্র হয় বিফল। ২৩১।

বর্ত্তমান কলিকালে প্রতারক বিজ্ঞতাদিগের প্রভুত্ব এবং সরলস্বভাব গুণিগণের দুরবস্থা দেখিয়া একজন কবি বলিতেছেন ;—

যদীচ্ছসি বশীকর্ত্তুং জগদেকেন কর্ম্মণা।
উপায়স্তত্র কলৌ কল্পলতা দেবী প্রতারণা ॥ ২৩২ ॥

এই ঘোর কলিকালে সমস্ত ভুবন—
বশীভূত করিবারে চায় যেই জন ;
কলির দেবতা যাঁর নাম 'প্রতারণা',
সেবিলে সে কল্পলতা পূরিবে কামনা। ২৩২।

আমাদের পূজনীয় অধ্যাপক ৺প্রেমচন্দ্র তর্কবাগীশ মহাশয় একদা এই শ্লোকটি রচনা করিয়াছিলেন ;—

গ্রীষ্মকালে দিনং দীর্ঘং শীতকালে তু শর্ব্বরী।
পরোপতাপিনঃ সর্ব্বে প্রায়শো দীর্ঘজীবিনঃ ॥ ২৩৩ ॥

দিবাভাগ দীর্ঘ হয় গ্রীষ্মের সময়,
দারুণ শীতের রাত্রি দীর্ঘকাল রয় ;
লোকের পীড়নকারী যারা দুরাশয়,
তারাই জগতে প্রায় দীর্ঘকাল রয়। ২৩৩।

মহৎ তেজীয়সস্তেজনেন তেজীয়সো নহি।
মূর্দ্ধি মহৎ মহেভ্যো ন পদ্মাং জলিতং রজঃ ॥ ২৩৪ ॥

নিজ তেজে তেজীয়ান্ যে হয় ভুবনে,
তার তেজ সহিবারে পারে সর্ব্বজনে;
কিন্তু যে পরের তেজে নিজে উগ্র হয়,
কার সাধ্য আছে বল! তার তেজ সয়,
মাথায় সূর্য্যের তাপ দেখ! সহ্য হয়,
সূর্য্যতাপে তপ্ত বালি পায়েও না সয়। ২৩৪।

একদা পূজ্যপাদ তর্কবাগীশ মহাশয় কলিকাতার তৎকালের প্রসিদ্ধ ধনী আশুতোষ দেবের (ছাতু বাবুর) বাটীতে নিমন্ত্রিত হইয়া গিয়াছিলেন। গিয়া দেখিলেন,—'ন স্থানং তিলধারণম্'—অন্যান্য পণ্ডিত ও মোসাহেবের দল বাবুকে এমনি ঘেরিয়াছে যে, আর বসিবার তিলার্দ্ধ স্থান নাই। তিনি কিয়ৎক্ষণ দাঁড়াইয়া থাকিয়া তৎক্ষণাৎ এই শ্লোকটি রচনা করিয়া বাবুকে শুনাইলেন ;—

সরসি সরোরুহমেকং মিলিতাশ্চ সহস্রশো ভৃঙ্গাঃ।
আস্তাং মধুকর পানং স্থিতিরেব সুদুর্লভা জাতা ॥ ২৩৫ ॥

সরোবরে একটী ফোটিছে শতদল,
তাহারে ঘেরেছে অলি শত শত দল;
মধুকর! দূরে থাক্ পদ্মমধুপান,
বসিতেও বিন্দুমাত্র নাহি তব স্থান। ২৩৫।

ক্ষুদ্র মালতীফুলটী কোন্ ঝোপের ভিতর ফুটিয়াছে কেহ দেখিতে পায় না, অথচ সৌরভে সমস্ত বন মাতাইয়াছে, তাই কবি বলিতেছেন ;—

উন্মিষিতাঃ কতি লতা ন বা সন্তি মালতি ত্বয়ৈবাগমকথা।
দূরএব মকরন্দবিন্দবঃ সন্তু কিন্তু বদনং প্রদর্শয় ॥ ২৩৬ ॥

মালতি! তোমারি আমি পিরীতে পড়িয়া,
কত শত পুষ্পলতা এলাম ছাড়িয়া;
দূরে থাক্ অভাগারে মধুবিন্দু-দান,
দেখাও বদনখানি বাঁচাও পরাণ। ২৩৬।

অভিসারিকা;—

ক প্রস্থিতাসি করভোরু ঘনে নিশীথে
প্রাণাধিকো বসতি যত্র জনঃ প্রিয়ো মে।
একাকিনী বদ কথং ন বিভেষি বালে!
নন্বস্তি পুঙ্খিতশরো মদনঃ সহায়ঃ॥ ২৩৭॥

প্রশ্ন।—বল দেখি! কোন্ স্থানে এত ত্বরা করি,
এ ঘোর নিশীথকালে চলেছ সুন্দরি!
উত্তর।—জীবনসর্ব্বস্ব মোর প্রাণেশের পাশে,
যাইব বলিয়া তাই ধাই ঊর্দ্ধশ্বাসে;
প্রশ্ন।—তুমি বালা একাকিনী এ ঘোর রজনী,
কেমনে চলেছ? ভয় হয় না কি ধনি!
উত্তর।—কি ভয় কি ভয় বল! কি ভয় আমায়,
ধনু শর লয়ে কাম আগে আগে ধায়। ২৩৭।

অহং কনকনির্ম্মিতঃ সকলভূধরাদুন্নতঃ
সহস্রনয়নাশ্রয়ো বিবুধভূরুহালঙ্কৃতঃ।
তবোপরি পরিস্ফুরত্তরুণি চারু চেলাঞ্চলম্
নিবর্ত্তয় মনাগপি ত্যজতু গর্ব্বমুর্ব্বীধরঃ॥ ২৩৮॥

সুবর্ণে নির্ম্মিত আমি অতি মনোহর,
আমা হ'তে বড় আর কে আছে ভূধর;

সহস্রনেত্রের আমি সদাই আশ্রয়, (১)
দেবলোকে বাস্তু করে আমার উপর ;
ইহা ভাবি সুমেরুর বড় অহঙ্কার,
স্তনের বসন প্রিয়ে! খোল একবার,
বারেক হেরিলে তব ও কুচযুগল,
সুমেরুর সব গর্ব্ব যাবে রসাতল। ২

তন্বী বালা মৃদুতরমিদং ত্যজ্যতামত্র শঙ্কা
দৃষ্টা কাচিদ্ ভ্রমরভরতো মঞ্জরী ভিদ্যমানা।
তস্মাদেষা ত্বরসি ভবতা নির্দয়ং পীড়নীয়া
মন্দাক্রান্তা বিতরতি রসং নেক্ষুযষ্টিঃ সমগ্রম্ ॥ ২৩৯ ॥

কৃশাঙ্গী কোমলা বালা সহিবে কেমনে,
ইহা ভাবি ভয় কিছু না পাইও মনে ;
কে কোথা দেখেছে বল ? কমল-কেশর,
ভাঙ্গিয়া পড়েছে পেয়ে ভ্রমরের ভর ;
অতএব এ বালাকে পাইলে নির্জ্জনে,
যত শক্তি নিষ্পীড়িত কর আলিঙ্গনে ;
অল্প চাপে ইক্ষুদণ্ড করিলে মর্দ্দন,
সব টুকু রস তার হয় কি ক্ষরণ ? । ২৩৯ ।

---

(১) 'সহস্রনেত্রের আশ্রয়'—(সুমেরুর পক্ষে) সহস্রনেত্রের অর্থাৎ ইন্দ্রের আশ্রয় অর্থাৎ বাসস্থান। ইন্দ্রের একটি নাম সহস্রনেত্র। (স্তনের পক্ষে) 'সহস্র নেত্রের' অর্থাৎ হাজার চক্ষুর আশ্রয়, অর্থাৎ যাহা দুই চক্ষে দেখিয়া সাধ মিটে না, হাজার হাজার চক্ষে দেখিতে ইচ্ছা হয়।

স্ফুরতু বিতনু বাঢ়ং বুক যাতনাবহং
প্রণয়িনি যদি কোপং কিঞ্চিদে কিং করোষি
যদি খলু ভবদন্যাং চেতসা চিন্তয়ামি
তদিহ ভুজগদষ্টং মাযুবীনং সুনামি ॥ ২৪০ ॥

কথা কহ ও সুন্দরি ! ধরি তব পায়,
প্রেমাধীন দাস তব জানিও আমায় ;
তব মুখ-শশী ছুঁয়ে বলিবারে পারি,
তোমা বিনা কভু যদি ভাবি অন্য নারী। ২৪০।

শ্রীকৃষ্ণ শীঘ্র আসিবেন বলিয়া মথুরায় গেলেন, কিন্তু আর আসিলেন না, রাধাকে একেবারেই ভুলিয়া রহিলেন, তাই শ্রীরাধা সখীকে বলিতেছেন ;—

যদেকগুণশালিনো মদনুগো মনোবল্লভঃ
মদেকমুখলোকনঃ পুরি মদুল মালিঙ্গিতম্ ।
স্ব মামপি নিরাগসং স্মরতি নৈব মন্মাবতঃ
ন বেদ্মি মথুরাপুরে কুলটয়া কয়া কিং কৃতম্ ॥ ২৪১ ॥

সখি ! সে আমারি গুণ সদাই গাহিত,
সে যে মোর পাছে পাছে সদাই ধাইত ;
মোরেই খুঁজিত সদা, নিস্পন্দ হইয়া—
সে যে মোর মুখপানে থাকিত চাহিয়া ;
বিনা অপরাধে মোরে করিল বর্জ্জন,
মান করিলেও আর না করে স্মরণ ;
হায় রে ! মথুরাপুরে কোন্ দুষ্ট নারী,
কি গুণ করিল তারে বুঝিবারে নারি। ২৪১।

রামের বনগমনকালে কৌশল্যার উক্তি ;—

রেণুকাতনয় [illegible]

কোহি বেদ [illegible] ॥ ২৪২ ॥

রেণুকা পুত্রের নাম রেখেছিল রাম, (১)
আমিও রাখিনু তব সে মধুর নাম ;
কে জানিত তুমি বৎসে। তাহারি মতন,
পিতার আজ্ঞায় মার বধিবে জীবন (২)। ২৪২ ॥

যস্য ন সবিধে দয়িতা দবদহনস্তুহিনদীধিতিস্তস্য।
যস্য চ সবিধে দয়িতা দবদহনস্তুহিনদীধিতিস্তস্য ॥ ২৪৩ ॥

প্রিয়তমা-সহবাসে বঞ্চিত যে জন,
সুধাংশুও তার কাছে দাবাগ্নি যেমন ;
প্রিয়তমা-সহবাস লভে যেই জন,
দাবাগ্নিও তার কাছে সুধাংশু যেমন। ২৪৩ ॥

ভগবানের নিকট ভক্তের প্রার্থনা ;—

বিচিন্ত্যানি বিচেয়ানি বিচার্য্যাণি পুনঃ পুনঃ।
কৃপণস্য ধনানীব ত্বন্নামানি ভবন্তু মে ॥ ২৪৪ ॥

সযতনে সঙ্গোপনে কৃপণ যেমন,
বার বার গণে গাঁথে আপনার ধন ;
তাই করে তোলা পাড়া তাই নাড়াচাড়া,
আর কিছু নাহি জানে সেই ধন ছাড়া ;

---

(১) 'রেণুকা'—জমদগ্নি মুনির পত্নী, পরশুরামের মাতা ; তাঁহার পুত্রের নাম রাম। রেণুকাপুত্র রাম, মহাদেবের নিকট দিব্য পরশু অর্থাৎ কুঠার পাইয়া 'পরশুরাম' বলিয়া খ্যাত।

(২) পরশুরাম যেমন পিতার আজ্ঞায় মাতার শিরশ্ছেদন করিয়া মাতৃহত্যা করিয়াছিলেন, রামও তেমনি পিতার আজ্ঞায় বনগমন করায় মাতা কৌশল্যার মনে মরণাধিক কষ্ট দিয়াছিলেন।

তেমনি তোমারি নাম রহুক আমার,
ইষ্টমন্ত্র জপমালা ধ্যান জ্ঞান সার। ২৪৪।

ধন্যানাং গিরিকন্দরেষু বসতাং জ্যোতিঃ পরং ধ্যায়তাম্
আনন্দাশ্রুকণান্ পিবন্তি শকুনা নিঃশঙ্কমঙ্কেশয়াঃ।
অস্মাকং তু মনোরথোপরচিতপ্রাসাদবাপীতট-
ক্রীড়াকাননকেলিকৌতুকজুষামায়ুঃ পরং ক্ষীয়তে ॥ ২৪৫ ॥

ধন্য তারা গিরিগুহা যাদের আশ্রয়,
পরমব্রহ্মের ধ্যানে যারা মগ্ন রয়,
যাদের প্রেমাশ্রুকণা পক্ষীরা আসিয়া,
নিঃশঙ্কে করিছে পান অঙ্কেতে বসিয়া;
হায় মোরা কি অভাগ্য! ছাড়িয়া সে পথ,
মনে মনে গড়িতেছি কত মনোরথ;
আমোদ কৌতুক কত, বিলাস-ভবন,
উদ্যান, দীর্ঘিকা, মঞ্জু নিকুঞ্জকানন,
এ সব অলীক বস্তু কল্পনা করিয়া,
বিফলে মোদের আয়ু যাইছে চলিয়া। ২৪৫।

রথ্যান্তশ্চরতস্তথা ধৃতজরৎকন্থালবস্যাধ্বগৈঃ
সত্রাসং চ সকৌতুকং চ সদয়ং দৃষ্টস্য তৈর্নাগরৈঃ।
নির্ব্যাজীকৃতচিৎসুধারসমুদা নিদ্রায়মাণস্য মে
নিঃশঙ্কঃ করটঃ কদা করপুটীভিক্ষাং বিলুণ্ঠিষ্যতি ॥ ২৪৬ ॥

জীর্ণ শীর্ণ ছিন্ন কন্থা অঙ্গে জড়াইয়া,
পথে পথে কবে আমি বেড়াব ঘুরিয়া;

কেহ মোরে দেখিয়া করিবে উপহাস,
কেহ বা করিবে দয়া কেহ পাবে ত্রাস;
চিদানন্দসুধাপানে বিভোর হইয়া,
চলিতে চলিতে পথে পড়িব ঢলিয়া,
নিঃশঙ্কে বায়সে মোর শরীরে বসিয়া,
ভিক্ষা-অন্ন মুখ হ'তে খাইবে লুটিয়া। ২২।

কেশাঃ কাশস্তবকবিকাসঃ কায়ঃ প্রকটিতকরভবিলাসঃ।
চক্ষুর্দগ্ধবরাটককল্পং ত্যজতি ন চেতঃ কামমনল্পম্। ২৩।

মাংস লোল তাল গোল হইয়াছে কায়,
কাশপুষ্পসম কেশ হইল মাথায়;
পোড়া কড়ি সম দুটী হইল নয়ন,
তথাপি প্রবল কাম নাহি ছাড়ে মন। ২৪

কথিত আছে, একদা এক সন্ন্যাসী একটী আশ্চর্য্য শ্রীফল আনিয়া রাজা ভর্ত্তৃহরিকে দিয়াছিলেন। সেই ফল ভক্ষণ করিলে মনুষ্যের রূপযৌবন অক্ষত থাকে। রাজা আপনা অপেক্ষাও মহিষীকে অধিক ভালবাসিতেন, এজন্য উহা স্বয়ং ভক্ষণ না করিয়া মহিষীকে খাইতে দিলেন। মহিষীও অপর পুরুষে অনুরাগিণী ছিলেন, এজন্য নিজে না খাইয়া উহা তাহাকেই দিলেন। সে ব্যক্তিও অপর নারীতে আসক্ত, এজন্য সে নিজে না খাইয়া উহা তাহাকেই দিল। সেই নারীও মনে মনে রাজাকেই ভাল বাসিত, এজন্য সে স্বয়ং না খাইয়া ঐ ফল রাজাকে আনিয়া উপহার দিল। রাজা ঐ ফল পুনঃ প্রাপ্ত হইয়া অনুসন্ধানে সমস্ত জানিতে পারিয়া এইরূপ আক্ষেপ করিয়াছিলেন;—

যাং চিন্তয়ামি সততং ময়ি সা বিরক্তা
সা চাপ্যন্যমিচ্ছতি জনং স জনোঽন্যসক্তঃ।
অস্মৎকৃতেঽপি পরিতুষ্যতি কাচিদন্যা
ধিক্ তাং চ তং চ মদনং চ ইমাং চ মাং চ ॥ ২৪৮ ॥

আমি যারে ভালবাসি অন্যেরে সে চায়,
অন্যেও অন্যেরে ভাবে না ভাবে তাহায় ;
আমি যারে নাহি ভাবি সে ভাবে আমায়,
পিরীতির এই রীতি কি বলিব হায় !
যে যাহারে ভালবাসে ধিক্ সে সবারে,
ধিক্ মোরে ধিক্ সেই মদনরাজারে। ২৪৮।

রত্নাবলী মনে মনে বৎসরাজের প্রতি অনুরাগিণী হইয়া সখীকে বলিতেছেন ;—

দুর্লভজনানুরাগো লজ্জা গুর্ব্বী পরবশ আত্মা।
প্রিয়সখি ! বিষমং প্রেম মরণং শরণং কেবলমেকম্ ॥ ২৪৯ ॥

দুর্লভ জনেতে মন অনুরাগী মোর,
নিজ আত্মা পরাধীন তাহে লজ্জা ঘোর ;
সখি রে ! জগতে পোড়া পিরীতি এমন !
মরণ শরণ মোর মরণ শরণ। ২৪৯।

রাজা দশরথ চারিপুত্রের বিবাহ দিয়া বরবধূ লইয়া মিথিলা হইতে অযোধ্যায় আসিতেছেন, এমন সময় ক্ষত্রিয়সংহারী পরশুরাম রামকে বধ করিবার জন্য পথে উপস্থিত হইলেন। রাম (পরশুরাম) আসিয়াছেন, শুনিয়া দশরথ ভয়ে অবসন্ন হইলেন। তাঁহার পুত্রের নামও রাম, আবার সেই ভীষণশত্রু পরশুরামের নামও রাম ;—

রাম রাম ইতি তুল্যনাম্নোর্ব্বর্ত্তমানমহিতেঽপি চ বাক্যে ।
জন্যবন্ধ্য ভবত্যপি চাভবৎ রত্নজাতমিব হারফণীন্দ্রোঃ ॥ ২৫০ ॥

'রাম'-এই নাম তাঁর পুত্রের যেমন,
'রাম'-এই নাম তাঁর শত্রুর তেমন ;
একই সে 'রাম'-নাম জ্ঞান হৈল তাঁর,
ফণীর মাথার মণি আর মণি-হার । ২৫০ ।

সখীর প্রতি রাধিকার উক্তি ;—

ন কালিন্দীনীরং ন চ নবঘনং নাপি নলিনম্
বয়স্যাং শ্যামাভাং পিকমধুকরৌ গঞ্জনভিয়া ।
দৃশোরগ্রেঽকুর্ব্বম্ তদপি সখি মর্ম্মাশাবিরতম্
ননান্দুর্দৃগ্ভঙ্গী শিব শিব ভুজঙ্গী দহতি মাম্ ॥ ২৫১ ॥

ননদীর বিষময় বিষম গঞ্জনে,
কালিন্দীর কাল জল হেরিনে নয়নে ;
গগনে শ্যামল মেঘ না নিরখি সখি !
সরসীর নীলপদ্মে নাহি মেলি আঁখি ;
শ্যামাঙ্গী সঙ্গিনী পানে ফিরে নাহি চাই,
কোকিল ভ্রমরা হেরি দূরেতে পলাই ;
হায় ! তবু দিবানিশি ভুজঙ্গীর প্রায়,
ননদীর নেত্রভঙ্গী মরম জ্বালায় । ২৫১ ।

মেঘের প্রতি সরোবরের উক্তি ;—

নিপস্তং শিশিরেণ বীরুৎসদৈর্নির্ম্মীণনিকুঞ্জকং
ব্যাধৈর্ম্মির্বিহগং নিরস্তু রথিনা নির্মালকং দন্তিভিঃ ।
নিঃশঙ্কমকারি শূকরগণৈর্নাবৈকমাত্রং সরো
হে জীমূত পরোপকারক পয়োধারাভির্মাং পূরয় ॥ ২৫২ ॥

শিশিরে কমলকুল নির্ম্মূল করিল,
মৎস্য কূর্ম্ম ছিল যত ধীবরে হরিল;
জলচর পক্ষী মোর ব্যাধে বিনাশিল,
জলটুকু ছিল যাহা তপনে শুষিল;
শূকরে শম্বূক সব করিল নিঃশেষ,
হস্তিগণে মৃণালের না রাখিল লেশ;
সকলি গিয়াছে হায়! যা ছিল আমার,
'সরোবর' নামমাত্র হইয়াছে সার;
ওহে বারিধর! তুমি অমৃত-আধার,
শূন্য দেহে কর মোর জীবন সঞ্চার (১)। ২৫২।

মেঘের প্রতি চাতকের উক্তি;—

অষ্টৌ মাসান্ জলধর ভবোৎকণ্ঠয়া শুষ্ককণ্ঠঃ
সারঙ্গোঽয়ং যুগশতমিব ব্যানিনায়াতিকৃচ্ছ্রম্।
দূরে তাবৎ সলিলকণিকাপাতসম্ভাবনাস্তাম্
বর্ষারম্ভপ্রথমদিবসে দারুণো বজ্রপাতঃ ॥ ২৫৩ ॥

হে বারিদ! পিপাসায় চাতকের প্রাণ যায়,
আট মাস গেল তার শত যুগ প্রায়,
একবিন্দু বারি-আশে ধাইল সে ঊর্দ্ধশ্বাসে
বহুকাল পরে আজি হেরিয়া তোমায়;
অমৃত ভাবিল যায় গরল উঠিল তায়
বর্ষার প্রথম দিনে একি সর্ব্বনাশ!

---

(১) 'জীবন-সঞ্চার'—জীবনশব্দে জল ও প্রাণ বুঝায়।

দূরে থাক্ বিন্দুপাত করিলে হে বজ্রাঘাত
কড় কড় ঘোর নাদে কাটিল আকাশ। ২৫৩।

শিবাং রুষ্টাং দৃষ্ট্বা স্বয়মপতিতা মূর্দ্ধনিহিতা
পরিত্যক্তা গঙ্গা স্বচরণযুগলা স্থিরমনসা।
অনেকৈঃ পাপিভিঃ প্রণয়পতিতৈঃ বাহুযুগলা
গঙ্গায়াতি ক্ষৌণীং ত্রিভুবনজনত্রাণসলিলা। ২৫৪॥

গঙ্গারে রাখিলা শিব মাথায় করিয়া,
পার্ব্বতীর রোষানল উঠিল জ্বলিয়া;
তুষিতে সতীর মন দেব দিগম্বর,
গঙ্গারে মস্তক হ'তে ফেলিলা সত্বর;
শিবের উপরে কোপ হইল গঙ্গার,
অনন্ত তরঙ্গ-বাহু করিলা বিস্তার;
ক্রোধে মাতা প্রতিজ্ঞা করিলা মনে মনে,
শিবের শিবত্ব আমি দিব পাপিগণে;
তাই মাতা মহাবেগে আইলা ধরায়,
যে যায় তাঁহার পাশে শিবত্ব সে পায়। ২৫৪।

কোনও বৃক্ষের প্রতি উক্তি;—

ছায়াভিঃ প্রথমং ততশ্চ কুসুমৈঃ পশ্চাৎ ফলৈঃ বায়ুভিঃ
প্রীণাত্যেষ তরুঃ সমস্তপথিকান্বিত্যাশ্রিতোঽয়ং ময়া।
কো জানাতি যদস্য কোটরগতঃ প্রত্যগ্রহালাহল-
জ্বালাজালকরালকালবদনঃ কৃষ্ণঃ ফণী বর্ত্ততে। ২৫৫॥

তাপিত পথিক আসি বসিলে হেথায়,
তাপ দূর করে অগ্রে শীতল ছায়ায়;

কুসুম-মৃণালে তারে করে পুলকিত,
পশ্চাৎ মধুর ফলে করে তিরপিত ;
ইহা ভাবি এই বৃক্ষ সেবিনু যতনে,
কোটরে যে কালসর্প জানিব কেমনে। ২৫৫।

গঙ্গার প্রতি উক্তি ।—

সুরধুনি মুনিকন্যে তারয়েঃ পুণ্যবন্তং
স তরতি নিজপুণ্যৈস্তত্র কিং তে মহত্ত্বম্।
যদি চ গতিবিহীনং তারয়েঃ পাপিনং মাং
তদিহ তব মহত্ত্বং তন্মহত্ত্বং মহত্ত্বম্ ॥ ২৫৬ ॥

পুণ্যবান্ নিজ পুণ্যে তরিবারে পারে,
কি মহত্ত্ব আছে বল। তরাইলে তারে ?
গতিহীন এ পাপীরে করিলে উদ্ধার,
ও মা গঙ্গে ! তবে জানি মহত্ত্ব তোমার। ২৫৬।

কেতকে পতিতো ভৃঙ্গো ধূলিগর্ভে সকণ্টকে।
যদক্ষতবপুর্যাতি তদেব প্রচুরং মধু ॥ ২৫৭ ॥

ধুলায় কাঁটায় ভরা কেতকীর ফুল,
তাতেই পড়েছ ভৃঙ্গ। একি তব ভুল ;
তুমি যে এসেছ ফিরে লইয়া পরাণ,
ইহাই যথেষ্ট মধু কর তুমি জ্ঞান। ২৫৭।

গন্ধাঢ্যাসৌ ভুবনবিদিতা কেতকী স্বর্ণবর্ণা
পদ্মভ্রান্ত্যা ক্ষুধিতমধুপঃ পুষ্পমধ্যে পপাত।
অন্ধীভূতঃ কুসুমরজসা কণ্টকৈশ্ছিন্নপক্ষঃ
স্থাতুং গন্তুং দ্বয়মপি সখে! নৈব শক্তো দ্বিরেফঃ ॥ ২৫৮ ॥

বিস্তার করিয়া গন্ধ ভুবনমোহন,
ফুটেছে কেতকী ফুল সোনার বরণ ;
পদ্ম ভেবে মধুলোভে লোভী মধুকর,
যাইয়া পড়িল গিয়া তাহার ভিতর ;
ছিন্ন ভিন্ন হৈল পাখা ফুলের কাঁটায়,
ধূলায় হইল অন্ধ দেখিতে না পায় ;
নড়িতে চড়িতে শক্তি না রহিল আর,
লোভে পাপ পাপে মৃত্যু ঘটিল তাহার। ২৫৮।

কীরাঃ পক্কফলাশয়া মধুলিহঃ সৌরভ্যভারাশয়া
হংসাঃ পদ্মবনাশয়া বলিভুজো গৃধ্রাশ্চ মাংসাশয়া।
দূরাদূর্দ্ধিতকায়কাণ্ড বিভবাং নিঃসারমিত্যোষতে
রে রে শাল্মলিপাদপ প্রতিদিনং কে ন ত্বয়া বঞ্চিতাঃ॥ ২৫৯॥

বড় বড় রাঙা রাঙা শিমুলের ফুল,
হেরিয়া সবাই লোভে হইল আকুল ;
পাকা ফল মনে করি ধাইল বিহঙ্গ,
গন্ধ আর মধুলোভে ধায় যত ভৃঙ্গ ;
রক্তপদ্ম ভাবি' তার খাইতে মৃণাল,
পালে পালে চলিয়াছে যতেক মরাল ;
রাঙা রাঙা মাংসখণ্ড খাইবার আশে,
কাক চিল শকুনিরা ধায় ঊর্দ্ধশ্বাসে ;
ওরে ও শিমুল ! তুমি বড়ই অসার,
বৃথাই ঊর্দ্ধেতে দেহ করেছ বিস্তার ;

দূরে থেকে আমোদিত সবারে দেখাও,
এরূপে প্রতাপ তুমি কারে না দেখাও? । ২৫৯ ।

পায়ে নূপুর থাকিলে পাছে নূপুরের শব্দ শুনিয়া কেহ জাগিতে পারে, এই ভয়ে শ্রীকৃষ্ণ পায়ের নূপুর গুলি খুলিতেছিলেন, শ্রীরাধা নূপুর খুলিতে নিষেধ করিয়া কহিলেন ;—

অমী পুরস্থাঃ সকলাঃ সুবিনিদ্রিতাঃ ন নূপুরং মুঞ্চ মুখেন পাদ্যাদি।
ত্যজেদপি শ্রীপতিরঙ্ঘ্রিলগ্নিতং হরে ভবাদৃশাতিরিয়ং ভবিষ্যতি ॥২৬০॥

খুলো না নূপুর হরি! করিহে। বারণ,
কে শুনিতে পাবে? সবে ঘুমে অচেতন;
জড়াইয়া ধরে যেই ও রাঙা চরণ,
শ্রীপতি! তাহারে তুমি করিলে বর্জ্জন,
দয়াময়-নামে তব এ কলঙ্ক রবে,
যতদিন চন্দ্র সূর্য্য রবে এই ভবে। ২৬০ ।

আম্রবৃক্ষের প্রতি ;—

সৌরভ্যগর্ভমকরন্দকরম্বিতানি
পঙ্কেরুহাণ্যপি বিহায় সমাগতবান্।
সংসারসার সহকার তথা বিধেয়ম্
যেনোপহাসবিষয়ো ন ভবেদ্দ্বিরেফঃ॥ ২৬১ ॥

সুবাসিত মধুরসে করে চল চল,
তব তরে ছাড়িয়াছে সে হেন কমল;
দূরে থেকে পেয়ে তব দিব্য পরিমল,
আসিয়াছে মধুলোভে হইয়া পাগল;

সংসারের সার তুমি ওহে সহকার।
কর এ ভৃঙ্গের প্রতি হেন ব্যবহার,
যাহাতে ইহার আশা হয় হে পূরণ,
যাহাতে এ নাহি হয় হাস্যের ভাজন। ২৬১।

কামিনীর কুচযুগের বিষয় ;—

কুচাবস্যাঃ কামং করিকরভকুম্ভাবিতি পরে
বদন্ত্যন্যে বক্ষঃসরসি কমলে হাটকঘটৌ।
অসৌ মে সিদ্ধান্তঃ স্ফুরতি মদনেন ত্রিজগতীং
বিনির্জিত্য ন্যুব্জীকৃতমিব নিজং দুন্দুভিযুগম্ ॥ ২৬২ ॥

কামিনীর কমনীয় কুচদ্বয়কে কোনও কবি করিকুম্ভ বলিয়া থাকেন ; কেহ বলেন,—কামিনীর বক্ষঃ-সরোবরে ও দুটি স্বর্ণপদ্ম ভাসিতেছে ; কেহ বা বলেন,—ও দুটি সুবর্ণকলস। কিন্তু আমি ভাবিয়া চিন্তিয়া এই সিদ্ধান্ত করিয়াছি যে, ও দুটি করিকুম্ভও নহে, স্বর্ণপদ্মও নহে, সুবর্ণকলসও নহে ; মদনরাজা ত্রিভুবন জয় করিয়া নিজের জয়ঢাক দুটি ঐ স্থানে উবুড় করিয়া রাখিয়াছেন। ২৬২।

প্রিয়তমার নিকট কোনও প্রণয়ী গ্রীষ্মকাল বর্ণনা করিতেছেন ;—

দীর্ঘাতাপযুতা যথা বিরহিণীশ্বাসাস্তথা বাসরাঃ
যামিন্যশ্চপলা যথা খলবধূপ্রীতিঃ সরোষা প্রিয়ে।
ছায়া বাহ্যতমা নবোঢ়বনিতাবাণীব ভূমীরুহাং
নিষ্পন্দাঃ স্থিতিমাপুর্ যথা মিলিতয়োর্ দোর্মিলো দূতিকঃ ॥ ২৬৩ ॥

প্রিয়তমে ! পতিবিরহিণী রমণীর নিশ্বাস যেমন সুদীর্ঘ ও উত্তপ্ত, এই গ্রীষ্মকালের দিবাভাগও তেমনি সুদীর্ঘ ও

উত্তপ্ত ; পতির প্রতি কুলবধূর রোষদৃষ্টি যেমন অধিকক্ষণ থাকে না, এ সময় রাত্রিকালও তেমনি অধিকক্ষণ থাকে না ; নববধূর মুখচন্দ্রবিনির্গত অমৃতময়ী বাণী যেমন পতির বাঞ্ছনীয়, সুশীতল ছায়াও তেমনি সকলের বাঞ্ছনীয় ; সুদীর্ঘ বিরহের পর প্রেমিক দম্পতী পরস্পরকে দর্শন করিয়া যেমন নিস্পন্দভাবে দাঁড়াইয়া থাকে, চক্ষের পাতাটিও নড়ে না, তরুলতাগুলিও তেমনি নিস্পন্দ হইয়া আছে, পাতাটিও নড়িতেছে না। ২৬৩।

জানীয়াদ্ গুণিনাং গুণং গুণিজনো মূর্খোঽপি তং বেত্তি কিং
দূরারণ্যনিকেতনোঽপি মধুপো বাঞ্ছামুদা পঙ্কজম্।
যস্মাদ্বেত্তি তদন্তরালমধুনঃ সন্ধানবার্ত্তাং সদা
ভেকস্তন্নিকটস্থিতোঽপি নিয়তং স্বাদত্যহো কর্দ্দমম্ ॥ ২৬৪ ॥

গুণী ব্যক্তিই গুণীর গুণ জানিতে পারে, মূর্খে তাহা কি জানিবে ? মধুকর সুদূর অরণ্যে থাকিয়াও সরোবরস্থ পদ্ম-মধুর সন্ধান পায়, এবং সানন্দে গিয়া সেই মধু পান করে, কিন্তু ভেক সেই সরোবরে থাকিয়াও নিয়ত কেবল কাদাজলই পান করে। ২৬৪।

যাহারা বালিকা পত্নীর সহবাসের জন্য লালায়িত, কবি তাঁহাদিগকে লক্ষ্য করিয়া বলিতেছেন ;—

অন্যাসু তাবদুপমর্দসহাসু ভৃঙ্গ।
লোলং বিনোদয় মনঃ সুমনোলতাসু।
মুগ্ধামজাতরজসং কলিকামকালে
ব্যর্থং কদর্থয়সি কিং নবমল্লিকায়াঃ ॥ ২৬৫ ॥

যে সহিতে পারে তব মর্দ্দনপীড়ন,
হেন পুষ্পলতিকায় কর হে! গমন;
উন্মত্ত বিকল মনে যত আকিঞ্চন,
স্বচ্ছন্দে পূরাও তথা কে করে বারণ;
রজ না হয়েছে ইথে, নিতান্ত বালিকা, (১)
নবমল্লিকার এটি কোমলা কলিকা;
ওহে মধুকর! ইথে না মিলিবে মধু,
অকালে দলিলে এটী নষ্ট হবে শুধু। ২৬৫।

কামিনীকায়কান্তারে কুচপর্ব্বতদুর্গমে।
মা সঞ্চর মনঃপান্থ তত্রাস্তে স্মরতস্করঃ॥ ২৬৬॥

কামিনীর দেহরূপ বিষম-কানন,
রে মন! সেখানে কভু কোরো না গমন;
গেলে তথা কুচ-গিরি-সঙ্কটে ঠেকিবে,
মদন-দস্যুর হতে জীবন যাইবে। ২৬৬।

অসারে খলু সংসারে সারং কান্তাকুচদ্বয়ম্।
যদ্বিচ্ছেদভয়াৎ শম্ভুরর্দ্ধনারীশ্বরোঽভবৎ॥ ২৬৭॥

অসার সংসারে সেই কান্তা-কুচদ্বয়,
একমাত্র সার বস্তু জানিবে নিশ্চয়;
যাহার বিচ্ছেদভয়ে আপনি শঙ্কর,
অর্দ্ধনারীশ্বররূপে আছে নিরন্তর। ২৬৭।

---

(১) 'রজ'—পরাগ অর্থাৎ ফুলের ভিতরে ধূলার ন্যায় কোমল পদার্থ; (বালিকার পক্ষে) 'রজ' অর্থাৎ ঋতু।

কাকের বাসায় কোকিলের ছানা প্রতিপালিত হয়, কিন্তু পাখা উঠিলেই পলাইয়া যায়, আর কাকের বাসায় ফিরেও যায় না; তাই কবি বলিতেছেন ;—

অয়ি বনপ্রিয় কিমুতএব কিং বলিভৃতো বিশদো ভবতাধুনা।
স্বজনতা হি সুহৃদিতি বিস্মৃতা ন পততশ্চরণৌ ধরণৌ তব॥ ২৬৮॥

কাকের বাসায় তুমি উচ্ছিষ্ট খাইয়া,
বড় হইয়াছ তা কি গিয়াছ ভুলিয়া;
'কুহু'-এই দু অক্ষর শিখিয়া তোমার,
কোকিল! মাটিতে পা যে নাহি পড়ে আর।২৬৮।

অনেকেই এইরূপ পরের বাসায় উচ্ছিষ্ট খাইয়া মানুষ হয়েন বটে, কিন্তু দু অক্ষর শিখিয়া একটু পায়া ভারি হইলে আর অহঙ্কারে মাটিতে পা পড়ে না।

নীচঃ শ্লাঘ্যপদং প্রাপ্য স্বামিনং হন্তুমিচ্ছতি।
মূষিকো ব্যাঘ্রতাং প্রাপ্য মুনিং হন্তুং গতো যথা॥ ২৬৯॥

যাহার প্রসাদে নীচ উচ্চ পদ পায়,
শেষে তারি নাশ যোগ করিবারে যায়;
মূষিক হইল ব্যাঘ্র মুনির কৃপায়,
শেষে সে মুনিকে দেখ! বধিবারে যায়।২৬৯।

এই বিষয়ে হিতোপদেশে এই গল্প আছে। কোনও বনে এক মুনি বাস করেন। তিনি একদিন আশ্রমের নিকট দেখিলেন,—একটী মূষিকের ছানা কাকের মুখ হইতে পতিত হইল। সেটিকে মৃতপ্রায় দেখিয়া মুনি দয়া করিয়া পরম যত্নে তাহাকে প্রতিপালন করিতে লাগিলেন। একদিন দেখিলেন,—একটা বিড়াল সেই মূষিককে খাইতে যাইতেছে। মুনি বিড়ালের মুখ হইতে তাহাকে রক্ষা করিবার জন্য যোগবলে মূষিককে বিড়াল করিলেন। সেই মূষিক বিড়াল হইয়া আবার কুকুরের ভয়ে সর্বদাই

ভয়ব্যস্ত হইল। মুনিও তাহাকে কুকুর করিলেন, কিন্তু দেখিলেন ঐ কুকুর আবার ব্যাঘ্রের ভয়ে সর্ব্বদাই ব্যতিব্যস্ত; তখন মুনি সেটীকে ব্যাঘ্র করিলেন। মুনি কিন্তু সেটীকে সেই মূষিক বলিয়াই জ্ঞান করিতেন। আশ্রমের লোকেরা বলাবলি করিত যে,—মুনির কৃপায় সেই মূষিক ব্যাঘ্র হইয়াছে। তাহা শুনিয়া সেই ব্যাঘ্রের মনে বড়ই কষ্ট বোধ হইল, ভাবিল, যতদিন এই বেটা মুনি জীবিত থাকিবে, আমার এ লজ্জাকর পূর্ব্ববৃত্তান্ত কিছুতেই চাপা পড়িবে না। ইহা ভাবিয়া সে সেই মুনিকেই বধ করিতে উদ্যত হইল। তখন মুনি কহিলেন,—"পুনর্মূষিকো ভব" তুই পুনরায় মূষিক হ। সেই ব্যাঘ্রও পূর্ব্ব অবস্থা প্রাপ্ত হইয়া চৈতন্য লাভ করিল।

মানুষের সর্ব্বাপেক্ষা ক্ষতি কিসে হয়, সে বিষয়ে একজন বলিয়াছেন;—

আয়ুষঃ ক্ষণ একোঽপি ন লভ্যঃ স্বর্ণকোটিভিঃ।
স চেন্নিরর্থকং নীতঃ কা নু হানিস্ততোঽধিকা॥ ২৭০

ক্ষণমাত্র পরমায়ু যাইলে চলিয়া,
কোটি কোটি স্বর্ণ দিলে না পাবে ফিরিয়া,
সে অমূল্য পরমায়ু বৃথা যদি যায়,
তার চেয়ে ক্ষতি আর কি আছে ধরায়? (১)।২৭০।

মিষ্টকথার বিষয়;—

একতঃ সকলা নীতিরেকতো মধুরং বচঃ।
মধুরং বচনং যস্য তেন ক্রীতমিদং জগৎ॥ ২৭১॥

একদিকে সব নীতি করহ স্থাপন,
অন্যদিকে রাখ শুধু সুমিষ্ট বচন;

---

(১) ইংরাজীতে ইহার অনুরূপ শ্লোক আছে, যথা,—

"Let not thy winged days be spent in vain,
When gone no gold can bring them back again."

সুমিষ্ট বচন যেই করে অধিকার,
সে পারে জিনিতে এই জগৎ সংসার ?। ২৭০।

কলায়ের বিষয় ;—

* যথাসং অন্যে যে বাকার্যা শরীরে ধরাং কুরু।
যথাসং দুর্লভং লোকে শরীরং ন পুনঃ পুনঃ। ২৭১।

ভাই রে! কলায় তুমি যখনি পাইবে,
পেট ফেটে মরে যাও তথাপি খাইবে;
মরিলে জনম লাভ হবে বার বার,
কিন্তু বার বার কোথা পাইবে কলায় ?। ২৭২।

বুড়া হইলে ঠিক বানরের মত চেহারা হয়, তাই এক বুড়া বলিতেছেন ;—

রামচন্দ্র তব যাদৃশী দয়া বানরেষু ন নরেষু তাদৃশী।
বার্দ্ধকেন যদি বানরীকৃতে না কৃপা কিমধুনা ন বাহতে ॥ ২৭৩ ॥

রামচন্দ্র! যত দয়া কর হে বানরে,
তত দয়া প্রভু! তুমি নাহি কর নরে;
বুড়া হোয়ে হৈল মোর বানর-আকৃতি,
তবু কেন দয়া নাহি কর মোর প্রতি। ২৭৩।

অগস্ত্য মুনি এক চুমুকেই সমুদ্রপান করিয়াছিলেন, তাঁহার পত্নী লোপামুদ্রার সহিত যখন সীতা সাক্ষাৎ করিতে যান, তখন রাম সীতাকে বলিতেছেন ;—

* বৈদেহি পশ্য কলসোদ্ভবধর্ম্মপত্নীং
তস্য স্থিতা চ করযুগ্ম কৃতাঃ নমস্তাঃ।
যস্যেহপি যা বহ পয়োনিধিবদ্ধবার্তাং
সৈষা দুরেণ্ড্ মুকিতামুনিবেঃ কলত্রম্ ॥ ২৭৪ ॥

অগস্ত্য-পত্নীর সনে কথায় কথায়,
আর আর সব কথা বলিও তাঁহায় ;
আমি যে সমুদ্রে সেতু করেছি বন্ধন,
সে বড়াই তাঁর কাছে কোরো না কখন ;
তাঁর পতি চুমুকেই শুষেছিল যায়,
আমি তাহা বান্ধিয়াছি কি বড়াই তায় ? । ২৭৪ ।

গৃহের চারিদিকে আগুন লাগিয়াছে, গৃহমধ্যে পারিকপোতের ন্যায় পতি ও পত্নী ছিলেন, তখনও পলাইলে অন্ততঃ একজনও বাঁচিতে পারে ;—

ত্বমগ্রতঃ সরস কোমলাঙ্গি ভবেৎ জীবেশ্বর নিঃসরাগ্রে।
ইতি প্রবদতোরেবানি বাহ্নদোঙ্গে গৃহাহস্রাগ্যামিথুনং বিপন্নম্ ।। ২৭৫ ।।

পতি ।—প্রিয়তমে ! তুমি অগ্রে কর পলায়ন,
পত্নী ।—প্রাণেশ ! তুমিই অগ্রে কর হে গমন ;
বলিতে বলিতে গৃহ জ্বলিয়া উঠিল,
জড়াজড়ি দুটিতেই পুড়িয়া মরিল । ২৭৫ ।

যাহীতি প্রিয়পৃষ্টায়াঃ কামিন্যাঃ কণ্ঠসংস্থয়োঃ।
বচোজীবনয়োরাসীৎ পুরো নিঃসরণে রণঃ ।। ২৭৬ ।।

'আসি'-বোলে পতি যবে চাহিল বিদায়,
পতিপ্রাণা রমণীর হৈল মহাদায় ;
কথা আগে বাহিরিবে অথবা জীবন,
কথায় জীবনে তার বেঁধে গেল রণ । ২৭৬ ।

মেঘের প্রতি চাতক ;—

মিত্রং স্তনসি জীমূত বারিধারাং ন মুঞ্চসি।
আষাঢ়েনাথ সারঙ্গঃ কতি নেষ্যতি বাসরান্ ।। ২৭৭ ।।

হে মেঘ! মধুর ধ্বনি করিছ কেবল,
কিন্তু নাহি বরষিলে একবিন্দু জল;
তোমার সুধাবদবাক্যে বিশ্বাস করিয়া,
এ চাতক কতকাল থাকিবে বাঁচিয়া?। ২৭৭।

রামচন্দ্রের বাণে আহত হইয়া বালির উক্তি;—

মুক্তাফলায় করিণং হরিণং পলায়
সিংহং নিহন্তি দুর্বনিকৃশনহেতবায়।
কা নীতিরীতিরিযতী রঘুবংশবীর।
শাখামৃগে প্রহৃতি যৎ তব বাণবেগঃ। ২৭৮।

গজমুক্তা তরে লোকে হস্তী বধ করে,
সিংহ বধ করে বীর্য্য প্রকাশের তরে;
একি রীত বিপরীত ওহে রঘুপতি।
হানিলে যে বাণ বৃদ্ধ বানরের প্রতি। ২৭৮।

নিজগুণগরিমা সুখাকরঃ স্যাৎ বৃকসহমতা ভবেৎ তাদৃক্।
নিজকরকমলেন কামিনীনাং রুচকগুণাকন্দলনে কো বিনোদঃ॥২৭৯॥

নিজ গুণ নিজমুখে করিলে কীর্ত্তন,
তাহাতে কদাচ সুখ হয় না তেমন;
নিজ করে নিজ কুচ করিলে মর্দ্দন,
কিবা সুখ তাহে বল। ললে নারীগণ?। ২৭৯।

সখীর প্রতি বিরহিণীর উক্তি;—

স্বপ্নে সমাঙ্ক্ষি মা নাথং বন্যাক্তঃ সখি বোধিতঃ।
সদাহং তু গতে নাথে গতা নিদ্রাপি বৈরিণী॥ ২৮০॥

সে সব রমণী সখি ! বড় ভাগ্যবতী,
নিদ্রায় স্বপনে যারা হেরে প্রাণপতি ;
আমার সজনি ! কিন্তু কি অভাগ্য হায় !
নিদ্রাও তাঁহারি সঙ্গে লয়েছে বিদায় । ২৮০ ।

তয়া কবিতয়া কিংবা তয়া বনিতয়াঽথবা ।
পদবিন্যাসমাত্রেণ যয়া নাপহৃতং মনঃ ॥ ২৮১ ॥

কবিতা বা বনিতায় কিবা প্রয়োজন ?
পদের বিন্যাসমাত্রে যে না হরে মন (১) । ২৮১ ।

কবিতা বনিতা চৈব সুখদা স্বয়মাগতা ।
বলাদাকৃষ্যমাণা চেৎ সরসা বিরসায়তে ॥ ২৮২ ॥

আপনি সহজে যদি হয় উপনীতা,
তবেই সুখের হয় কবিতা বনিতা ;
এ দুটীরে জোরে যদি টেনে আনা হয়,
নিতান্ত নীরস তবে লাগিবে নিশ্চয় । ২৮২ ।

উদ্বেজয়তি দরিদ্রান্ পরমুদ্রাগণনঝনৎকারঃ ।
নিজপতিরতিমিলিতায়াঃ কঙ্কণঝনৎকার ইব জারম্ ॥ ২৮৩ ॥

ঝন ঝন করি' টাকা গণে অন্য জনে,
সে শব্দে দরিদ্র বড় ব্যথা পায় মনে ;
পতিসনে রতিকালে যেমতি রামার—
কঙ্কণ-ঝন্‌ঝনা শুনি ব্যথা পায় জার (২) । ২৮৩ ।

---

(১) 'পদের বিন্যাস মাত্রে'—(কবিতার পক্ষে) পদের অর্থাৎ শ্লোকের প্রত্যেক চরণের, 'বিন্যাসমাত্রে' অর্থাৎ রচনামাত্রে ; (নারীর পক্ষে) পা (ফেলিয়া) চলিবামাত্রেই ।

(২) 'জার'—উপপতি ।

তবু তার নামমাত্রে পলায় সবাই,
সে শুধু মুখের দোষে অন্ত দোষ নাই ;
মুখে যদি বিষদন্ত না রহিত তার,
সর্পের উপরে দ্বেষ হইত কাহার ? । ২৮৫ ।

মলয়ানিলের প্রতি বিরহিণীর উক্তি ;—

কলঙ্কী নিঃশঙ্কং পরিতপতু শীতদ্যুতিরসৌ
ভুজঙ্গব্যাসঙ্গী বমতু গরলং চন্দনতরুঃ।
স্বয়ং দগ্ধো দাহং জনয়তু মনোভূরকরুণো
জগৎপ্রাণ ! প্রাণানপহরসি কিং তে ব্যবসিতম্ ॥ ২৮৬ ॥

নিঃশঙ্কে শশাঙ্ক মোর দহিতেছে কায়,
নিজে সে কলঙ্কী তার কিবা নিন্দা তায় ?
চন্দন ভুজঙ্গসঙ্গে চিরকাল রয়,
কি দোষ তাহার সে যে হবে বিষময় ?
হরকোপে মদনের দগ্ধ হৈল কায়,
সে পোড়া পোড়াবে মোরে কি বলিব তায় ?
জগতের প্রাণ তুমি ওহে সমীরণ !
তুমি যে হরিছ প্রাণ একি আচরণ ? (১) । ২৮৬ ।

সখীর প্রতি কৃষ্ণবিরহিণী রাধিকার উক্তি ;—

সেয়ং নদী সখি তদেব কদম্বমূলং
সৈষা পুরাতনতরী মিলিতা বয়ং চ।
কিন্ত্বত্র কেলিচতুরঃ পরিহাসসাক্ষী
হাহা মনো দহতি নাস্তি স কর্ণধারঃ ॥ ২৮৭ ॥

---

(১) 'কলঙ্কী'—চন্দ্রে কলঙ্ক অর্থাৎ কাল দাগ আছে, তাই চন্দ্রকে কলঙ্কী বলে ; চন্দন-

সেই ত যমুনাকূলে কদম্বের তলে,
সেই ত আমরা সখি! মিলেছি সকলে;
সেই ত চাঁদের আলো, কোকিলের ধ্বনি,
সেই ত যমুনাজলে ভাসিছে তরণী;
কিন্তু সেই রসময় কোথা কর্ণধার?
হায় হায়! তাঁহা বিনা সকলি আঁধার। ২৮৭।

প্রবাসী পতির প্রতি বিরহিণীর উক্তি;—

ত্বং চাগমিষ্যসি ভবিষ্যতি সঙ্গমো নৌ
সম্পৎস্যতে চ মনসো মম সোঽভিলাষঃ।
বিদ্যুদ্বিলাসচপলা নবযৌবনশ্রীঃ
এষা গতা ন পুনরেষ্যতি জীবিতেশ॥ ২৮৮॥

তুমিও আসিবে ফিরে হইবে মিলন,
যা আছে মনের সাধ হইবে পূরণ;
এ নব যৌবন কিন্তু চপলার প্রায়,
গেলে আর প্রাণনাথ! না ফিরিবে হায়!। ২৮৮।

কাহারও বাহিরের সম্পদ দেখিয়া লোকে মনে করে বুঝি সে কত সুখী, কত হায়! তাহার ভিতরে যে কি? তাহা কেবল সেই জানে। একজন কবি শিবের ললাটস্থিত চন্দ্রকে লক্ষ্য করিয়া বলিতেছেন;—

আস্তে বিধুঃ পরমনির্বৃত এব যোঽসৌ
শম্ভোরিতি ত্রিজগতীজনচিত্তবৃত্তিঃ।
অন্তর্নিগূঢ়নয়নানলদাহদুঃখম্
জানাতি কঃ খলু তে বত শীতরশ্মেঃ॥ ২৮৯॥

---

[1] সুশীতল ও সুগন্ধ বলিয়া তাহার গায়ে সর্পেরা জড়াইয়া থাকে। 'সমীরণ'—বায়ু। মলয়বাতাস বিরহী ও বিরহিণীগণের গাত্রে আগুনের ন্যায় অসহ্য।

শিবের ললাটে চন্দ্র বড় সুখে রয়,
ত্রিভুবনে সকলের ইহাই প্রত্যয় ;
কিন্তু সে ললাটে অগ্নি লুকায়িত রয়, (১)
ভিতরে ভিতরে চন্দ্র তাহে দগ্ধ হয় ;
সে ঘোর দাহের জ্বালা তাহার অন্তরে,
চন্দ্রই জানিছে তাহা কি জানিবে পরে ? । ২৮৯ ।

ভদ্রলোকের সহস্র তিরস্কার সহ হয়, কিন্তু বাঁদরগুলার ঠাট্টা সহ হয় না। রাবণ অঙ্গদের তিরস্কার শুনিয়া বলিতেছেন ;—

বদতু বদতু রামো লক্ষ্মণো বা সহস্রং
পরভুজবলবিজ্ঞো নাস্তি দুঃখং ততো মে।
নহু বিটপবিনোদী মর্কটো মাং নিরীক্ষ্য
হসতি বদতি কিঞ্চিৎ তত্তু দুঃখং ন সহ্যম্ ॥ ২৯০ ॥

পর-বীর্য্য বুঝে সেই শ্রীরাম লক্ষ্মণ,
বলুক বলুক তারা শত কুবচন ;
তাহে দুঃখ নাই, কিন্তু বনের বানর—
শাখায় শাখায় যেই ভ্রমে নিরন্তর,
সে যে মোরে দেখে আজি দেয় টিটকারি,
মুখভঙ্গী করে হাসে, সহিতে না পারি। ২৯০ ।

যাহার যতই বিদ্যাবুদ্ধি বা বলবীর্য্য থাকুক না কেন, পক্ষ অর্থাৎ মুরুব্বির জোর না থাকিলে কল্যাণ হয় না।

---

(১) শিবের ললাটের চক্ষের ভিতর কালাগ্নি আছে।

[illegible]
কাকঃ [illegible]
সিংহো বলী দ্বিরদশূকর[illegible]
[illegible] ॥ ২৯১ ॥

অত্যুচ্চ পর্ব্বতশৃঙ্গে সুখে কল কলে,
দুর্ব্বল কাকেও তাহা লভে পক্ষবলে ;
মাতঙ্গবিজয়ী সিংহ স্বপক্ষ বিহনে, (১)
তরুতলে ফলাভাবে থাকে ক্ষুণ্ণ মনে। ২৯১।

সর্ব্বস্বহং বলিমধো নয়সি চ্ছলেন
প্রাণাধিকাং জনকজাং বিপিনে জহাসি।
উৎপাদ্য যাদবকুলং স্বয়মেব হংসি
কস্বাং স্তবীত যদি কালভয়ং তু ন স্যাৎ ॥ ২৯২ ॥

সর্ব্বস্ব করিল দান তব পদতলে,
সে বলি রাজারে তুমি দিলে রসাতলে ;
তোমা বই জানিত না জনকনন্দিনী,
বনবাস দিলে তারে কোরে অনাথিনী ;
তোমারি পালিত হরি! সেই যদুকুল,
তুমিই সমূলে তারে করিলে নির্ম্মূল ;
কি বলিব কালভয় যদি না থাকিত,
হরি হে! তোমার নাম কে তবে লইত ?। ২৯২।

---

(১) 'পক্ষবলে'—পাখার জোরে ; বন্ধুদের পক্ষে, 'পক্ষবলে'—পক্ষ অর্থাৎ সহায়, তাহার জোরে। 'স্বপক্ষ'—নিজের পাখা, এবং 'স্বপক্ষ'—অর্থাৎ নিজের সহায়।

লক্ষ্মণের শক্তিশেলে রামের উক্তি ;—

যাস্যামি শমনসদনং সহ লক্ষ্মণেন

সীতাপি যাস্যতি বশং দশকন্ধরস্য ।

যাস্যন্তি বানরচমূপতয়ঃ স্বদেশান্

হা কষ্ট নাথ গতিরেব বিভীষণস্য । ২৯২ ।

ভাই রে লক্ষ্মণ ! আমি তোমারি সহিত,

শমন-ভবনে আজি যাইব নিশ্চিত ;

সীতাও প্রাণের ভয়ে না পাইয়া গতি,

রাবণের ভবনেই করিবে বসতি ;

দল বল লয়ে যত বানরপ্রধান,

নিজ নিজ দেশে সবে করিবে প্রস্থান ;

কিন্তু হায় ! আমিমাত্র যাহার ভরসা,

সে বিভীষণের আজি কি হইবে দশা ! । ২৯৩ ।

কোনও জলাশয়ে ধীবরেরা মৎস্য ধরিতেছিল, এক কবি তাহা দেখিতে ছিলেন ; একটী পুঁটীমাছের দশা দেখিয়া এই শ্লোকটি লিখিয়াছিলেন ;—

কৈবর্ত্তকর্কশকরগ্রহণচ্যুতোহপি

জালে পুনর্নিপতিতঃ শফরো বরাকঃ ।

দৈবাত্ততো বিগলিতো গিলিতো বকেন

বামে বিধৌ বত কথং বিপদো বিমুক্তিঃ ॥ ২৯৪ ॥

ধীবরের হস্ত হ'তে যেমন খসিল,

অভাগা পুঁটিটি পুনঃ জালেই পড়িল ;

জাল হ'তে দৈববশে গলিয়া পড়িল,

পড়িবামাত্রই তারে বকেতে গিলিল ;

হায় বিধি! তুমি মাত্র [illegible],
কিছুতেই [illegible] ।২৯৩।

পতির [illegible] বিরহে, [illegible] কমলিনী সূর্য্যকে সম্বোধন করিয়া বলিতেছেন ;—

[illegible] যাসি যদি [illegible] তব [illegible]
[illegible] ;
নাহং কৈরবিণী [illegible] রজনী তৎপতিরিন্দুর্যয়া
পদ্মিন্যা ন গতির্দিবাকর [illegible] ॥ ২৯৪ ॥

একান্ত নলিনীকান্ত! যাবে অস্তাচলে,
যাও তবে পরে যেন আইও কুশলে ;
বিশ্বের আনন্দসিন্ধু তুমি হে তপন।
তাই দেব! তব কাছে করি নিবেদন ;
নহি ত সে কুমুদিনী কিবা নিশীথিনী,
যাহারা চন্দ্রেরে হেরি' হইবে সুখিনী ; (১)
দিনমণি! মনে যেন থাকে হে তোমায়,
নলিনীর তোমা বিনা গতি নাহি আর। ২৯৫।

কোনও যুবা এক সুন্দরীকে দেখিয়া কামপীড়িত হইয়া বলিতেছে ;—

এষা ভবিষ্যতি বিনিদ্রসরোরুহাক্ষী
কামস্য কাপি বনিতা তনুবাহুমূলা বা।
যঃ পশ্যতি ক্ষণমিমাং কথমন্যথাসৌ
কোপাত্তবক্রকরণং তরুণং হিনস্তি ॥ ২৯৬ ॥

---

(১) 'কুমুদিনী'—কুমুদফুল, 'নিশীথিনী'—রাত্রি ; চাঁদ উঠিলে রাত্রির শোভা হয়, এবং কুমুদ ফুল ফোটে।

জীর্ণ শীর্ণ হইয়াছে সূর্য্যের কিরণে,
দগ্ধ হইয়াছে শেষে বন-হুতাশনে, (১)
হেন দূর্ব্বা পূর্ব্ব শোভা ধরিবে নিশ্চয়,
হে মেঘ ! বারেক যদি তব কৃপা হয় । ২৯৮ ।

শিবের প্রতি উক্তি ;—

ভূষা ভস্মভুজঙ্গমাস্থিনিচয়ঃ স্থানং শ্মশানং প্রিয়ং
ত্রৈলোক্যাপচয়োদ্যতং বিষমপি ত্যক্ত্বাঽমৃতং স্বীকৃতম্ ।
যৎ ত্যক্তং সকলৈঃ সুরাসুরনরৈস্তত্তে প্রিয়ং প্রায়শঃ
ত্যক্তুং নার্হসি দেব মামপি যতস্ত্যক্তোঽস্মি সর্ব্বৈঃ প্রভো ॥ ২৯৯ ॥

সমুদ্র-মন্থনে সুধা নিল দেবগণ,
তুমি নিলে কালকূট ত্রৈলোক্য-দহন ;
ভস্ম অস্থি সর্প কেবা করে পরশন,
প্রভু হে ! তাহাই তব অঙ্গের ভূষণ ;
সবে করে পরিহার যে ঘোর শ্মশান,
মহেশ ! তাহাই তব প্রিয়তম স্থান ,
সুরাসুর নরে যাহা করে পরিহার,
পরম স্নেহের বস্তু তাহাই তোমার ;
নিতান্ত অস্পৃশ্য আমি ত্যাজ্য সবাকার,
তোমা বিনা এ অধমে কে লইবে আর ? । ২৯৯ ।

কতি বা সরিতঃ সন্তি কতি বা সন্তি সাগরাঃ ।
কিন্তু জীবতি জীমূত চাতকস্তব পাথসা ॥ ৩০০ ॥

---

(১) 'বন-হুতাশনে'—দাবাগ্নি দ্বারা। গাছে গাছে ঘর্ষণ হইয়া বনে যে আগুন লাগে, তাহার নাম দাবাগ্নি ।

কত নদী কত সিন্ধু আছে এ ধরায়,
চাতকের প্রাণ কিন্তু নাহি বাঁচে তায় ;
হে মেঘ! তোমারি বারি জীবন তাহার,
তোমা বিনা চাতকের গতি নাহি আর। ৩০০।

মা ভূজ্জন্ম কুলস্ত্রীণাং জন্ম চেদ্ যৌবনং নহি।
যৌবনং চেন্ন তু প্রেম প্রেম চেদ্বিরহো নহি॥ ৩০১॥

না জনমে যেন ভবে কুলনারীগণ,
যদিও জনমে যেন না লভে যৌবন ;
যৌবন হ'লেও যেন না হয় প্রণয়,
প্রণয় হ'লেও যেন বিচ্ছেদ না হয়। ৩০১।

সঞ্চারো রতিমন্দিরাবধি সখীকর্ণাবধি ব্যাহৃতং
হাস্যং চাধরপল্লবাবধি মহামানোঽপি মৌনাবধিঃ।
চেতঃ কান্তসমীহিতাবধি পদন্যাসাবধি প্রেক্ষণং
সর্ব্বং সাবধি নাবধিঃ কুলভুবাং প্রেম্নঃ পরং কেবলম্॥ ৩০২॥

কুলবধূর গমনের সীমা শয়নগৃহ পর্য্যন্ত, আর অধিক দূর নয় ; তাঁহার কথাবার্ত্তার সীমা সখীর কর্ণ পর্য্যন্ত, অন্য কাণে যায় না ; তাঁহার হাস্যের সীমা অধরপল্লব পর্য্যন্ত, অর্থাৎ সে হাসিটুকু অধরেই বিকাস পায়, অধিক দূর গড়ায় না ; তাঁহার অত্যন্ত অভিমান হইলে, তাহাও মৌন পর্য্যন্ত, অর্থাৎ বড় রাগ হইলে চুপ করিয়াই থাকেন ; তাঁহার যা কিছু কামনা, তাহাও কেবল পতির তুষ্টিসাধন পর্য্যন্ত, অর্থাৎ পতির মনোরঞ্জন ছাড়া আর কোনও কামনা

নাই; তাঁহার দৃষ্টি নিজ চরণেই নিবদ্ধ, সে দৃষ্টি অন্য দিকে ধায় না; এইরূপে কুলরমণীর সমস্তই সীমাবদ্ধ, কেবল তাঁহার প্রেমেরই সীমা নাই, তাহা অগাধ ও অসীম। ৩০২।

আমাদের সংসার-আশ্রম কেমন পবিত্র, তাহা নিম্নলিখিত কয়েকটী শ্লোকেই বুঝিতে পারা যায়। প্রাতে শয্যা হইতে উঠিয়াই ভক্তিভাবে বলিতে হয়;—

লোকেশ চৈতন্যময়াধিদেব শ্রীকান্ত বিষ্ণো ভবদাজ্ঞয়ৈব।
প্রাতঃ সমুত্থায় তব প্রিয়ার্থং সংসারযাত্রামনুবর্ত্তয়িষ্যে॥ ৩০৩॥

দেবদেব! জগন্নাথ! কমলার পতি!
হে বিষ্ণো! চৈতন্যময়! অখিলের গতি!
প্রভাতে উঠিয়া তব প্রীতি-কামনায়,
করিব সংসারকার্য্য তোমারি আজ্ঞায়। ৩০৩।

পরে গুরুপ্রণাম;—

অখণ্ডমণ্ডলাকারং ব্যাপ্তং যেন চরাচরম্।
তৎপদং দর্শিতং যেন তস্মৈ শ্রীগুরবে নমঃ॥ ৩০৪॥

অখণ্ডমণ্ডলাকারে দেব নারায়ণ,
ব্যাপিয়া আছেন সদা অখিল ভুবন;
হেরিনু তাঁহার পদ প্রসাদে যাঁহার,
সেই শ্রীগুরুর পদে করি নমস্কার। ৩০৪।

অজ্ঞানতিমিরান্ধস্য জ্ঞানাঞ্জনশলাকয়া।
চক্ষুরুন্মীলিতং যেন তস্মৈ শ্রীগুরবে নমঃ॥ ৩০৫॥

অজ্ঞান-আঁধারে অন্ধ ছিলাম যখন,
যাঁর উপদেশে মোর ফুটিল নয়ন;

কৃতাঞ্জলিপুটে সেই শ্রীগুরু-চরণে,
নমস্কার করি আমি পুলকিত মনে। ৩০৫।

অনন্তর অরুণোদয় দর্শন পূর্ব্বক সূর্য্যদেবকে প্রণাম করিতে হয়;—

জবাকুসুমসঙ্কাশং কাশ্যপেয়ং মহাদ্যুতিম্।
ধ্বান্তারিং সর্ব্বপাপঘ্নং প্রণতোঽস্মি দিবাকরম্॥ ৩০৬॥

জবাপুষ্প-সম কান্তি অপূর্ব্ব আকার,
ধ্বান্তহারী তুমি মহাতেজের আধার;
দূরে যায় সর্ব্ব পাপ প্রভাবে তোমার,
দেব দিবাকর! তোমা করি নমস্কার। ৩০৬।

অনন্তর পুণ্যশ্লোকগণের নাম কীর্ত্তন করিতে হয়;—

পুণ্যশ্লোকো নলো রাজা পুণ্যশ্লোকো যুধিষ্ঠিরঃ।
পুণ্যশ্লোকা চ বৈদেহী পুণ্যশ্লোকো জনার্দ্দনঃ॥ ৩০৭॥

"কেশস্যার্দ্ধং বধূময়ম্"। ৩০৮।

এই শ্লোকাংশ বিষয়ে এইরূপ প্রবাদ আছে। ভোজরাজের সভায় এক পণ্ডিত ছিলেন, তিনি সমস্যাপূরণে অদ্বিতীয় ছিলেন। একদা কোনও ব্যক্তি, "কেশস্যার্দ্ধং বধূময়ম্"—(কেশের অর্থাৎ চুলের আধখানা বধূময় অর্থাৎ স্ত্রীমূর্ত্তি)—এই সমস্যা অর্থাৎ শ্লোকাংশ লইয়া রাজসভায় উপস্থিত হইলেন। কিন্তু তখন উক্ত পণ্ডিতের অন্তিম কাল, তাঁহাকে তটস্থ করা হইয়াছিল। রাজসভায় আর কেহই ঐ বিষম সমস্যা পূরণ করিতে পারিলেন না। রাজা অগত্যা ঐ সমস্যা লইয়া সেই মুমূর্ষু পণ্ডিতের নিকট উপস্থিত হইলেন। দেখিলেন,—তিনি তখন শ্বাস টানিতেছেন। রাজা উচ্চৈঃস্বরে তাঁহার কাণের কাছে "কেশস্যার্দ্ধং বধূময়ম্" এই সমস্যা বলিলেন, এবং জিজ্ঞাসা করিলেন,—"সমস্যা পূরিতা"—সমস্যা পূরণ

করিলেন কি? মুমূর্ষু পণ্ডিত, 'ব্যোম' এই কথা বলিয়া প্রাণত্যাগ করিলেন। সুবুদ্ধি রাজাও বুঝিলেন যে, তিনি মৃত্যুকালে ঐ 'ব্যোম'-শব্দেই সমস্যা পূরণ করিয়া গেলেন। যথা ;—

রাজা।—'সমস্যা পূরিতা?'

পণ্ডিত।—'ব্যোম'—

সমস্যা।—'কেশস্যার্দ্ধং বধূময়ম্'

একসঙ্গে শ্লোকার্দ্ধ,—'সমস্যা পূরিতা ব্যোমকেশস্যার্দ্ধং বধূময়ম্'—সমস্যা পূরণ হইয়াছে,—'ব্যোমকেশস্য' অর্থাৎ মহাদেবের, অর্দ্ধ অর্থাৎ আধখানা শরীর, 'বধূময়' অর্থাৎ স্ত্রীমূর্ত্তি। অর্দ্ধনারীশ্বর শিবের অর্দ্ধ অঙ্গ হর এবং অর্দ্ধ অঙ্গ গৌরীমূর্ত্তি। মহাদেবের একটী নাম 'ব্যোমকেশ'।

গুরবো বহবঃ সন্তি শিষ্যবিত্তাপহারকাঃ।
দুর্লভঃ সদ্গুরুর্দেবি শিষ্যসন্তাপহারকঃ ॥ ৩০৯ ॥

যারা শুধু শিষ্য-ধন হরিবারে চায়,
এরূপ অনেক গুরু মিলিবে ধরায় ;
শিষ্যের সন্তাপ যেই হরিবারে পারে,
হেন গুরু কয় জন মিলে এ সংসারে? । ৩০৯ ।

গুণৈরুত্তমতাং যাতি নোচ্চৈরাসনসংস্থিতাঃ।
প্রাসাদশিখরস্থোঽপি কাকঃ কিং গরুড়ায়তে ॥ ৩১০ ॥

অত্যুচ্চ আসনে বসি' উচ্চ নাহি হয়,
গুণ যদি থাকে তবে উচ্চ সবে কয় ;
কাক যদি বৈসে গিয়া প্রাসাদ-শিখরে,
গরুড় বলিয়া তারে কেবা পূজা করে? । ৩১০ ।

জ্ঞানং সতাং মানমদাদিনাশনং কেষাঞ্চিদেতন্মদমানকারণম্ ।
স্থানং বিবিক্তং যমিনাং বিমুক্তয়ে কামাতুরাণামতিকামকারণম্ ॥৩১১

যে জ্ঞান সাধুর নাশে মান অভিমান,
অসাধু উন্মত্ত হয় লভি' সেই জ্ঞান;
সাধুর বিজন স্থান মোক্ষের সহায়,
বিজনেই কামুকের কাম বৃদ্ধি পায়। ৩১১।

যাবৎ স্বস্থমিদং শরীরমরুজং যাবজ্জরা দূরতঃ
যাবচ্চেন্দ্রিয়শক্তিরপ্রতিহতা যাবৎ ক্ষয়ো নায়ুষঃ।
আত্মশ্রেয়সি তাবদেব বিদুষা কার্য্যঃ প্রযত্নো মহান্
সন্দীপ্তে ভবনে তু কূপখননং প্রত্যুদ্যমঃ কীদৃশঃ ॥৩১২॥

যত দিন রোগহীন সুস্থ দেহ রয়,
যত দিন দূরে থাকে জরা মৃত্যুভয়;
যাবৎ ইন্দ্রিয়গণ না হয় বিকল,
তাবৎ সাধিবে লোক আপন মঙ্গল;
আগুন লাগিলে গৃহে, কি ফল তখন—
সলিলের তরে কূপ করিয়া খনন ?। ৩১২।

বিদ্যা বিবাদায় ধনং মদায় শক্তিঃ পরেষাং পরিপীড়নায়।
খলস্য সাধোর্বিপরীতমেতজ্জ্ঞানায় দানায় চ রক্ষণায় ॥ ৩১৩ ॥

দুর্জ্জনের বিদ্যা হয় বিবাদের তরে,
ধন হ'লে আর তার গর্ব্ব নাহি ধরে;
প্রভুত্ব পাইলে করে পরের পীড়ন,
বিপরীত কিন্তু দেখ। সাধুর লক্ষণ;—
সাধুর বিদ্যায় হয় জ্ঞানের উদয়,
ধনে তাঁর দরিদ্রের দুঃখ দূর হয়;

আর যদি হাতে থাকে প্রভুত্ব তাঁহার,
বিপন্ন জনেরে তিনি করেন উদ্ধার। ৩১৩।

মৃগনাভিসমা প্রীতির্গোপিতুং নৈব শক্যতে।
আবৃতাপি পুনর্বস্ত্রৈ গন্ধঃ সর্ব্বত্র গচ্ছতি ॥ ৩১৪ ॥

যাহার উপরে যার মনের প্রণয়,
সে ভাব কিছুতে তার চাপা নাহি রয়;
মৃগনাভি শত বস্ত্রে কর আচ্ছাদন,
গন্ধ তার কিছুতেই না রবে গোপন। ৩১৪।

উৎকৃষ্টমধ্যমনিকৃষ্টজনেষু মৈত্রী
যদ্বচ্ছিলাসু সিকতাসু জলেষু রেখা।
বৈরং ক্রমাদধমমধ্যমসজ্জনেষু
যদ্বচ্ছিলাসু সিকতাসু জলেষু রেখা ॥ ৩১৫ ॥

উত্তমের সহিত প্রণয়, পাষাণের রেখার ন্যায়, কিছুতেই বিলুপ্ত হয় না; মধ্যমের সহিত প্রণয়, বালির উপর রেখার ন্যায়, অধিক দিন থাকে না; অধমের সহিত প্রণয়, জলের উপর রেখার ন্যায়, হইতে হইতেও বিলুপ্ত হয়। আবার, অধমের সহিত শত্রুতা, যেন পাষাণের উপর রেখা, অধমের মন হইতে তাহা কিছুতেই যায় না; মধ্যমের সহিত শত্রুতা যেন বালির উপর রেখা, অধিকক্ষণ থাকে না; উত্তমের সহিত শত্রুতা যেন জলের উপর রেখা, উৎপত্তিকালেই লয় পায়। ৩১৫।

ধীরেষু সৎকবিবচো লভতে বিকাশং
ছাত্রেষু কুট্মলদশাং মূর্খজনেষু।
স্বাত্যম্বু শুক্তিকুহরে পতিতেব মুক্তা
মুক্তেব পঙ্কজদলে ন রজঃসু কিঞ্চিৎ ॥ ৩১৬ ॥

সুকবির বাক্য পণ্ডিতের হৃদয়েই পূর্ণ বিকাশ লাভ করে, ছাত্রের হৃদয়ে মুকুলের অবস্থা ধারণ করে, মূর্খের নিকট মরা ধানের ন্যায় নির্জীব হয়; দেখ! স্বাতী নক্ষত্রের জল ঝিনুকে পড়িলে মুক্তা হয় (১), পদ্মপত্রে পড়িলে মুক্তার ন্যায় শোভা পায়, কিন্তু ধূলার উপর পড়িলেই শুকাইয়া যায়। ৩১৬।

বিদ্যা নাম নরস্য রূপমধিকং প্রচ্ছন্নগুপ্তং ধনং
বিদ্যা ভোগকরী যশঃসুখকরী বিদ্যা গুরূণাং গুরুঃ।
বিদ্যা বন্ধুজনো বিদেশগমনে বিদ্যা পরং দৈবতং
বিদ্যা রাজসু পূজ্যতে নহি ধনং বিদ্যাবিহীনঃ পশুঃ ॥ ৩১৭ ॥

মানবের বিদ্যাই সৌন্দর্য্য অনুপম,
বিদ্যাই গুরুর গুরু দেবতা পরম;
বিদ্যাধন গুপ্ত নিধি বিদেশে সহায়,
ভোগ যশ কল্যাণের বিদ্যাই উপায়;
বিদ্যাই পূজিত হয় রাজার সভায়,
বিদ্যা না থাকিলে তারে পশু বলা যায়। ৩১৭।

জ্ঞাতিভির্বণ্ট্যতে নৈব চৌরেণাপি ন নীয়তে।
দানেন ন ক্ষয়ং যাতি বিদ্যারত্নং মহাধনম্ ॥ ৩১৮ ॥

(১) এইরূপ প্রবাদ আছে,—স্বাতীনক্ষত্রের জল ঝিনুকে পড়িলে মুক্তা হয়।

কটাক্ষপাত করিতে লাগিলেন। ছদ্মবেশী কালিদাসকে স্ত্রীলোক ভাবিয়া দিগ্বিজয়ী বলিলেন ;—

কিং মাং মুহুঃ পশ্যসি ঘটেন কটিস্থিতেন
বক্ত্রেণ চারুপরিমীলিতলোচনেন।
অন্যং বিলোকয় জনং তব কর্ম্মযোগ্যং
নাহং ঘটাঙ্কিতকটিং প্রমদাং স্পৃশামি ॥ ৩২১ ॥

কক্ষেতে কলসি করি' ঘাড় ফিরাইয়ে,
মোর পানে আছে কেন আড় চোখে চেয়ে ?
জল বোয়ে কড়া যার পড়িয়াছে কুক্ষে,
হেন নারী কভু আমি নাহি আনি লক্ষ্যে। ৩২১।

স্ত্রীবেশী কালিদাসের উত্তর ;—

সত্যং ব্রবীমি মকরধ্বজবাণপীড়
নাহং ত্বদর্থমনসা পরিচিন্তয়ামি।
দাসোঽদ্য মে বিঘটিতস্তব তুল্যরূপী
সোবা ভবেন্নহি ভবেদিতি মে বিতর্কঃ ॥ ৩২২ ॥

কামে হতজ্ঞান তুমি কি বলিব হায়!
সত্যি বলি সে ভাবেতে দেখিনে তোমায় ;
ভৃত্য মোর হারায়েছে তোমারি মতন,
সেই কিনা তুমি তাই করি দরশন। ৩২২।

দিগ্বিজয়ী পণ্ডিত একটা সামান্য স্ত্রীলোকের মুখে সেই কবিতা শুনিয়া বিস্মিত হইয়া জিজ্ঞাসিলেন,—কে গা তুমি ? স্ত্রীবেশী কালিদাস বলিলেন,—আমি কালীদাসের বাটীর পরিচারিকা। দিগ্বিজয়ী কালিদাসের পরিচারিকার বিদ্যার পরিচয় পাইয়া আর কালিদাসের সহিত বিচার করিতে সাহস করিলেন না।

কবিরিব বক্তিতনিদ্রস্তরুণি তবার্থং ভৃশং স যুবা।
পদশব্দলীনহৃদয়ো রূপালঙ্কারভাবনানিপুণঃ ॥ ৩২৩ ॥

কবি যেমন সারা রাত্রি জাগিয়া কেবল (কবিতার) পদ-শব্দের চিন্তায় ও তাঁহার রূপ গুণ রস ও অলঙ্কারের ভাবনায় তন্ময় হইয়া থাকে, হে সুন্দরি! সেই যুবাও তেমনি সারা রাত্রি জাগিয়া কেবল তোমারি পদ-শব্দের আশায় এবং তোমারি রূপ গুণ রস ও অলঙ্কারের ধ্যানে নিমগ্ন হইয়া আছে (১)। ৩২৩।

মাছরাঙার খেদ ;—

সরলকুরলকঙ্কাঃ কাককাদম্বহংসাঃ
অহিনকুলমনুষ্যাঃ কে ন খাদন্তি মৎস্যান্।
অহমতিতনুজীবী ক্ষীণমীনোপভোগী
জগতি বিদিতমেতন্মৎস্যরঙ্কঃ কলঙ্কী ॥ ৩২৪ ॥

হংস বক আদি পক্ষী যে আছে যথায়,
ভুজঙ্গ নকুল নর কে না মৎস্য খায়?
আমি অতি ক্ষীণজীবী চুনা পুঁঠী খাই,
তবু মাছরাঙার কলঙ্ক সর্ব্ব ঠাঁই। ৩২৪।

---

(১) কবির পক্ষে,—'পদশব্দ'— কবিতার পদ অর্থাৎ এক একটী চরণ, এবং শব্দ অর্থাৎ শব্দবিন্যাস। নায়িকার পক্ষে,—'পদশব্দ'—তাহার পায়ের সাড়া। 'রূপ'—কবিতার সৌন্দর্য্য; পক্ষান্তরে—নায়িকার সৌন্দর্য্য। 'গুণ'—মাধুর্য্য, ওজ, প্রসাদ্ প্রভৃতি কাব্যের গুণ; নায়িকার পক্ষে,—মিষ্টকথা, সরলতা, প্রভৃতি। 'রস'—শৃঙ্গার, হাস্য, করুণ, প্রভৃতি, নায়িকার পক্ষে,—প্রেমরস। 'অলঙ্কার'—উপমা, রূপক, প্রভৃতি; নায়িকার পক্ষে,—বালা, বাজু, হার, প্রভৃতি।

ভদ্রসন্তানের ভিক্ষা ও মৃত্যু সমান কথা ;—

স্বরো হ্রস্বো মতিভ্রংশো গাত্রকম্পো মহদ্ভয়ম্।
মরণে যানি চিহ্নানি তানি চিহ্নানি যাচকে ॥ ৩২৫ ॥

বাক্ রোধ হ'য়ে যায়, ভ্রম হয় মতি,
থর থর কাঁপে গাত্র, ভয় হয় অতি ;
মৃত্যুর যতেক চিহ্ন সব তার হয়,
মানী লোক কষ্টে পড়ি' ভিক্ষা যবে চায়। ৩২৫।

সূর্য্যাস্ত,—

ধ্বান্তৌঘঃ কবলীকরোতি ধরণীং নো ভান্তি সূর্য্যোপলাঃ
খদ্যোতাঃ পরিতঃ স্ফুরন্তি নিতরাং সীদন্তি সূর্য্যোপলাঃ।
যে তু ধ্বাঙ্ক্ষভয়েন পেচকগণা নির্যান্তি নো কোটরাৎ
তেঽপ্যুচ্চৈর্বিহরন্তি হা দিনমণে কুত্র ত্বয়া প্রস্থিতম্ ॥ ৩২৬ ॥

ঘোরতর অন্ধকারে গ্রাসিল ধরণী,
প্রভাহীন বিমলিন সূর্য্যকান্ত মণি ;
জোনাকি আছিল যারা কীটাধম ছার,
চৌদিকে তাদের তেজ হইল বিস্তার ;
সরোবরে শত শত প্রফুল্ল নলিন,
তোমার বিরহে আজি সবাই মলিন ;
যে পেঁচা কাকের ভয়ে কোটরেই ছিল,
সেও আজি মহাদর্পে বাহির হইল ;
তোমার বিহনে বিশ্ব হইল শ্মশান,
হায় ! কোথা দিনমণি ! করিলে প্রস্থান। ৩২৬।

বরং দরিদ্রঃ শ্রুতিশাস্ত্রপারগো ন চাপি মূর্খো বহুকোটিনায়কঃ।
সুলোচনা জীর্ণপটৈর্বিরাজতে ন নেত্রহীনা কনকৈরলঙ্কৃতা ॥ ৩২৭ ॥

মূর্খের যদ্যপি থাকে কোটি কোটি ধন,
তথাপি তা হ'তে ভাল পণ্ডিত নির্ধন ;
ছিন্ন বস্ত্রে সুনয়না নারী শোভা পায়,
শোভে না নয়নহীনা সুবর্ণভূষায়। ৩২৭।

ধনীর দ্বারে বার বার তাড়িত হইয়া যাচকের খেদ ;—

নিদ্রাতি স্নাতি ভুঙ্‌ক্তে চরতি কচভরং শোধয়ত্যন্তরাস্তে
দীব্যত্যক্ষৈর্নচায়ং গদিতুমবসরঃ সায়মায়াহি যাহি।
ইত্যুদ্দণ্ডৈঃ প্রভূণামসকৃদধিকৃতৈর্বারিতান্ দ্বারি দীনান্
অস্মান্ পশ্যাব্ধিকন্যে সরসিরুহরুচামন্তরঙ্গৈরপাঙ্গৈঃ ॥ ৩২৮ ॥

হে মা কমলে! এ অভাগাদের উপর তোমার পদ্ম-নয়নের কটাক্ষ নিক্ষেপ কর। আমরা ধনীর দ্বারে উপস্থিত হইলে, দণ্ডহস্তে দ্বারবানেরা বলিয়া উঠে,—"বাবু এখন ঘুমাইতেছেন,—এখন স্নান করিতেছেন,—এখন ভোজনে বসিয়াছেন,—এখন চুল ফিরাইতেছেন,—এখন বেড়াইতে-ছেন,—এখন অন্দরে আছেন,—এখন পাশা খেলিতেছেন,—এখন ব্যস্ত আছেন কথা কহিবার সময় নাই, এখন যাও, সন্ধ্যার পর আসিও"। এইরূপে বার বার দ্বার হইতেই আমাদিগকে তাড়াইয়া দেয়। ৩২৮।

কিং ভূষণৈর্যদি ন যৌবনমঙ্গনায়াঃ
তেনাপি কিং যদি ন রূপমপূর্ব্বমস্তি।
রূপেণ কিং যদি ন তত্র গুণা বসন্তি
কিংবা গুণৈর্গুণবতা যদি নানুবন্ধঃ ॥ ৩২৯ ॥

নারীর যৌবন বিনা কি ফল ভূষণে?
রূপ না থাকিলে তার কি ফল যৌবনে?
কিবা ফল রূপে তার? গুণ না থাকিলে,
কিবা ফল গুণে? পতি নির্গুণ হইলে। ৩২৯।

প্রথমবয়সি দত্তং তোয়মল্পং স্মরন্তঃ
শিরসি নিহিতভারাঃ নারিকেলা নরাণাম্।
সলিলমমৃততুল্যং দদ্যুরাজীবনান্তং
নহি কৃতমুপকারং সাধবো বিস্মরন্তি ॥ ৩৩০ ॥

নারিকেল চারা গাছ আছিল যখন,
অল্পমাত্র জলসেক পাইল তখন;
সেই উপকার দেখ! করিয়া স্মরণ,
মস্তকে ফলের ভার করিছে বহন,
দিতেছে অমৃত জল যাবৎ জীবন,
উপকার পেয়ে নাহি ভুলে সাধুগণ। ৩৩০।

কন্দৈঃ ফলৈর্মুনিবরাঃ ক্ষপয়ন্তি কালং
শুষ্কৈস্তৃণৈর্বনগজা বলিনো ভবন্তি।
সর্পাঃ পিবন্তি পবনং ন চ দুর্ব্বলাস্তে
সন্তোষ এব পরমং বলমত্র লোকে ॥ ৩৩১ ॥

ফল মূল খেয়ে মুনি সুখে বাস করে,
শুষ্ক তৃণ খেয়ে হাতী কত বল ধরে;
বায়ু খেয়ে বাঁচে সাপ না হয় দুর্ব্বল,
সন্তোষের কাছে আর কি আছে সম্বল। ৩৩১।

অহৌ বা হারে বা কুসুমশয়নে বা দৃষদি বা
মণৌ বা লোষ্টে বা বলবতি রিপৌ বা সুহৃদি বা।
তৃণে বা স্ত্রৈণে বা মম সমদৃশো যান্তি দিবসাঃ
কদা পুণ্যেঽরণ্যে শিব শিব শিবেতি প্রলপতঃ ॥ ৩৩২ ॥

বিষধরে আর হারে হ'বে সমজ্ঞান,
প্রস্তর কুসুমশয্যা হেরিব সমান;
মণি লোষ্টে শত্রু মিত্রে ভেদ নাহি রবে,
তৃণে ও সুন্দরীগণে সমদৃষ্টি হ'বে;
শিব-শিব-শিব সদা বলিব বদনে,
এরূপে কাটাব দিন কবে তপোবনে। ৩৩২।

ভ্রাতঃ কোকিল ভীতভীত ইব কিং পত্রাবৃতো বর্ত্তসে
নীচৈঃ পশ্য ধনুর্দ্ধৃতস্ততইতো ধাবন্তি ভিল্লার্ভকাঃ।
কা ভীতিস্তব যৎ কুহূরিতি পরা বিদ্যা মধুস্যন্দিনী
কিং ক্রূরে গুণগৌরবং কিমসতীচিত্তে পতিপ্রেম বা ॥ ৩৩৩ ॥

প্রশ্ন। ভয়ে হ'য়ে জড়সড় পাতার আড়ালে,
ও ভাই কোকিল! তুমি কেন হে লুকালে?
উত্তর। নীচে দেখ! ধনুর্ব্বাণ করিয়া ধারণ,
ব্যাধের বালক সব করিছে ভ্রমণ;
প্রশ্ন। শিখেছ যে কুহূরব মধুর ভাণ্ডার,
যে শুনিবে সে ভুলিবে কি ভয় তোমার?
উত্তর। নৃশংস পামর কারো গুণ নাহি মানে,
পতিপ্রেম কি পদার্থ কুলটা কি জানে?। ৩৩৩।

আবিষ্কৃতান্ পরগুণান্ কলয়ন্তি তূষ্ণীং
দুশ্চেতসো বত বিদূষয়িতুং ন রাগাৎ।
আকর্ণয়ন্তি কিল কোকিলকূজিতানি
সন্ধাতুমেব নিজসগুনলীং কিরাতাঃ ॥ ৩৩৪ ॥

নীরবে পরের গুণ শুনে দুষ্টমতি,
সে শুধু সাধিতে মন্দ, সে নহে ভকতি ;
স্থির হ'য়ে শুনে ব্যাধ কোকিলের ধ্বনি,
সাতনলা চালাইয়া বধিতে তখনি। ৩৩৪।

দুর্জ্জনদূষিতমনসঃ সুজনেষ্বপি কোঽপি নাস্তি বিশ্বাসঃ।
বালঃ পায়সদগ্ধো দধ্যপি ননু ফুৎকৃতং ভুঙ্‌ক্তে ॥ ৩৩৫ ॥

দুর্জ্জনে বিশ্বাস করি' বঞ্চিত যে হয়,
সুজনেও আর তার না হয় প্রত্যয় ;
অত্যুষ্ণ পায়সে হাত যে শিশু পোড়ায়,
শীতল দধিও দিলে ফুঁ দিয়া সে খায়। ৩৩৫।

রাবণের শক্তিশেলে লক্ষ্মণ পতিত হইলে রামের উক্তি ;—

ধনুষি নিপুণশিক্ষা বেদমন্ত্রেষু দীক্ষা
জনকনৃপতিগেহে চাগ্রতো মে বিবাহঃ।
ইদমনুচিতমস্মিন্নগ্রজে বিদ্যমানে
শমনভবনযানে যত্ত্বানগ্রযায়ী ॥ ৩৩৬ ॥

আগে আমি ধনুর্ব্বাণ করিয়াছি শিক্ষা,
আগে আমি বেদমন্ত্রে পাইয়াছি দীক্ষা ;
জনকরাজার গৃহে আগেই আমার—
বিবাহ হইল, পরে বিবাহ তোমার ;

আগে আমি সব কাজে ভাই রে লক্ষ্মণ।
আজি একি অনুচিত তব আচরণ?
আমি আগে না যাইতে শমন-ভবন,
অগ্রজে ফেলিয়া তুমি করিলে গমন। ৩৩৬।

বিরহশোকে মুমূর্ষু প্রণয়ীর উক্তি ;—

পঞ্চত্বং তনুরেতু ভূতনিবহাঃ স্বাংশে বিশন্তু ধ্রুবং
ধাতারং প্রণিপত্য নম্রশিরসা যাচেঽহমেকং বরম্।
তদ্বাপীষু পয়স্তদীয়মুকুরে জ্যোতিস্তদীয়াঙ্গন-
ব্যোম্নি ব্যোম তদীয়বর্ত্মনি ধরা তত্তালবৃন্তেঽনিলঃ ॥ ৩৩৭ ॥

তাহার বিরহে আমার দেহ পঞ্চত্ব পাইবে এবং আমার পঞ্চভূত (মৃত্তিকা, জল, তেজ, বায়ু, আকাশ) পঞ্চভূতে গিয়া মিশিবে, তাহাতে আমার দুঃখ নাই; কিন্তু হে বিধাতঃ! আমি নতশিরে তোমার চরণে এইমাত্র প্রার্থনা করি যে, সেই প্রিয়তমা যে জলাশয়ে স্নান করে, আমার দেহের জলের অংশ যেন তাহাতেই মিশিয়া যায়; সে যে দর্পণে মুখ দেখে, তাহাতেই যেন আমার তেজের অংশ মিশিয়া যায়; তাহার গৃহ-প্রাঙ্গণের আকাশেই যেন আমার আকাশের অংশ মিশিয়া যায়, সে যে মৃত্তিকায় পদক্ষেপ করে, সেই মৃত্তিকায় যেন আমার মৃত্তিকার অংশ মিশিয়া যায়, এবং তাহারি ব্যজনের বায়ুতে যেন আমার বায়ুর অংশ মিশিয়া যায়। ৩৩৭।

মেঘের প্রতি উক্তি ;—

সেক্তব্যো যদি মারবস্তরুরয়ং পাথোদ পাথোভরৈঃ
নৈবেনং পরিষিঞ্চ কিঞ্চিদরসে কালঃ পরিক্রামতি।
শুষ্কে মূলরসে দলে বিগলিতে শীর্ণে তথা বল্কলে
ন স্যাদস্য পরিস্থিতিপ্রভুরসৌ ধারাপি বারাং তব ॥ ৩৩৮ ॥

এ মরুভূমির বৃক্ষে যদি দিবে জল,
শীঘ্র তবে দেও মেঘ! বিলম্বে কি ফল?
মূলের সমস্ত রস বিশুষ্ক হইলে,
পত্রগুলি ক্রমে সব ঝরিয়া পড়িলে;
বিশীর্ণ বল্কল শাখা হইলে ইহার,
শত ধারাপাতে তব বাঁচিবে না আর। ৩৩৮।

পাতালং ব্রজ যাহি বা সুরপুরীমারোহ মেরোঃ শিরঃ
পারাবারপরম্পরাং তর তথাপ্যাশা ন শান্তা তব।
আধিব্যাধিপরাহতো যদি সদা ক্ষেমং নিজং বাঞ্ছসি
শ্রীকৃষ্ণেতি রসায়নং রসয় রে শূন্যৈঃ কিমন্যৈঃ শ্রমৈঃ ॥ ৩৩৯ ॥

পাতালে অথবা স্বর্গে করহ গমন,
অথবা সুমেরুশিরে কর আরোহণ;
কিম্বা তুমি হও পার সপ্ত পারাবার,
কোথাও আশার শান্তি হবে না তোমার;
নিতান্তই যদি নিজ হিত বাঞ্ছা কর,
তবে কেন বৃথা তুমি ঘুরে ঘুরে মর;
কৃষ্ণনাম মহৌষধ কর সদা পান,
দূরে যাবে রোগ শোক লভিবে নির্ব্বাণ ॥ ৩৩৯ ॥
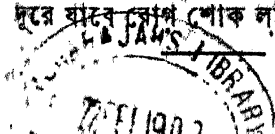
উপসংহার।

চারি যুগের তারকব্রহ্ম নাম ;—

(সত্যযুগের)

নারায়ণপরা বেদা নারায়ণপরাঃ ক্ষরাঃ।
নারায়ণপরা মুক্তির্নারায়ণপরা গতিঃ ॥ ৩৪০ ॥

(ত্রেতাযুগের)

রামনারায়ণানন্ত মুকুন্দ মধুসূদন।
কৃষ্ণ কেশব কংসারে হরে বৈকুণ্ঠ বামন ॥ ৩৪১ ॥

(দ্বাপরযুগের)

হরে মুরারে মধুকৈটভারে গোপাল গোবিন্দ মুকুন্দ শৌরে।
যজ্ঞেশ নারায়ণ কৃষ্ণ বিষ্ণো নিরাশ্রয়ং মাং জগদীশ রক্ষ ॥৩৪২

(কলিযুগের)

হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরে হরে।
হরে রাম হরে রাম রাম রাম হরে হরে ॥ ৩৪৩ ॥

জয় জগদীশ হরে।